শ্রীবৈষ্ণব কণ্ঠরত্নং

বা

শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টং

শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থেন

তৎ কৃতয়া সরলাখ্যটীকয়া বঙ্গানুবাদেন চ সহিতং

শ্রীনিখিলানন্দ গোস্বামি কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থেন
প্রকাশিতং

১৩৩৯ সাল।

মূল্য—একটাকা

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার দ্বারায় মুদ্রিত

ভূমিকা

শ্রীহরিভক্তি বিলাসের ব্যবস্থাসমূহ শ্রীবৈষ্ণব মহোদয়গণের সহজে বুঝিবার নিমিত্ত ১৩৩৬ সনের বৈশাখ মাসে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা, শ্রীশ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসা, শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা মীমাংসা, শ্রীরাসযাত্রা মীমাংসা একত্র মুদ্রিত করা হইয়াছে। কতিপয় পণ্ডিত মহোদয়গণকে পুস্তক দান করা হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত বন্ধু ব্যবস্থা বিষয়ে কয়েকটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তর লিখিতে গিয়া "শ্রীবৈষ্ণব কণ্ঠরত্নং" বা শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টং" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছি। ইহাতে বহু বহু সূক্ষ্ম বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই রত্ন কণ্ঠস্থ হইলে উপবাসাদির ব্যবস্থা বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিবে না। নিজেই তাহা বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইবেন। কোন কোন ব্যবস্থা ব্যক্ত হইয়াও অস্ফুট ছিল, তাহা স্পষ্টরূপে বিচারপূর্ব্বক অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া শ্রীভগবন্নিষ্ঠ বৈষ্ণব মহোদয়গণ পরিতুষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করি।

গ্রন্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য "সরলা নাম্নী টীকা" করিয়া দিয়াছি এবং সরল বঙ্গানুবাদও করিয়া দিয়াছি পাঠকগণ ইহা পাঠ করিলে পরিশ্রম সার্থক হইবে। নিজ গ্রামের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামি মহাশয় এবং ভিটাদিয়া গ্রামের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত সমালোচনা করিয়া গ্রন্থ সংশোধন করিয়াছি। ইহাতে স্মার্ত্তমতও সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীস্মার্ত্ত পণ্ডিত মহোদয়গণের সম্বন্ধেও এই পুস্তক উপাদেয় হইবে বলিয়া মনে করি।

এই পরিশিষ্ট দ্বারা "বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা" গ্রন্থখানি পূর্ণাবয়বযুক্ত হইল, বিবেচনার ভার সুধীগণের উপর অর্পণ করা গেল।

এই বৈষ্ণব কণ্ঠরত্নে বহুরত্ন সন্নিবিষ্ট আছে। যথা—বিধিতত্ত্ববিচার—বিধি, নিয়ম, পরিসঙ্খ্যা লক্ষণ দৃষ্টান্তসহ, বিধেয় তত্ত্ববিচার—তিথির লক্ষণ ও পরিচয়, কর্ম্মের প্রাধান্য ও বিধেয়ত্ব তিথ্যাদির গুণত্ব অনুবাদবিধেয় লক্ষণ, অনুবাদবিধি বিধেয় দৃষ্টান্তসহ, ভগবানের অনুবাদ্যত্ব ভক্তির বিধেয়ত্ব দৃষ্টান্তসহ, অনুরূপ অনুবাদ বিধেয়—কৃষ্ণের অনুবাদ্যত্ব স্বয়ং ভগবত্তার বিধেয়ত্ব বহু দৃষ্টান্তসহ।

অর্দ্ধরাত্র সমাধান বিচার, মুহূর্ত্ত বিচার, অরুণোদয় নির্ণয়, একাদশী, অষ্ট মহা দ্বাদশীর নিত্যতা ও একাদশীত্যাগ বিচার, তিথি ঘটিত ব্রতচতুষ্টয়ে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ ও নক্ষত্র ঘটিত ব্রতচতুষ্টয়ে খণ্ডা একাদশী ত্যাগ। ব্রতকর্ত্তব্যত্ব-কারিকা সম্বন্ধে বিচার, বহু যুক্তি প্রমাণ দ্বারা কারিকা চতুষ্টয়ের প্রামাণ্যস্থাপন। শ্রবণা দ্বাদশী বিচার, রাত্রিযোগের উপোষ্যত্ব, জন্মাষ্টমী—বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিদ্ধা-নিষেধে যুক্তি, বৈষ্ণব মত, স্মার্ত্ত মত, বিরুদ্ধ বচনসমাধান, রামনবমী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, শিবরাত্রি—বৈষ্ণব মত, স্মার্ত্ত মত, বিরুদ্ধবচন সমাধান। দশাবতার জয়ন্তী। গ্রন্থ নয়টী অধ্যায়ে বিভক্ত। সূচীপত্র পাঠ করিলে গ্রন্থের বিস্তৃত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ইতি

শ্রীনন্দকুমার দেবশর্ম্মা

সূচীপত্র


শ্রীপাদ নন্দ কুমার গোস্বামী

গ্রন্থকারের পরিচয়

শাণ্ডিল্য গোত্র ক্ষিতীশের পুত্র চতুর্বেদী নারায়ণ ভট্ট আদিশূর রাজার যজ্ঞকর্ত্তা। ১। তৎপুত্র আদিগাঞি ওঝা। ২। তৎপুত্র জয়মণি বা জয়মন ভট্ট। ৩। তৎপুত্র হরিকুঞ্জ বা হরিকৃষ্ণ। ৪। তৎপুত্র বিদ্যাপতি। ৫। তৎপুত্র রঘুপতি। ৬। তৎপুত্র শিবাচার্য্য। ৭। তৎপুত্র সোমাচার্য্য। ৮। তৎপুত্র উগ্রমণি। ৯। তৎপুত্র তপোমণি। ১০। তৎপুত্র সিন্ধুসাগর। ১১। তৎপুত্র বিন্দুসাগর। ১২। বিন্দুসাগরের দুই পুত্র জয়সাগর এবং মণিসাগর, মণিসাগরের অন্য নাম বিদ্যাসাগর। ১৩। জয়সাগর হইতে বারেন্দ্র শ্রেণী ধরা হয়।

বারেন্দ্র জয়সাগরের চারি পুত্র, মাধব বা আদি মাধব মিশ্র, মৌনভট্ট, স্বর্ণরেখ বা স্বর্ণদেব মিশ্র, পীতাম্বর মিশ্র। ১৪।

বল্লাল হইতে মাধব বা আদি মাধব চম্পটী গ্রাম, মৌনভট্ট নন্দনাবাসী গ্রাম, স্বর্ণরেখ বা স্বর্ণদেব সিহরি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া শ্রোত্রিয় হন। পীতাম্বর মিশ্রের তিন পুত্র বল্লাল সভায় কুলীন হন। বল্লাল হইতে সাধু বাগছী, রুদ্র বাগছী কৌলীন্যব্যঞ্জক বাগছী গ্রাম প্রাপ্ত হন। লোকনাথ লাহিড়ী কৌলীন্য ব্যঞ্জক লাহিড়ী গ্রাম প্রাপ্ত হন। ১৫।

লোকনাথ লাহিড়ীর পুত্র শ্রীনাথ ও ভূতনাথ। ভূতনাথ পুত্র দিগম্বর ওঝা পুং বেদগর্ত্ত, পুং সনাতন, পুং চ্যুত বা চুট ওঝা, পুং হলী, বলী. বৎস্য, বল্লভাচার্য্য, শ্রীরাম, দিবাকর ও ত্রিবিক্রম। হলী জাতিভ্রষ্ট।

বল্লভ আচার্য্যের সময় উদয়নকৃত কুলীনগণের করণ, পরিবর্ত্ত ও সমাজের সৃষ্টি, এবং শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান নিষিদ্ধ হয়।

বল্লভপুত্র আকাই বা অর্ক, ঢাকঢোর, দনাই বা দনুজারী, চয়ড়া, ছয়ঘরিয়া। কেশব বা কেশাই নকৈড়। কেশব পুত্র খেথাই বা শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী, পুং অনন্ত বা আনাই, মাধব বা মাধাই, শ্রীকর, শ্রীবৎস, সারঙ্গ, দামোদর, পক্ষে ঈশান ওঝা। মাধব পুং মহামিশ্র, নরপতি, বারকড়ি: নিতাই অরুণ। মহামিশ্র পুং বিদ্যাপতি, প্রগর্ত্ত ভট্ট, সর্ব্বানন্দ, গোসাঞি মিশ্র, রঘুপতি, মুকুন্দ। প্রগর্ত্ত ভট্ট পুং রামচন্দ্র বা রামাচার্য্য, শ্রীকণ্ঠ হরিভট্ট। রামাচার্য্য পুং সত্যভানু, জনার্দ্দন, মধুসূদন, বাচস্পতি মিশ্র তর্কবাগীশ। ইনি মিশ্র স্মৃতি এবং মন্বাদি

সংহিতার টীকা করেন। মধু পুং বিজয় অন্য পক্ষে ভবানন্দ ও সারঙ্গাই লাহিড়ী। ভবানন্দ বেতালের জমীদারের কন্যা বিবাহ করিয়া ভিটাদিয়া গ্রাম যৌতুক পান। সেই পত্নীর গর্ব্ভে ভবানন্দের তিন পুত্র জন্মে; শ্রীগর্ব্ভ ভট্টাচার্য্য, পদ্মগর্ব্ভ আচার্য্য, বেদগর্ব্ভ ভট্টাচার্য্য, পদ্মগর্ব্ভ পৈঙ্গী রহস্য ব্রাহ্মণ ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, দ্বাদশোপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য, এবং ক্রম দীপিকার টীকা রচনা করেন। তাহাতে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

ভবানন্দ সুষঙ্গে এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর পুত্র রামচন্দ্র লাহিড়ী। তাঁহার বংশধর নারায়ণ ডহর প্রভৃতির জমীদার গোষ্ঠী। ভবানন্দ নবদ্বীপে এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর পুত্র হিরণ্যগর্ব্ভ আচার্য্য ও শ্রীবৎস আচার্য্য। ভবানন্দ মধ্যদেশে এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর পুত্র দ্বিজরাজ লাহিড়ী প্রভৃতি। ভবানন্দ বিক্রমপুরে দুই বিবাহ করেন, পুত্রের নাম অজ্ঞাত। ভবানন্দের প্রথম পত্নীর দ্বিতীয় পুত্র পদ্মগর্ব্ভ আচার্য্য, নবদ্বীপে পাঠ্যাবস্থায় এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর গর্ব্ভজাত পুত্র পুরুষোত্তম আচার্য্য, সন্ন্যাসাশ্রমে নাম স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বাসস্থান নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয়পার্ষদ, ইঁহার বংশ নাই।

পদ্মগর্ব্ভের দ্বিতীয় পত্নীর পুত্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী, যদুনাথ লাহিড়ী, পক্ষে রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, বাসস্থান ভিটাদিয়া। মহাপ্রভু শ্রীহট্ট যাওয়ার সময় কতক দিন লক্ষ্মীনাথের গৃহে অবস্থিতি করেন, ইঁহাকে পুত্র বর প্রদান করেন, সেই বরে লক্ষ্মীনাথের প্রবীণ পণ্ডিত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্য্য রূপনারায়ণ সরস্বতী গোস্বামী। ইনি জীব গোস্বামীর সহিত বৃন্দাবনে বিচারে পরাজিত হইয়া মহাপ্রভুর মত গ্রহণ করেন, জ্যেষ্ঠতাত স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর শিষ্য হন, পরে মহাশয়ের শাখাভুক্ত হন, বৃন্দাবনে মানসিংহকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ইনি এগার সিন্দূরে পাটবাড়ী স্থাপন করেন, ইঁহার তিন পুত্র, নন্দরাম বিদ্যাসাগর, শ্রীধর তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণজীবন বাণীকণ্ঠ বাচস্পতি। ইনি "পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সংগ্রহ নামক" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ পাঁচালীছন্দে অনুবাদ করিয়া "স্বরূপ চরিতে" রঘুদাস দিয়াছেন। মানসিংহ ঈশাখাঁর যুদ্ধের সময় ইঁহারা এগার সিন্দুর হইতে বাণীয়া গ্রামে আসিয়া বসতি করেন, বাণীয়া গ্রাম এখন বাণীগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগের বংশধর গোস্বামীগণ বাণীগ্রামে বাস করিতেছেন। গ্রন্থকার গোস্বামী নন্দরাম বিদ্যাসাগরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। "বৈষ্ণবোপবাস ব্রতমীমাংসা" রচয়িতা কৃষ্ণহরি গোস্বামী শ্রীধর তর্কালঙ্কারের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা

পরিশিষ্টং

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

নমামি সচ্চিদানন্দং শ্রীরাধাব্রজমোহনং।
যঃ শ্রীলরাধিকা-কান্ত্যা গৌরত্ব মভজৎকলৌ
বৈষ্ণবোপবাসব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টকং।
প্রণয়ামি সমালোচ্য শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥
টীকাং দিগ্দর্শনীং দৃষ্ট্বা সমালোচ্য পুনঃ পুনঃ
সরলাখ্যান্ত টীকাঞ্চ বৈষ্ণবানন্দ দায়িনীং ॥
তত্ত্বনিধি সমাযুক্ত কাব্য তীর্থোপনামকঃ।
গোস্বামি সংযুতো নন্দকুমার দেবশর্ম্মকঃ ॥
নকৈড় লাহিড়ীবংশ সম্ভবঃ সদ্‌গুণান্বিতঃ।
ময়্‌মনসিংহ মধ্যস্থ বাণীগ্রাম নিবাস্যহং ॥

বিধিতত্ত্ববিচারঃ

তিথিতত্ত্বটীকায়াং কাশীরামঃ।

প্রধান বিধিরপি ত্রিবিধো বিধি নিয়ম পরিসঙ্খ্যা ভেদাৎ।
বিধি, নিয়ম বিধি, পরিসঙ্খ্যা বিধি ভেদে প্রধান বিধি তিন প্রকার

তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ

বিধি রত্যন্ত মপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্রচ প্রাপ্তৌ পরিসঙ্খ্যেতি গীয়তে ॥*

অস্যার্থঃ। রাগতঃ শাস্ত্রতঃ অতিদেশতশ্চ অপ্রাপ্তৌ বিধিঃ। "অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত" ইত্যাদি রূপঃ "কার্ত্তিকে হবিষ্যং ভুঞ্জীত" ইত্যাদৌতু ন বিধিঃ, ভোজনস্য রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ। এবং "গ্রহং সংমার্ষ্টি" ইত্যাদৌ গ্রহাংশে ন বিধিঃ, "দশগ্রহা গৃহ্যন্তে" ইতি শাস্ত্রেণ গ্রহস্য প্রাপ্তত্বাৎ। গ্রহো যজ্ঞীয় পাত্র-বিশেষঃ। এবং "একোদ্দিষ্টাদৌপিণ্ডান্ দদ্যাৎ" ইতি পিণ্ডাদ্যংশে ন বিধিঃ। "শেষং পার্ব্বণবৎ কুর্য্যাৎ" ইত্যাদ্যতিদেশেন পিণ্ডাদেঃ প্রাপ্তত্বাৎ।

বিধি

"অজ্ঞাত জ্ঞাপকোবিধিঃ"। যাহা জানা নাই তাহাকে জানায় যে, সেই বিধি। অত্যন্ত অপ্রাপ্তিতে বিধি হইয়া থাকে অর্থাৎ রাগানুসারে, শাস্ত্রানুসারে এবং অতিদেশানুসারে অপ্রাপ্তি হইলে বিধি হয়।

রাগ অর্থ ইচ্ছা। শয়ন, ভোজন, গমন রমণাদিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হইয়া থাকে। "অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত" প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে। ইহা রাগানুসারে, শাস্ত্রানুসারে এবং অতিদেশানুসারে পাওয়া যাইতেছে না।

"রাগাদ্যপ্রাপ্তত্বেসতি প্রমাণান্তরালভ্যত্বেসতি স্বপ্রমাণলভ্যত্বং বিধেয়ত্বং।"

রাগাদি দ্বারা অপ্রাপ্ত থাকিয়া অন্য প্রমাণ দ্বারা অলভ্য থাকিয়া নিজ প্রমাণ বলে লভ্য হইলে বিধি হয়, বিধির প্রতিপাদ্যই বিধেয়।

"অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত" কেবল এই নিজ প্রমাণ বলেই লাভ হইল বলিয়া ইহা বিধি হইল।

এইরূপ "পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েৎ" পঞ্চমীতে শ্রী পূজা করিবে। প্রতিপদি দীপং দদ্যাৎ। প্রতিপদে দীপ দান করিবে।

"একাদশ্যা মুপবসেৎ।" একাদশীতে উপবাস করিবে।" ইত্যাদি স্থলে

* অত্যন্ত অপ্রাপ্তিতে বিধি, অত্যন্ত প্রাপ্তিতে পরিসঙ্খ্যা, প্রাপ্তিতে অপ্রাপ্তিতে নিয়ম

রাগানুসারে, অন্য প্রমাণ বলে এবং অতিদেশ অনুসারে প্রাপ্তি নাই, কেবল নিজ নিজ প্রমাণ বলেই লাভ হইল বলিয়া বিধি হইল।

"কার্ত্তিকে হবিষ্যং ভুঞ্জীত" কার্ত্তিকমাসে হবিষ্য ভোজন করিবে। এই স্থলে বিধি হইবে না, কেননা ভোজনের রাগানুসারে প্রাপ্তি আছে।

"গ্রহং সংমার্ষ্টি" গ্রহ মাজিবে, পরিষ্কার করিবে। এই স্থলে গ্রহাংশে বিধি হইবে না ; কারণ "দশগ্রহা গৃহ্যন্তে" দশটী গ্রহ গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রানুসারে অর্থাৎ অন্য প্রমাণে গ্রহের প্রাপ্তি আছে।

যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ গ্রহ শব্দের অর্থ। এই প্রকার, "একোদ্দিষ্টাদৌ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ" একোদ্দিষ্টাদিতে পিণ্ড দান করিবে। এইস্থলে পিণ্ডাদ্যংশে বিধি হইবে না। কারণ "শেষং পার্ব্বণবৎ কুর্য্যাৎ" শেষে পার্ব্বণের ন্যায় করিবে, এই অতিদেশ অনুসারে পিণ্ডাদির প্রাপ্তি আছে।

বিধি স্তাবচ্চতুর্ব্বিধঃ। উৎপত্তি বিধি, রধিকার বিধি, রঙ্গ বিধিঃ প্রয়োগ বিধিশ্চেতি। অজ্ঞাতজ্ঞাপকো বেদভাগো বিধিরিতি সামান্যলক্ষণং।

বিধি চারি প্রকার ; উৎপত্তি বিধি, অধিকার বিধি, অঙ্গ বিধি এবং প্রয়োগ বিধি।

"অজ্ঞাতজ্ঞাপক বেদভাগ বিধি," এই সামান্য লক্ষণ।

যাহা জানা নাই, তাহাকে জানায় যে বেদভাগ তাহাই বিধি।

দ্রব্য-দেবতা-সম্বন্ধবিশিষ্ট-কর্ম্মস্বরূপ-জ্ঞাপকো বিধি রুৎপত্তিবিধি রিতর নিরপেক্ষত্বাৎ। যথা—পিতৃভ্যো দদ্যাৎ, অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত, ইত্যাদি বিধিঃ।

শুচিত্বাদ্যধিকারিতা-সম্পাদকো বিধি রধিকার বিধিঃ। যথা,—শুচি-তৎ-কালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। *

সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং দর্শ-শ্রাদ্ধাদি চেষ্যতে। ইত্যাদিনা কল্পনীয়ঃ "কৃতসপিণ্ডীকরণঃ পিতৃকামাবস্যা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদিত্যাদিরূপঃ অঙ্গপ্রকাশকো বিধি রঙ্গবিধিঃ।

অয়ঞ্চ নিয়োগ বিধি রপি উচ্যতে। যথা দর্শযাগ মুক্ত্বা ইড়ো যজতি, সমিধো যজতি, ইত্যাদি বিধিঃ। কুশহস্তঃ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ, ইত্যাদি বিধিশ্চ।

ইতিকর্ত্তব্যতা-বিধায়কো বিধিঃ প্রয়োগ-বিধিঃ ইতিকর্ত্তব্যতা পরিপাটী। যথা—বাস্তুদেবতাং পূজয়িত্বা বিষ্ণুং পূজয়েৎ, ইত্যাদি রূপঃ।

* তৎ কালজীবীর ব্যাবৃত্তি স্থল প্রতিনিধি। প্রতিনিধি কর্ম্ম করিবে।

দ্রব্য-দেবতা সম্বন্ধ বিশিষ্ট কর্ম্মস্বরূপের জ্ঞাপক যে বিধি তাহাই উৎপত্তি বিধি, যে হেতু সে ইতরকে অপেক্ষা করেনা।

স্থল, পিতৃভ্যো দদ্যাৎ। পিতৃলোক উদ্দেশে দান করিবে। অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত। প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে।

শুচিত্বাদ্য ধিকারিতা-সম্পাদক বিধিই অধিকার বিধি।

স্থল—শুচি-তৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

শুচি-তৎ কালজীবী ব্যক্তি কর্ম্ম করিবে।

"সপিণ্ডীকরণের পর অমাবস্যা শ্রাদ্ধ করিবে।" ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা কল্পিত "কৃতসপিণ্ডীকরণ ব্যক্তি পিতৃলোক উদ্দেশে অমাবস্যা শ্রাদ্ধ করিবে।" ইত্যাদি রূপ অঙ্গ প্রকাশক বিধিই অঙ্গ বিধি। ইহাকে নিয়োগ বিধিও বলা যায়।

স্থল—দর্শযাগ করিয়া "ইড়ো যজতি" ইড় যজ্ঞ করিবে। সমিধো যজতি। সমিধ যজ্ঞ করিবে।

ইত্যাদি বিধি এবং "কুশহস্তঃকর্ম্ম কুর্য্যাৎ" কুশহস্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে।

ইত্যাদি বিধিই নিয়োগ বিধি।

ইতি কর্ত্তব্যতা-বিধায়ক বিধিই প্রয়োগ বিধি। ইতি কর্ত্তব্যতা অর্থ পরিপাটী।

স্থল,—বাস্তুদেবতাং পূজয়িত্বা বিষ্ণুং পূজয়েৎ, বাস্তুদেবতাকে পূজা করিয়া বিষ্ণু পূজা করিবে।

নিয়ম বিধি

পক্ষতো রাগতঃ প্রাপ্তৌ রাগাভাবেচাপ্রাপ্তৌ শাস্ত্রতশ্চ প্রাপ্তৌ কর্ত্তব্যস্যাবশ্যকত্ব বিধি নিয়মবিধিঃ। আবশ্যকত্বং স্বাযোগমাত্র-ব্যবচ্ছেদঃ। স্বাযোগমাত্র-ব্যবচ্ছেদফলকোবিধি নিয়মবিধিঃ। যথা—"ঋতৌভার্য্যা মুপেয়া"দিত্যত্র ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়াদেব। এব শব্দঃ অধ্যাহৃতঃ। "ঋতুস্নাতাস্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপ গচ্ছতি। অবাপ্নোতি স মন্দাত্মাভ্রূণহত্যামৃতা বৃতৌ। ঋতৌ নোপৈত্তি যো ভার্য্যা মনৃতৌ যশ্চ গচ্ছতি।" ইত্যাদি দোষ শ্রবণাৎ।

এবশব্দঃ স্বাযোগ ব্যবচ্ছেদকঃ অন্যযোগ ব্যবচ্ছেদকশ্চ। এবশব্দেন ভার্য্যা গমনা যোগস্য ব্যবচ্ছিদ্যতে। নিয়মে স্বার্থহানি পরার্থ কল্পনরূপং দোষদ্বয়ং।

শ্রুতার্থস্য পরিত্যাগাদ শ্রুতার্থস্য কল্পনাৎ।
দোষদ্বয় সমাযুক্তো নিয়মঃ পরিকার্ত্তিতঃ ॥

পক্ষতঃ রাগতঃ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে প্রাপ্তি, রাগাভাব অর্থাৎ ইচ্ছার অভাবে অপ্রাপ্তি, শাস্ত্রানুসারে প্রাপ্তি, থাকিলে কর্ত্তব্যের আবশ্যকত্ব বিধিই নিয়ম বিধি। আবশ্যকত্ব অর্থ স্বাযোগ মাত্র ব্যবচ্ছেদ। অর্থাৎ স্বয়ের অযোগমাত্রের ব্যাবৃত্তি। স্বয়ের অযোগের ব্যবচ্ছেদ ফলকে জন্মায় যে বিধি সেই নিয়ম বিধি।

নিয়মে স্বয়ের অবশ্য যোগ থাকিবে। স্থল—"ঋতৌভার্য্যামুপেয়াৎ"

ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিবে। এইস্থলে "ঋতৌভার্য্যা মুপেয়াদেব"। ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিবেই। এবশব্দ অধ্যাহার করা হইল। অর্থাৎ এবশব্দের যোগ করা হইল। তাহার কারণ,—

"নিকটে থাকিতে যে ঋতুস্নাতা ভার্য্যাগমন না করে, সেই মন্দাত্মা ঋতুতে ঋতুতে ভ্রূণ হত্যা পাপ প্রাপ্ত হয়। যে ঋতুকালে গমন করে না, অঋতুতে গমন করে, সেও ভ্রূণ হত্যা পাপ প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি দোষ শ্রুতি।

এবশব্দ দ্বিবিধ, স্বাযোগ ব্যবচ্ছেদক এবং অন্যযোগ ব্যবচ্ছেদক।

এইস্থলে, স্ব পদে ভার্য্যাগমন, এবশব্দ ভার্য্যা গমনের অযোগকে ব্যাবৃত্তি করিয়াছে। সুতরাং ভার্য্যা গমনের যোগ রহিয়াছে।

"শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, অশ্রুতার্থের কল্পন হেতু নিয়মটী দোষ দ্বয় যুক্ত।"

"ঋতৌভার্য্যা মুপেয়াৎ" এইরূপ শাস্ত্র আছে। ঋতুতে ভার্য্যা গমন না করিতেও পারে, কিন্তু দোষ শ্রুতি আছে বলিয়া ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিবেই এই নিমিত্ত,—

"ঋতৌভার্য্যা মুপেয়াৎ" এই শ্রুতার্থের পরিত্যাগ "ঋতৌভার্য্যা মুপেয়াদেব" এই অশ্রুতার্থের কল্পন, নিয়মে এই দোষ দ্বয় রহিয়াছে।

"একাদশী মুপোষ্য দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ"
একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবে।

দ্বাদশীতে ভোজনের রাগতঃ প্রাপ্তি আছে, রাগাভাবে অপ্রাপ্তিও আছে। শাস্ত্রতঃ প্রাপ্তি আছে। "দ্বাদশ্যাং পারণং স্মৃতং" পারণ না করিতেও পারে, কিন্তু "দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েদিতি" "পারণান্তং ব্রতংজ্ঞেয়মিত্যাদি" অপারণে দোষ শ্রুতি আছে বলিয়া "দ্বাদশ্যাং পারয়েদেব" এবশব্দের অধ্যাহার করিবে। দ্বাদশীতে পারণ করিবেই। এবশব্দ স্বাযোগ ব্যবচ্ছেদক। স্ব পদে দ্বাদশীতে

পারণ, তার অযোগের ব্যাবর্ত্তক। সুতরাং দ্বাদশীতে পারণের যোগ আছে। "দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ" এই শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, "দ্বাদশ্যাং পারয়েদেব" এই অশ্রুতার্থের কল্পন ; নিয়মে আছে।

ইষ্টানুসারেণ বিধি প্রবৃত্তৌ নিয়মঃ। ইষ্টানুসারে বিধিতে যে প্রবৃত্তি সে নিয়ম, এইরূপ ন্যায়ও আছে।

পরিসঙ্খ্যাবিধি

তত্রচান্যত্রচ শাস্ত্রতঃ রাগতশ্চ প্রপ্তৌ পরিসঙ্খ্যা। যদ্বা তত্র প্রকৃতে অন্যত্র তদ্ভিন্নে অর্থাৎ অপ্রকৃতে উভয়ত্র প্রাপ্তৌ প্রকৃতে প্রাপ্তিং অনূদ্য অপ্রকৃতে প্রাপ্তি-নিরাসঃ পরিসঙ্খ্যা। অন্য যোগ ব্যবচ্ছেদ ফলিকা। যথাঃ "প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ।" "পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্ ভুঞ্জীত" ইত্যাদ্যাকারিকা। তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ।

অন্যার্থ শ্রূয়মাণাচ যান্যার্থ প্রতিষেধিকা।
পরিসঙ্খ্যাতু সাজ্ঞেয়া, যথা প্রোক্ষিতোভোজনং॥

অন্যার্থ শ্রূয়মাণা প্রোক্ষিত ভোজনাদি-রূপান্যার্থ শ্রূয়মাণা, অন্যার্থ প্রতিষেধিকা প্রোক্ষিত ভোজনাদ্যতিরিক্ত ভক্ষণাদিরূপান্যার্থ প্রতিষেধিকা।

তত্র চান্যত্রচ শাস্ত্রানুসারে এবং রাগানুসারে প্রাপ্তিতে পরিসঙ্খ্যা হয়। অথবা তত্র প্রকৃতে অন্যত্র অপ্রকৃতে উভয় স্থলে প্রাপ্তিতে অর্থাৎ প্রকৃতে প্রাপ্তিকে অনুবাদ করিয়া (বলিয়া) অপ্রকৃতে প্রাপ্তি নিরাস পরিসঙ্খ্যা। ইহা অন্য যোগ ব্যবচ্ছেদ ফলিকা। অর্থাৎ পরিসঙ্খ্যা অন্য যোগকে ব্যাবৃত্তি করে। শাস্ত্রতঃ স্থল—প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ" প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবে। "পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্ ভুঞ্জীত" পঞ্চ-নখ মধ্যে পঞ্চটি ভোজন করিবে।

রাগতঃ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে মাংস ভক্ষণের প্রাপ্তি আছে, স্বভাবতঃ মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা হয়। "প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ।" পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্ ভুঞ্জীত।"

এই যে প্রকৃতপ্রাপ্তি তাহাকে বলিয়া "অপ্রোক্ষিতং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।" "পঞ্চ-পঞ্চ-নখাতিরিক্তং ন ভুঞ্জীত।" এই যে অপ্রকৃত প্রাপ্তি, তাহার নিরাসই পরিসঙ্খ্যা।

"প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ"।" সে "অপ্রোক্ষিতং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।" এই যে অন্যযোগ তাহাকে ব্যাবৃত্তি করিল। "পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্ ভুঞ্জীত।" "সে" পঞ্চ-পঞ্চ-নখাতিরিক্তং ন ভুঞ্জীত।" এই যে অন্যযোগ তাহাকে ব্যাবৃত্তি করিল।

তাহা ভট্টপাদ বলিয়াছেন,—অন্যার্থ শ্রূয়মাণ ও অন্যার্থ প্রতিষেধক হইলে পরিসঙ্খ্যা হয়। স্থল, প্রোক্ষিত ভোজনাদি। এই স্থলে অন্যার্থ শ্রূয়মাণ অর্থ, প্রোক্ষিত ভক্ষণাদিরূপ অন্যার্থ শ্রূয়মাণ। অন্যার্থ প্রতিষেধক অর্থ, প্রোক্ষিত ভোজনাদ্যতিরিক্ত ভক্ষণাদিরূপ অন্যার্থ প্রতিষেধক। ইহাই পরিসঙ্খ্যা।

ননু "শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গঃ কূর্ম্মস্তু পঞ্চমঃ।
ভক্ষান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥

অনুষ্ট্রান্ উষ্ট্রবর্জিতান্, চকারাৎ গোবর্জিতাংশ্চ। একতোদতঃ একদন্ত পংক্ত্যুপেতান্ পশূন্ ভক্ষ্যান্ আহুঃ।

ইতি শাস্ত্রতঃ রাগতশ্চ যথা পঞ্চনখাবচ্ছিন্ন শশকাদি পঞ্চানাং ভক্ষ্যত্বং প্রাপ্তং, তথা "ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়াদিত্যাদৌ শাস্ত্রতঃ রাগতশ্চ ঋতৌ ভার্য্যাভিগমনং প্রাপ্তং তৎকথং নিয়মপরিসঙ্খ্যয়োঃ স্থান নিয়মঃ (ভেদঃ) ইতি চেন্মৈবং, যত্র প্রত্যাখ্যানং প্রত্যবায়জনকং তত্র নিয়মঃ। যথা:—"ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়া" দিত্যাদৌ।

ঋতুস্নাতান্ত যোভার্য্যাং সন্নিধৌনোপগচ্ছতি।
অবাপ্নোতি সমন্দাত্মা ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ॥

ঋতৌ নোপৈতি যো ভার্য্যা মনৃতৌ যশ্চ গচ্ছতি। ইত্যাদি নিন্দাশ্রবণাৎ অন্যাযোগ ব্যবচ্ছেদফলকো নিয়মঃ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—শশক, শল্লকী, গোধা, খড়্গ, কূর্ম্ম; পঞ্চ-নখের মধ্যে এই পাঁচটী ভক্ষ্য, অন্য অভক্ষ্য। *

আর উষ্ট্র বর্জিত ও গোবর্জিত একদন্ত-পংক্তিবিশিষ্ট পশু ভক্ষ্য অন্য অভক্ষ্য। শাস্ত্রতঃ এবং রাগতঃ যেমন পঞ্চনখাবচ্ছিন্ন শশকাদি পঞ্চকের ভক্ষ্যত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমন "ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়াৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে এবং রাগানুসারে ঋতুতে ভার্য্যা গমনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে কিরূপে নিয়ম ও

* শশক, ফটিয়াহরিণী, খড়খোস। শল্লকী শেজা। গোধা গোইল গোসাপ খড়্গ গণ্ডার। কূর্ম্ম কাছিম কাটোয়া।

পরিসঙ্খ্যার স্থান নিয়ম অর্থাৎ প্রভেদ হয়? এইরূপ বলাও উচিত নহে। কারণ, যেখানে প্রত্যাখ্যান (পরিত্যাগ) প্রত্যবায় (পাপ) জনক, সেইখানেই নিয়ম হইবে।

"ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়াৎ।" ইত্যাদি স্থলে "নিকটে থাকিতে যে ঋতুস্নাতা ভার্য্যাকে গমন না করে, সেই মন্দাত্মা ঋতুতে ঋতুতে 'ভ্রূণহত্যা' পাপ প্রাপ্ত হয়। যে ঋতুতে গমন না করিয়া অঋতুতে গমন করে সেও 'ভ্রূণহত্যা' পাপ লাভ করে।

এইরূপ দোষ শ্রুতি আছে। এখানে 'গমনাযোগ ব্যবচ্ছেদ ফলকই নিয়ম। ভার্য্যাগমনের অযোগকে ব্যাবৃত্তি করিল। ভার্য্যাগমনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইল।

নিয়ম, আবশ্যকত্ব, অযোগ ব্যবচ্ছেদ, একার্থ বোধক।

যত্রতু প্রত্যাখ্যানং ন প্রত্যবায়জনকং প্রত্যুত সময় বিশেষে প্রত্যাখ্যানাভাবে দোষঃ, তত্র পরিসঙ্খ্যা।

যথা—"পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্ ভুঞ্জীত" ইত্যাদৌ পঞ্চ-পঞ্চ-নখাতিরিক্ত ভোজনে নিন্দা শ্রবণাচ্চ। যত্র অন্যযোগো ব্যবচ্ছিদ্যতে তত্র পরিসঙ্খ্যা ইতি।

যেখানে প্রত্যাখ্যান প্রত্যবায়জনক না হয়, প্রত্যুত সময় বিশেষে পরিত্যাগ না করিলে দোষ হয়, সেইখানেই পরিসঙ্খ্যা হইবে।

স্থল "পঞ্চ-পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত" ইত্যাদি স্থলে পঞ্চ-পঞ্চনখাতিরিক্ত ভোজনে নিন্দাশ্রুতি আছে। যেখানে অন্যযোগকে ব্যবচ্ছেদ (ব্যাবৃত্তি) করে, সেইখানেই পরিসঙ্খ্যা হইবে।

পঞ্চ-পঞ্চনখ ভোজন করুক বা নাই করুক পঞ্চ-পঞ্চনখের অতিরিক্ত ভোজন করিবেই না ইহাই অন্যাযোগ ব্যবচ্ছেদ।

নিয়ম ও পরিসঙ্খ্যায় প্রভেদ দেখাইবার জন্য অন্যকারিকা বলা যাইতেছে।

পরিসঙ্খ্যাচস্বার্থহান্যস্বার্থকল্পন রাগপ্রাপ্তি বাধরূপ দোষত্রয়দুষ্টা।

তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ

শ্রুতার্থস্য পরিত্যাগাদশ্রুতার্থস্য কল্পনাৎ।
প্রাপ্তস্য বাধাদিত্যেবং পরিসঙ্খ্যা ত্রিদোষিকা॥

এষাচ দোষত্রয়দুষ্টত্বাৎ যত্র গত্যন্তরংনাস্তি, তত্রৈব স্বীক্রিয়তে।

"পঞ্চ-পঞ্চনখান ভুঞ্জীত।" ইত্যাদৌ তদতিরিক্তং নভুঞ্জীত" ইত্যর্থে-তাৎপর্য্যাৎ।

পঞ্চ-পঞ্চ-নখ-ভক্ষণস্য শ্রুতার্থস্য ত্যাগঃ, পঞ্চ-পঞ্চ-নখাতিরিক্ত-ভক্ষণ-নিষেধস্য অশ্রুতার্থস্য কল্পনং, পঞ্চ-পঞ্চ-নখাতিরিক্ত-ভক্ষণস্য রাগতঃ প্রাপ্তস্য বাধ ইতি দোষত্রয়ং বোধ্যং। এবং "প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়ে"দিত্যাদাবপি।

পরিসঙ্খ্যা স্বার্থহানি অস্বার্থ অর্থাৎ পরার্থ কল্পন এবং রাগাপ্রাপ্তির বাধরূপ দোষত্রয়দুষ্ট।

তাহা ভট্টপাদ বলিয়াছেন ঃ—

শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, অশ্রুতার্থের কল্পন, এবং রাগ প্রাপ্তির বাধ হইলে পরিসঙ্খ্যা হয়। তাহা দোষত্রয় দুষ্ট।

যেখানে অন্য গতি নাই, সেইখানেই পরিসঙ্খ্যা স্বীকার করিতে হয়।

"পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্ ভুঞ্জীত।" পঞ্চ নখের মধ্যে পঞ্চটী ভক্ষণ করিবে। "তদতিরিক্তং ন ভুঞ্জীত" পঞ্চ নখের অতিরিক্ত অর্থাৎ পঞ্চ নখ ভিন্ন ভক্ষণ করিবে না।

এই অর্থে তাৎপর্য্য হেতু পঞ্চ-পঞ্চ-নখ ভক্ষণ যে শ্রুতার্থ তাহার ত্যাগ, পঞ্চ-পঞ্চ নখাতিরিক্ত-ভক্ষণ-নিষেধ যে অশ্রুতার্থ তার কল্পন, পঞ্চ-পঞ্চ নখাতিরিক্ত ভক্ষণ যে রাগতঃ প্রাপ্তি তার বাধ। এই দোষত্রয় যুক্ত পরিসঙ্খ্যা।

"পঞ্চ-পঞ্চ-নখান্-ভুঞ্জীত"। সে "পঞ্চ-পঞ্চ নখাতিরিক্তান্ ন ভুঞ্জীত" এই যে অন্য যোগ তাহাকে ব্যাবৃত্তি করিল।

এইরূপ "প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ।" প্রোক্ষিতমাংস ভোজন করিবে। এই শ্রুতার্থের ত্যাগ, "অপ্রোক্ষিতং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।" অপ্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবে না। এই অশ্রুতার্থের কল্পন, রাগতঃ "অপ্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণের প্রাপ্তি" তার বাধ। এই দোষত্রয় যুক্ত পরিসঙ্খ্যা।

"প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ।" সে "অপ্রোক্ষিতং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।" এই যে অন্য যোগ তাহাকে ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি করিল।

শাস্ত্র না পাইলেই পণ্ডিতগণ যুক্তি অনুসারে কল্পনা করিয়া থাকেন।

ফল কথা,—নিয়মে প্রত্যাখ্যান দোষজনক, পরিসঙ্খ্যায় প্রত্যাখ্যান দোষজনক নহে, নিয়মে স্বাযোগ ব্যবচ্ছেদ, পরিসঙ্খ্যায় অন্য যোগ ব্যবচ্ছেদ। নিয়মে দোষদ্বয়, পরিসঙ্খ্যায় দোষত্রয়; এই প্রভেদ। ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিবে, না করিলে দোষ হয়, অতএব ভার্য্যাগমনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা আছে বলিয়া নিয়মে স্বাযোগ ব্যবচ্ছেদ হইল। পঞ্চ-পঞ্চ-নখ ভোজন করিবে, প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ

করিবে, না করিলে কোন দোষ হইবে না, না করিতেও পারে। কিন্তু পঞ্চ-পঞ্চ-নখাতিরিক্ত মাংস ভোজন করিবেনা, অপ্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবেনা, এইরূপ নিষেধ আছে বলিয়া পরিসঙ্খ্যায় অন্যযোগ ব্যবচ্ছেদ হইল।

এখন বিধেয়তত্ত্ব বিচার বলা যাইতেছে—

ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি-ভ্রাতৃ বংশোদ্ভব-শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি-তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টে বিধিতত্ত্ব-বিচারো নাম প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

বিধেয় তত্ত্ব বিচার

বিধি বলা হইয়াছে, এখন বিধির বিধেয় বলা যাইতেছে।

তিথি লক্ষণং

স্কান্দে।

অমাদি পৌর্ণমাস্যন্তা যাএব শশিনঃ কলা।
তিথয় স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে ॥

চন্দ্র মণ্ডলস্য ষোড়শ ভাগেন পরিমিতা দেহ ধারিণী আধার শক্তিরূপা অমা নাম্নী মহাকলা প্রোক্তা ক্ষয়োদয় রহিতত্বা ন্নিত্যা স্রকুসূত্রবৎ সর্ব্বানুস্যূতা। তদন্যাঃ পঞ্চদশ কলাঃ পৌর্ণমাস্যন্তাঃ প্রতিপদাদি তিথি বিশেষ রূপা,—ইতি ষোড়শৈব কলা স্তিথয় ইতি। তিথিতত্ত্বং।

অমাবস্যা অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রের যে সমস্ত কলা তাহা তিথি নামে প্রসিদ্ধ। হে বরাননে! চন্দ্রের কলা ষোলটী।

চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শ ভাগের একভাগ পরিমিত দেহ ধারিণী আকার শক্তিরূপা অমানাম্নী মহাকলা কথিত হইয়াছে। সেই অমা হ্রাস বৃদ্ধি রহিত অতএব নিত্যা; মালার সূত্রের ন্যায় অমা সর্ব্ব তিথিতে অনুস্যূত অর্থাৎ অমাসূত্রে তিথি-মালা গ্রথিত। অমা প্রত্যেক তিথিতে অবস্থিত আছে।

শুক্ল কৃষ্ণ ভেদে তিথির পরিচয়

চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি রূপ ক্রিয়া বা চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি রূপ ক্রিয়া দ্বারা উপলক্ষিত কালই তিথি।

মাসে দুইটী পক্ষ শুক্ল ও কৃষ্ণ।

"চন্দ্র বৃদ্ধিকরঃ শুক্লঃ কৃষ্ণ শ্চন্দ্র ক্ষয়াত্মকঃ।"

চন্দ্রের বৃদ্ধিকর শুক্লপক্ষ এবং চন্দ্রের ক্ষয়কর কৃষ্ণপক্ষ।

"দর্শান্তাঃ কৃষ্ণপক্ষে তাঃ পূর্ণিমান্তাশ্চ শুক্লকে।"

প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ। প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ। উভয় পক্ষেই পঞ্চদশটী করিয়া তিথি হয়। জ্যোৎস্না ও অন্ধকার দ্বারা শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের পরিচয়।

শুক্লপক্ষে,—অমাবস্যা হইতে ক্রমে এক এক কলা বৃদ্ধি হইয়া প্রতিপদাদি হয়। এক কলায় প্রতিপদ্ দুই দণ্ড জ্যোৎস্না, ইহা দৃষ্ট হয় না। দুই কলায় দ্বিতীয়া চারি দণ্ড জ্যোৎস্না, তিন কলায় তৃতীয়া ছয় দণ্ড জ্যোৎস্না, চারি কলায় চতুর্থী আট দণ্ড জ্যোৎস্না, পাঁচ কলায় পঞ্চমী দশ দণ্ড জ্যোৎস্না, ছয় কলায় ষষ্ঠী বার দণ্ড জ্যোৎস্না, সাত কলায় সপ্তমী চৌদ্দ দণ্ড জ্যোৎস্না, আট কলায় অষ্টমী ষোল দণ্ড জ্যোৎস্না, নয় কলায় নবমী আঠার দণ্ড জ্যোৎস্না, দশকলায় দশমী বিশ দণ্ড জ্যোৎস্না, এগার কলায় একাদশী বাইশ দণ্ড জ্যোৎস্না, বার কলায় দ্বাদশী চব্বিশ দণ্ড জ্যোৎস্না, তের কলায় ত্রয়োদশী ছাব্বিশ দণ্ড জ্যোৎস্না, চৌদ্দ কলায় চতুর্দ্দশী আটাইশ দণ্ড জ্যোৎস্না, পনর কলায় পূর্ণিমা ত্রিশ দণ্ড বা সমস্ত রাত্রি জ্যোৎস্না।

কৃষ্ণপক্ষে,—পূর্ণিমা হইতে ক্রমে এক এক কলা হীন হইয়া প্রতিপদাদি হয়। চৌদ্দকলায় প্রতিপদ্ দুই দণ্ড অন্ধকার, ইহা লক্ষ্য করা যায় না। তেরকলায় দ্বিতীয়া চারি দণ্ড অন্ধকার, বারকলায় তৃতীয়া ছয় দণ্ড অন্ধকার, এগারকলায় চতুর্থী আট দণ্ড অন্ধকার, দশকলায় পঞ্চমী দশ দণ্ড অন্ধকার, নয়কলায় ষষ্ঠী বার দণ্ড অন্ধকার, আটকলায় সপ্তমী চৌদ্দ দণ্ড অন্ধকার, সাতকলায় অষ্টমী ষোল দণ্ড অন্ধকার, ছয়কলায় নবমী আঠার দণ্ড অন্ধকার, পাঁচকলায় দশমী বিশ দণ্ড অন্ধকার, চারিকলায় একাদশী বাইশ দণ্ড অন্ধকার, তিনকলায় দ্বাদশী চব্বিশ দণ্ড অন্ধকার, দুইকলায় ত্রয়োদশী ছাব্বিশ দণ্ড অন্ধকার, এককলায় চতুর্দ্দশী আটাইশ দণ্ড অন্ধকার, কলাহীনে অর্থাৎ পনর কলাহীনে অমাবস্যা, ত্রিশ দণ্ড বা সমস্ত রাত্রি অন্ধকার। ইত্যাদি স্থলে রাত্রিকে ত্রিশ ভাগ করিয়া তাগানুসারী দণ্ডের গ্রহণ।

কর্ম্মের প্রাধান্য ও বিধেয়ত্ব

কর্ম্মণ স্তাবদপূর্ব্ব-জনকত্বেন বিধেয়ত্বে ন চ প্রাধান্তং, তিথ্যাদেস্তু গুণত্বেন ক্বচিদুপ লক্ষণত্বং।

টীকা কাশীরামকৃত। কর্ম্মণঃ পূজাদি রূপ প্রধান কর্ম্মণঃ। বিধেয়-ত্বেনেতি। অপূর্ব্ব জনকত্বে নেষ্টসিদ্ধৌ কথং বিধেয়ত্বে নেত্যুক্তং, তথাহি "শূদ্রস্য দ্বিজ শুশ্রূষা তয়া জীবন্ বণিগ্‌ভবেৎ" ইতি মনু বচনেন শূদ্রস্য—

বাণিজ্যস্য বিধেয়ত্বমিতি প্রতিপাদিতং, নত্বপূর্ব্বজনকত্বং। নমু বিহিত তিথিং বিনাপি কর্ম্মণা তত্তদপূর্ব্বসিদ্ধৌ অমাবস্যা শ্রাদ্ধাদেঃ প্রতিপদাদৌ করণেঽপি অপূর্ব্ব-সিদ্ধিরস্তু, তত্রাহ ক্বচিদিতি। তথাচ ন সর্ব্বত্র।

পূজাদিরূপ প্রধান কর্ম্ম অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদৃষ্টের জনক এবং বিধেয় অর্থাৎ বিধিপ্রতিপাদ্য বলিয়া প্রধান, শাস্ত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ম্মকেই বলিয়া থাকে, এই নিমিত্ত কর্ম্মের প্রাধান্য।

যে কর্ম্ম রাগাদি দ্বারা প্রাপ্ত, অন্য প্রমাণ দ্বারা লব্ধ তাহা বিধেয় হয় না; তাহা অনুবাদ। কথিতস্য পুনঃ কথন মনুবাদঃ। কথিতের পুনঃ কথন অনুবাদ। এখন প্রশ্ন হইতেছে,—অপূর্ব্ব জনকত্ব দ্বারাই ইষ্ট সিদ্ধ হইতেছে, বিধেয়ত্ব বলা হইল কেন? তাহাতেই বলা যাইতেছে, "শূদ্র দ্বিজ শুশ্রূষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে করিতে যদি বণিক্ হয়," এই মনু বচন দ্বারা শূদ্রের সম্বন্ধে বাণিজ্যের বিধেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু অপূর্ব্ব জনকত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। অতএব কর্ম্মপ্রধান, তিথ্যাদি গুণ অর্থাৎ অপ্রধান।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—বিহিত তিথি বিনাও কর্ম্ম দ্বারা সেই সেই অপূর্ব্ব সিদ্ধি হইলে প্রতিপদাদিতে অমাবস্যা শ্রাদ্ধাদি করিলেও অপূর্ব্ব সিদ্ধি হইতে পারে, তাহাতেই বলা যাইতেছে,—ক্বচিদিতি। তিথ্যাদির গুণত্বহেতু কোন কোন স্থলে উপলক্ষণ অর্থাৎ লক্ষণা, সর্ব্বত্র নহে।

দৃষ্টান্ত, উপবাসাদি স্থলে তিথি উপলক্ষণ, পূজ্যতিথি খণ্ড বিশিষ্ট অহো-রাত্রাবচ্ছিন্ন কালের উপলক্ষণ তিথি। অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালে ভোজনাভাবই উপবাস। অহোরাত্র ব্যাপিয়া উপবাসের গতি।

পূজ্যতিথি খণ্ড অল্প থাকিলেও দিন রাত্রি ব্যাপিয়াই উপবাস হইবে, তিথির স্থায়ীকাল পর্য্যন্ত উপবাস নহে। অল্পকে অনেক করিয়া লওয়াই উপলক্ষণ।

উপবাসের লক্ষণা করিলে তিথির স্থায়ীকাল পর্য্যন্ত উপবাস হয়, অতএব তিথিরই লক্ষণা, উপবাসের লক্ষণা নহে।

তদাহ গর্গঃ।—

তিথিনক্ষত্র বারাদি সাধনং পুণ্যপাপয়োঃ।
প্রধানগুণ ভেদেন স্বাতন্ত্র্যেণ নতেক্ষমাঃ॥

প্রধানস্য বিধেয় কর্ম্মণঃ। গুণ ভেদেন অঙ্গত্বেন।

টীকা সরলা। তিথিনক্ষত্র বারাদয়ঃ পুণ্যপাপয়োঃ সাধনং স্বাতন্ত্র্যেণ স্বপ্রধানতয়া কর্ত্তুং নক্ষমা ন সমর্থাঃ। প্রধানস্য বিধেয় কর্ম্মণঃ গুণভেদেন অপ্রধান-তয়া অঙ্গত্বেন পুণ্যপাপয়োঃ সাধনং কর্ত্তুংক্ষমাঃ শক্তাঃ।

তিথি নক্ষত্র বারাদি স্বপ্রধান ভাবে পাপপুণ্যের সাধন করিতে সমর্থ নহে, প্রধান বিধেয় কর্ম্মের গুণভাবে অর্থাৎ অপ্রধান ভাবে অঙ্গরূপে পাপপুণ্যের সাধন করিতে শক্ত।

তিথ্যাদি অপ্রধান, তারা অঙ্গরূপে সাধনের সাহায্য করে মাত্র। প্রধান বিধেয় কর্ম্মই স্বাধীন ভাবে পাপ পুণ্যের সাধন করিতে সমর্থ।

তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ।

কর্ম্মাসন্নিহিতং নৈব বুদ্ধৌ বিপরিবর্ত্ততে।
শব্দাত্তু তদুপস্থান মুপাদেয়ে গুণোভবেৎ॥

প্রমাণান্তরাসন্নিহিতং কর্ম্ম বুদ্ধৌ প্রথমং ন বিষয়ী ভবতি। শব্দাদেব তস্য কর্ম্মণি উপস্থিতিরিতি। উপাদেয়ে বিধেয়ে কর্ম্মণি পূজাদৌ।

টীকা সরলা। অসন্নিহিতং প্রমাণান্তরাসন্নিহিতং, তত্তদ্বিধ্যতিরিক্ত প্রমাণে-নানুপস্থিতং কর্ম্ম প্রথমং তত্তদ্বিধি জন্য শাব্দবোধাৎপূর্ব্বং বুদ্ধৌ নৈব বিপরিবর্ত্ততে নৈব বিষয়ী ভবতি। শব্দাত্তু শব্দাদেব (তুশব্দএবার্থে) তত্তদ্বিধেরেব, (এবকারেণ প্রমাণান্তর-ব্যবচ্ছেদঃ কৃতঃ) তদুপস্থানং তস্য কর্ম্মণ উপস্থিতিঃ। উপাদেয়ে প্রধানে বিধেয় কর্ম্মণি পূজাদৌ তিথ্যাদিগুর্ণঃ অপ্রধানঃ অঙ্গরূপোভবেৎ।

প্রমাণান্তর দ্বারা অসন্নিহিত অর্থাৎ তত্তৎ বিধির অতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা অনুপস্থিত, শাস্ত্রের প্রমাণ না জানা পর্য্যন্ত অজ্ঞাত যে কর্ম্ম, সে প্রথম বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না। সেই সেই বিধিজন্য শাব্দবোধ অর্থাৎ অর্থজ্ঞানের পূর্ব্বে

আপনা আপনি বুদ্ধিতে উদয় হয় না। শব্দ অর্থাৎ নিজ নিজ বিধি বলেই কর্ম্ম উপস্থিত হয়। *

অমুক দিন অমুক পূজা করিবে, অমুক দিন অমুক উপবাস করিবে, ইহা নিজ নিজ প্রমাণ বলে অর্থাৎ বিধি বলেই পাওয়া যায়। অমুক দিন অমুক পূজা, অমুক দিন অমুক উপবাস, শাস্ত্রের বিধি বা প্রমাণ শুনিলেই কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, উপাদেয় অর্থাৎ প্রধান বিধেয় কর্ম্ম যে পূজাদি তাহাতে গুণ অর্থাৎ অপ্রধান হয় তিথ্যাদি। তিথ্যাদি কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। কর্ম্মই প্রধান, তিথ্যাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে সাহায্য করে, এইজন্য তিথ্যাদিকে অপ্রধান বলা হইয়াছে।

চন্দ্রাদি ক্রিয়াত্বেন তদবচ্ছিন্নকালত্বেন বা শুচিতৎকালজীবিনঃ কর্ম্মাধিকারাৎ তস্মিন্ প্রমাণান্তর লভ্যত্বেন অবিধেয়ত্বাৎ তিথ্যাদিগু´ণ ইতি।

কাশীরাম কৃত টীকা

জন্যমাত্রস্য কালত্বমতে, কর্ম্মণো বিধেয়ত্বে তিথ্যাদিরূপ-খণ্ডকালস্যাপি-বিধেয়ত্বংস্যাৎ জন্য ভূতকর্ম্ম স্বরূপত্বাৎ। অত-আহ চন্দ্রাদিতি। আদিনা তত্তদ্রাশ্যবচ্ছেদেন সূর্য্যাদি পরিগ্রহঃ। তেন সৌর-তম্মাস লাভঃ। তদবচ্ছিন্নেতি। চন্দ্রাদি ক্রিয়াবচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ তিথ্যাদিরূপে কালে। প্রমাণান্তরেতি। "শুচিতৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" ইতি বিধিনৈব কালস্য প্রাপ্তত্বাৎ, তত্তত্তিথৌ তত্তৎ কর্ম্মকুর্য্যাৎ, ইত্যাদি বিধৌ ন তিথ্যাদি-কালস্য বিধেয়ত্বং, তত্তিথ্যতিরিক্ত প্রমাণালভ্যস্যৈব বিধেয়ত্বাৎ।

যাহা জন্য তাহা কালে নষ্ট হয়, অতএব জন্য মাত্রই কালস্বরূপ। জন্যমাত্র-কালত্ব মতে,—কর্ম্মের বিধেয়ত্ব হইলে তিথ্যাদিরূপ খণ্ডকালেরও বিধেয়ত্ব হইতে পারে, যেহেতু তিথ্যাদি জন্য ভূতকাল স্বরূপ।

চন্দ্রের ক্রিয়া তিথি, তাহা জন্য পদার্থ, কালস্বরূপ, এই আভাসে বলা হইয়াছে, চন্দ্রাদি ক্রিয়াত্বেনেতি। বিশেষণে তৃতীয়া। চন্দ্রাদি আদি শব্দ দ্বারা সেই সেই রাশ্যাদি অবচ্ছেদে সূর্য্যাদি পরিগ্রহ। তদ্দারা সৌর ও সৌর দিন-মাসাদি লাভ হইল। চন্দ্রাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট কিম্বা চন্দ্রাদি ক্রিয়াবচ্ছিন্ন কাল-বিশিষ্ট যে, তৎকাল অর্থাৎ কর্ম্মযোগ্য তিথিকাল, সেই তিথিকাল পর্য্যন্ত যার জীবনকাল সেই কাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। "শুচিতৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ"

---

* শাব্দবোধ, শব্দার্থবোধ, বিষয়জ্ঞান।

এই প্রমাণ দ্বারা শুচিতৎকালজীবীর কর্ম্মে অধিকার থাকায় সেই তিথি আদি-কালে শুচিতৎকাল জীবীত্বরূপ প্রমাণান্তরের ("শুচিতৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ") এই অন্য প্রমাণের লভ্যত্বহেতু তিথির অবিধেয়ত্ব, অর্থাৎ তিথি বিধেয় হইতে পারেনা, অতএব তিথ্যাদিগুণ বা অপ্রধান। "শুচিতৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" পবিত্র ব্যক্তি কর্ম্ম যোগ্য তিথিকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে কর্ম্ম করিবে। "এই অধিকার বিধিতে তিথিকালের প্রাপ্তি আছে, "তত্তত্তিথৌ তত্তৎ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" সেই সেই তিথিকালে সেই সেই কর্ম্ম করিবে।"

অনুবাদ বিধেয় লক্ষণ

এই কর্ম্মের বিধিতেও তিথিকালের প্রাপ্তি আছে। তিথিকাল দুই প্রমাণ দ্বারা লব্ধ হইল বলিয়া তিথি বিধেয় হইল না, অনুবাদ হইল ; কথিতের পুনঃ কথনই অনুবাদ। কথিতস্য পুনঃ কথন অনুবাদঃ।

রাগাদ্য প্রাপ্তত্বেসতি প্রমাণান্তরা লভ্যত্বেসতি স্বপ্রমাণ লভ্যত্বং বিধেয়ত্বং। ইতি বিধেয় লক্ষণং। *

রাগাদি দ্বারা অপ্রাপ্ত থাকিয়া অন্য প্রমাণ দ্বারা অলভ্য থাকিয়া কেবল নিজ প্রমাণ বলে লভ্য হইলেই বিধেয় হয় অতএব কর্ম্মই বিধেয়।

চন্দ্রাদি ক্রিয়াস্বরূপ বা চন্দ্রাদি ক্রিয়াবচ্ছিন্ন কাল স্বরূপ তৎকাল বলাতে 'তৎকাল' তিথিকাল ইহাই পাওয়া যাইতেছে। চন্দ্রাদি ক্রিয়াকালেতে আছে, অতএব তৎকাল শব্দে তিথিকালকেই বুঝাইতেছে।

"শুচিতৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" এই সামান্য বিধি। এই স্থলের 'তৎকাল' শব্দে তত্তৎ তিথিকালেরই লাভ হইয়াছে।

"তত্তত্তিথৌ তত্তৎ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" এই বিশেষ বিধি। যে যে তিথিতে যে যে কর্ম্ম করিবে "শুচিতৎকালজীবীর" তৎ শব্দে সেই সেই তিথিকালকে উপস্থিত করিবে। সামান্য বিধি বিশেষ বিধির অনুগত থাকিবে।

প্রতিপদাদি তিথিতে যে যে কর্ম্ম করিবে, "তৎকাল জীবীর" তৎ শব্দে প্রতিপদাদিকে উপস্থিত করিবে।

* লক্ষণস্য লক্ষণং। ইতর ভেদানু মাপক-ধর্ম্মো লক্ষণং। ইতরকে ব্যাবৃত্তি না করিলে লক্ষণ হয় না।

অনুবাদ বিধি বিধেয়

দৃষ্টান্ত

"প্রতিপদি দীপং দদ্যাৎ" শুচি প্রতিপজ্জীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। "পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েৎ" শুচি পঞ্চমীজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ, "দশম্যাং দুর্গাং পূজয়েৎ" শুচি দশমীজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ, "একাদশ্যামুপবসেৎ" শুচ্যেকাদশীজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ, "অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত" শুচ্যহরহোজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

"অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত" এইস্থলে "শুচিতৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" এই "তৎকাল" শব্দে সূর্য্যক্রিয়াবচ্ছিন্ন কালকেই বুঝাইয়াছে।

"প্রতিপদি দীপং দদ্যাৎ" এই বিধির বিধেয় দীপদান, "পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েৎ" এই বিধির বিধেয় শ্রীপূজন, "দশম্যাং দুর্গাং পূজয়েৎ" এই বিধির বিধেয় দুর্গাপূজন, "একাদশ্যামুপবসেৎ" এই বিধির বিধেয় একাদশীর উপবাস, "অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত" এই বিধির বিধেয় অহরহঃ সন্ধ্যোপাসনা।

এখন অনুবাদ বলা যাইতেছে।

তিথিনিরূপণে প্রতিপদাদি তিথির প্রাপ্তি আছে, "প্রতিপদি দীপং দদ্যাৎ" "পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েৎ" "দশম্যাং দুর্গাং পূজয়েৎ" "একাদশ্যামুপবসেৎ" ইত্যাদি বিধিতে পুনরায় প্রতিপদাদি তিথির লাভ হইল বলিয়া প্রতিপদাদি তিথি অনুবাদ।

দীপদান, শ্রীপূজন, দুর্গাপূজন, একাদশ্যুপবাস, রাগাদি দ্বারা প্রাপ্ত নহে, অন্য প্রমাণ দ্বারাও লব্ধ নহে, কেবল "প্রতিপদি দীপং দদ্যাৎ" "পঞ্চম্যাং শ্রিয়ং পূজয়েৎ" "দশম্যাং দুর্গাং পূজয়েৎ" "একাদশ্যামুপবসেৎ" ইত্যাদি নিজ নিজ প্রমাণ বলে লাভ হইল বলিয়া দীপদান, শ্রীপূজন, দুর্গাপূজন, এবং একাদশ্যুপবাস বিধেয় হইল।

কাশীরাম কৃতটীকা

নচ শুচীতি বিধৌ কর্ম্মণোঽপি প্রাপ্তত্বাৎ তস্য বিধেয়ত্বং কুত ইতি বাচ্যং কর্ম্মরূপ সামান্য ধর্ম্মেণ প্রাপ্তাবপি বিশেষ ধর্ম্ম পুরস্কারেণা লাভাৎ।

নচৈবং তত্তত্তিথ্যাদেরপি তৎকালত্বেন প্রাপ্তাবপি ন তিথি বিভাজক প্রতিপত্ত্বাদিরূপ বিশেষ ধর্ম্মেণ প্রাপ্তিঃ, অত স্তত্তত্তিথ্যাদেরপি কুতো ন বিধেয়ত্ব

মিতি বাচ্যং, তত্তায়া অননুগতায়া অভাবাৎ, "শুচি প্রতিপজ্জীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি বিধিনা বিশেষতঃ প্রাপ্তত্বাৎ। তিথ্যাদিগু´ণ ইতি।

আর একটী প্রশ্ন। "শুচিতৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" এই বিধিতে যেমন কালের প্রাপ্তি, তেমন কর্ম্মেরও প্রাপ্তি আছে, তখন কর্ম্মের বিধেয়ত্ব কিরূপে হয়? এইরূপ বলাও সঙ্গত হয় না। কারণ কর্ম্মরূপ সামান্য ধর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্তি থাকিলেও বিশেষ ধর্ম্ম পুরস্কারে প্রাপ্তি নাই। এইরূপ বলিলে তত্তত্তিথ্যাদিরও তৎ কালত্বরূপে সামান্যতঃ প্রাপ্তি থাকিলেও তিথি বিভাজক প্রতিপত্ত্বাদি বিশেষ ধর্ম্ম পুরস্কার দ্বারা প্রাপ্তি নাই, অতএব তিথ্যাদিরও বিধেয়ত্ব না হইবে কেন? এইরূপ বলাও উচিত নহে? যেহেতু তত্তার (তৎশব্দের) অননুগতের অভাব আছে, তৎকালজীবীর "তৎশব্দ" তিথির অননুগত নহে, তিথির অনুগত।

"শুচিতৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" এই তৎকালজীবীর "তৎশব্দ" তিথিকালেরই অনুগত, কর্ম্মের অনুগত নহে। সে প্রত্যেক তিথির অনুগত হইয়া প্রত্যেক তিথিকে উপস্থিত করিতেছে।

দৃষ্টান্ত

"প্রতিপদি দীপং দদ্যাৎ" "শুচিতৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" এইস্থলে "তৎকালজীবীর" "তৎশব্দ" প্রতিপদের অনুগত, বিশেষভাবে "তৎশব্দ" প্রতিপদকে উপস্থিত করিতেছে। যথা—"শুচি প্রতিপজ্জীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" সুতরাং তিথ্যাদি বিধেয়ত্ব হইতে পারেনা, তিথ্যাদি গুণ। আর তৎশব্দ কর্ম্মকে উপস্থিত করেনা, অতএব কর্ম্মেরই বিধেয়ত্ব কর্ম্ম প্রধান।

• •"শুচিতৎকালজীবী তৎ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" যদি এইরূপ বিধি থাকিত, তবে তৎ কর্ম্মের "তৎশব্দ" প্রত্যেক কর্ম্মের অনুগত হইয়া প্রত্যেক কর্ম্মকে উপস্থিত করিতে পারিত, ইহা কর্ম্মের সামান্য বিধি হইত, এই বিধি বলে সামান্য বিশেষ ভাব কল্পনা করা যাইত, কর্ম্মের বিশেষভাবে প্রাপ্তি ঘটিত। এইরূপ বিধি যখন নাই তখন কর্ম্মই বিধেয়।

অন্যরূপ অনুবাদ বিধেয়

•"শ্রীকৃষ্ণং ভজেৎ" এই বিধি, এই বিধির বিধেয় শ্রীকৃষ্ণ ভজন। ভজনং ; ভক্তিঃ। ভজনের অর্থ ভক্তি, সে কর্ম্ম।

কৃষ্ণ অনুবাদ, প্রমাণান্তর লভ্য হইলেই অনুবাদ হয়, অনুবাদ পুনঃকথন।

"কৃষ্ণং ভজেৎ" এই প্রমাণে কৃষ্ণের প্রাপ্তি আছে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণং॥

ইত্যাদি প্রমাণান্তর দ্বারাও কৃষ্ণের লাভ আছে, কৃষ্ণ প্রমাণান্তর লভ্য হইল বলিয়া অনুবাদ হইল। ভজন অর্থাৎ ভক্তি সে রাগাদি দ্বারা অপ্রাপ্ত, অন্য প্রমাণ দ্বারাও অলব্ধ, "কৃষ্ণং ভজেৎ" কেবল এই নিজ প্রমাণ বলে 'ভজন' লভ্য হইল বলিয়া ভজন বা ভক্তি বিধেয়।

শ্রীজীব গোস্বামী সন্দর্ভের অনুবন্ধ নিরূপণে ভক্তিকে "বিধেয়-সপর্য্যায়াভিধেয়" বলিয়াছেন।

বিধেয় সপর্য্যায় অর্থ বিধেয়ের সমান পর্য্যায় অর্থাৎ বিধেয় স্বরূপাভিধেয়. ফলকথা বিধেয়টীই অভিধেয়।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

এই সমস্তই পুরুষের অংশ ও কলা, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। অবতার গণনায় কৃষ্ণও পরিগণিত হইয়াছেন। "এতে" পদ দ্বারা পুনরায় কৃষ্ণকে উপস্থিত করিয়াছে। কথিতের পুনঃ কথন হওয়ায় কৃষ্ণ অনুবাদ। ভগবান্ স্বয়ং "বিধেয়"।

কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা রাগাদি দ্বারা প্রাপ্ত নহে, প্রমাণন্তর দ্বারাও লভ্য নহে, অথচ কেবল "ভগবান্ স্বয়ং" এই নিজ প্রমাণ বলে লভ্য হইল বলিয়া "ভগবান্ স্বয়ং" অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা বিধেয়।

দৃষ্টান্ত

বিপ্রগণ মধ্যে এই বিপ্র পণ্ডিত।

বিপ্রগণ মধ্যে এই বিপ্রেরও প্রাপ্তি আছে, এই বিপ্র পণ্ডিত বলাতে পুনরায় এই বিপ্রের লাভ আছে।

কথিতের পুনঃ কথন হেতু বিপ্র অনুবাদ।

"বিপ্র পণ্ডিত" এই কথা ইচ্ছানুসারে লভ্য নহে, অন্য প্রমাণেও লভ্য নহে, কেবল "বিপ্র পণ্ডিত" এই নিজ প্রমাণ বলেই বিপ্রের পাণ্ডিত্য লাভ হইল, পাণ্ডিত্য বিধেয়।

যাহা একবার কথিত হইয়া পুনরায় কথিত হয়, তাহা জ্ঞাত বস্তু। যাহা

কথিত হয় নাই, তাহা অজ্ঞাত বস্তু। জ্ঞাত বস্তু অনুবাদ, অজ্ঞাত বস্তু বিধেয়। দুইবার কথিত বলিয়া "বিপ্র" জ্ঞাত বস্তু, একবার কথিত বলিয়া "পাণ্ডিত্য" অজ্ঞাতবস্তু, যাহা পূর্ব্বে জানা যায় নাই, তাহা অজ্ঞাত—

বলবানের মধ্যে এই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। বলবানের মধ্যে 'এই ব্যক্তিরও' প্রাপ্তি আছে 'এই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ' বলাতে পুনরায় এই ব্যক্তির লাভ হইল বলিয়া 'এই ব্যক্তি' অনুবাদ। 'ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ' এই নিজ প্রমাণ বলেই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইল। শ্রেষ্ঠত্ব বিধেয়। সর্ব্বত্র ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

অনুবাদ্য মনুক্তৈ্ব ন বিধেয় মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥

টীকা সরলা। অনূদ্যতে ইত্যনুবাদ্যং কর্ম্মণিঘ্যণ্। অনুবাদ মিতি পাঠে কর্ম্মণিঘঙ্। বিধীয়তে ইতি বিধেয়ঃ কর্ম্মণি য। কথিতস্য পুনঃ কথনীয়ং বস্তু অনুবাদ্যং উদ্দেশ্যং। কথিতস্য পুনঃ কথনাৎ অনুবাদ্যং জ্ঞাতং বস্তু। অকথিতত্বাৎ বিধেয়ং অজ্ঞাতং বস্তু। অনুবাদ্যং অনুবাদং বা অনুক্ত্বা বিধেয়ং ন উদীরয়েৎ ন কথয়েৎ। হি যতঃ—অলব্ধাস্পদং "অলব্ধং আস্পদং স্থানং যেন তৎ।" কিঞ্চিৎবস্তু কুত্রচিৎ ন প্রতিতিষ্ঠতি।

কথিতের পুনঃ কথন হেতু অনুবাদ জ্ঞাত-বস্তু। পূর্ব্বে কথিত হয় নাই বলিয়া বিধেয় অজ্ঞাত-বস্তু। অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিবে না।

যেহেতু অলব্ধাস্পদ কোন বস্তু কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অর্থাৎ স্থান না পাইলে কোন বস্তু কোথাও থাকিতে পারেনা।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। কৃষ্ণ না বলিলে স্বয়ং ভগবত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা। স্থান না পাইলে থাকিবে কোথা?

এই বিপ্র পরম পণ্ডিত। বিপ্র না বলিলে পাণ্ডিত্য থাকিবে কোথা?

বলবানের মধ্যে এই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। ব্যক্তি না বলিলে শ্রেষ্ঠত্ব থাকিবে কোথা?

এইজন্য আগে অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় বলিবে। অনুবাদ্যে বিধেয় থাকে। উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়া বিধেয় স্থাপন করিবে।

এখন একাদশী বলা যাইতেছে।

ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃ বংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাসব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টে বিধেয়তত্ত্ব বিচারো নাম দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

একাদশী

দেবলঃ— একাদশীর নিত্যতা

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়ো রুভয়ো রপি।
উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না।

গৌতমীয়তন্ত্রে।—

বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ।
বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোর মাপ্নুয়াৎ॥ ১২ বি ১৮

বৈষ্ণব যদি অনবধানতা বশতঃ একাদশীতে ভোজন করেন, তবে তাহার বিষ্ণুর অর্চ্চনা বৃথা হবে এবং সে ঘোর নরকেও গমন করিবে।

"বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত" ইত্যাদি বচনে "বৈষ্ণবঃ" পদের উপাদান থাকায় অবৈষ্ণবেরা উভয় পক্ষের একাদশী না করিলেও দোষ হইবেনা, ইহাই উপলব্ধি হইল। নিষেধক বচন সকল অবৈষ্ণবপর এবং বিধায়ক বচন সকল বৈষ্ণবপর। ইহাও উপলব্ধি হইল।

সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা বিচার।

প্রাচীন স্মার্ত্ত পাণিনির টীকাকার রামচন্দ্র ভট্ট কৃত কালনির্ণয় ধৃত এবং দলপতি রাজ কৃত নৃসিংহপ্রসাদ কালনির্ণয়সার ধৃত নারদীয় বচনদ্বয় যথা :—

আদিত্যোদয়বেলায়া আরভ্য ষষ্টি নাড়িকা।
যা তিথিঃ সাহি শুদ্ধা স্যাৎ সার্ব্বতিথ্যোহ্যয়ং বিধিঃ॥
আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্ত-দ্বয়ান্বিতা।
একাদশীতু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্তিতা॥

টীকা সরলা। আদিত্যস্য উদয় বেলায়াঃ। ষষ্টিঃ নাড়িকাঃ যস্যাং সা। একাদশীতু কিন্তু।

সূর্য্যের উদয় বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া যে তিথি ষষ্টি নাড়িকা অর্থাৎ ষষ্টি দণ্ড ৬০ ব্যাপিনী হয় (অপর সূর্য্যোদয়কে স্পর্শ করে) তাহাই শুদ্ধা বা সম্পূর্ণা, এই বিধি সর্ব্বতিথি বিষয়ক।

কিন্তু একাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্তযুক্ত ষষ্টি দণ্ড অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্ব সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যোদয় হইতে ষষ্টিদণ্ড ব্যাপিনী হয় অর্থাৎ অপর সূর্য্যোদয়কে স্পর্শ করে, তবে সম্পূর্ণা হয়। পূর্ব্ব বচনে ষষ্টি নাড়িকার উল্লেখ আছে। (আরভ্য ষষ্টি নাড়িকা) পর বচনে (আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্ত-দ্বয়ান্বিতা) ষষ্টি নাড়িকার উল্লেখ নাই, পূর্ব্ববচন হইতে পরবচনে ষষ্টি নাড়িকার অধিকার বা অনুবৃত্তি করা হইয়াছে।

"আদিত্যোদয় বেলায়া আরভ্য ষষ্টি-নাড়িকা" ইত্যাদি সামান্য বচন দ্বারা একাদশীরও সম্পূর্ণত্ব পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু "আদিত্যোদয়-বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্ত-দ্বয়ান্বিতা।" ইত্যাদি বিশেষ বচন দ্বারা অরুণোদয়কাল হইতে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব্ব হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত একাদশীর ভিন্নরূপে সম্পূর্ণত্ব বিধান করায় একাদশী ভিন্ন সমস্ত তিথিই ষষ্টিদণ্ড ব্যাপিনী হইলে সম্পূর্ণা হইবে, কেবল একাদশীই হইবেনা। বিশেষ সামান্যের বাধক।

স্কান্দে।—

প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়া দোদয়া দ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর বর্জ্জিতাঃ॥ ১২ বি ১২০

রবে রুদয়াৎ একমুদয় মারভ্য আউদয়াৎ অন্যোদয়াবধি যদি স্যু স্তদা সম্পূর্ণা ইত্যর্থঃ। হরিবাসরং একাদশী তদ্বর্জ্জিতা, সাচ নৈতাদৃশী, কিন্তু উদয়াৎ পূর্ব্বং মুহূর্ত্তদ্বয়ং ব্যাপ্য যদি অসৌ ভবতি, তদৈব সম্পূর্ণা স্যাদিত্যর্থঃ। ইতি দিগ্দর্শনী আ সীমার্থে। ১২ বি ১২০

হরিবাসর অর্থাৎ একাদশী ভিন্ন প্রতিপৎ-প্রভৃতি সমস্ত তিথিই এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য উদয় পর্য্যন্ত যদি হয়, তবেই সম্পূর্ণা হয়। কিন্তু একাদশী তাদৃশ নহে, সে উদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত ব্যাপিয়া যদি থাকে, তবেই সম্পূর্ণা হয়। সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া ষষ্টিদণ্ড হইলে সম্পূর্ণা হয়।

শুদ্ধা বিশেষ পরিত্যাগ প্রকরণে

গারুড়ে।—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা। ১২ বি ১৫০

সম্পূর্ণা অরুণোদয় মারভ্য পরদিনে সূর্য্যোদয়ং যাবৎ ব্যাপ্তা ইত্যর্থঃ। ইতি দিগ্দর্শনী। ১২ বি ১৫০ যাবৎ সীমার্থে।

"সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র" ইত্যাদি বচনের দিগ্দর্শনীতে সম্পূর্ণা পদের অর্থ। অরুণোদয় হইতে আরব্ধ হইয়া পরদিনে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে একাদশী সম্পূর্ণা হয়। পর সূর্য্যোদয় সীমা।

একাদশীর সম্পূর্ণতা

ভবিষ্যেচ।—

আদিত্যোদয়-বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্ত-দ্বয়ান্বিতা।
একাদশীতু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥ ১২ বি ১২২

অন্যা উক্ত লক্ষণ সম্পূর্ণেতরা বিদ্ধা উক্তা ইতি দিগ্দর্শনী। ১২ বি ১২২

কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্তযুক্ত অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চতুর্ঘটিকাযুক্ত একাদশী সম্পূর্ণা, উক্ত লক্ষণেতর একাদশী বিদ্ধা। অর্থাৎ অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ হইলে বিদ্ধা হয়। ছাপ্পান্ন দণ্ডের ৫৬ অধিক দশমী হইলে বিদ্ধা হইবে। অরুণোদয় হইতে চতুঃ ষষ্টি দণ্ডযুক্ত একাদশী পূর্ণা।

আদিত্যোদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্ত-দ্বয়ান্বিতা। *
একাদশীতু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥

এই বচনের দ্বিবিধ অর্থ হইতেছে ;—

টীকা সরলা। আদিত্যস্য উদয় বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্ত-দ্বয়ান্বিতা ষষ্টি ঘটিকাত্মিকা ষষ্টি দণ্ডব্যাপিনী একাদশী তু সম্পূর্ণা অন্যা বিদ্ধা।

* মুহূর্ত্ত দ্বিবিধ, ভাগানুসারী মুহূর্ত্ত ও দণ্ডদ্বয়াত্মক মুহূর্ত্ত, এইস্থলে দণ্ডদ্বয়াত্মক মুহূর্ত্তের গ্রহণ। ভাগানুসারী মুহূর্ত্তের গ্রহণ নহে। মুহূর্ত্ত বিচার,"বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা।" ১৭—১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
অহ্নঃ পঞ্চদশাংশো রাত্রেশ্চ মুহূর্ত্ত ইতি সংজ্ঞা। ইহা ভাগানুসারী মুহূর্ত্ত। একাদশীতত্ত্বে মুহূর্ত্তো ঘটিকাদ্বয়ং। ঘটিকা দণ্ডঃ। ঘটীষষ্ট্যা দিবানিশং। আহ্নিকতত্ত্বে। নাড়ীষষ্ট্যা দিবানিশং। নাড়ী, ঘটিকা, দণ্ড, পর্য্যায় শব্দ। ষাইট দণ্ডে অহোরাত্র। দুই মুহূর্ত্ত চারিদণ্ডকাল।

অথবা আদিত্যয়োরুদয় বেলায়াঃ প্রাঙমুহূর্ত্ত-দ্বয়ান্বিতা একাদশীতু সম্পূর্ণা, অন্যাবিদ্ধা।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চত্তুর্দ্দণ্ড যুক্ত একাদশী সম্পূর্ণা, উক্তলক্ষণে তরা একাদশী বিদ্ধা।

অথবা সূর্য্যদ্বয়ের উদয়কালের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্তযুক্ত একাদশী পূর্ণা। অর্থাৎ পূর্ব্ব সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্ত এবং পর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্ত যুক্ত, একাদশী পূর্ণা অর্থাৎ অরুণোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয়কাল ব্যাপিনী চত্তঃ ষষ্টি দণ্ড যুক্ত একাদশী পূর্ণা, অন্যাবিদ্ধা। অপর সূর্য্যোদয় সীমা। বিদ্ধা ত্যাগের ন্যায় কোন কোন স্থলেঁ পূর্ণাও পরিত্যক্ত হয়।

একাদশীর উক্তরূপ সম্পূর্ণতায় বঞ্জুলীও পক্ষবর্দ্ধনীতে অব্যাপ্তি ঘটে, লক্ষ্যে লক্ষণের বিষয় যায় না, শুদ্ধাত্যাগ হয় না। বঞ্জুলী ও পক্ষবর্দ্ধনী নিরর্থক হয়।

বঞ্জুলী ও পক্ষবর্দ্ধনীর সার্থকতার জন্য একাদশীর অন্যরূপ সম্পূর্ণত্ব প্রদর্শিত হইতেছে;—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। সম্পূর্ণা ত্যাগ প্রকরণে

অরুণোদয় বেলায়াং যা স্তোকাপি তিথি র্ভবেৎ
পূর্ণৈবেত্যব গন্তব্যা প্রভূতা নোদয়ং বিনা॥ * ১২ বি ১২৭

তিথি রেকাদশী। স্তোকাপি অল্পাপি। অরুণোদয়ং বিনা ন প্রভূতা ন সম্পূর্ণা। একমরুণোদয় মারভ্যঅন্যারুণোদয়ং যাবদ্ব্যাপিন্যেব সতী সম্পূর্ণান্যা দিত্যর্থঃ॥ ১২ বি ১২৭ ইতি দিগ্দর্শনী।

টীকা সরলা। যাবৎ শব্দ কথঞ্চিৎ ব্যাপকার্থে ন সাকল্যার্থে স্তোকাপীতি নির্দ্দেশাৎ।

অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ বিহীনা যা তিথি রেকাদশী অপরারু ণোদয় বেলায়াং ন কেবলং অধিকা স্তোকাপি অল্পাপি ভবেৎ সা পূর্ণৈব অবগন্তব্যা, উদয়ং বিনা অরুণোদয়ং বিনা ন প্রভূতা ন সম্পূর্ণা। এক মরুণোদয় মারভ্য অন্যারুণোদয়ে অল্পাপি প্রবিষ্টা সতী সম্পূর্ণা ইত্যর্থঃ।

অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ বিহীন একাদশী অপরাঅরু ণোদয়ে কেবল যে অধিক

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তে অষ্ট মহাদ্বাদশী বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে [illegible] ব্রহ্মবৈবর্ত্তে একাদশীরও সম্পূর্ণতা কথিত হইয়াছে।

তাহা নহে, অল্প প্রবিষ্ট হইলেও পূর্ণাই হইবে। অরুণোদয় বিনা সম্পূর্ণা হয় না। এক অরুণোদয়ে আরব্ধ হইয়া অপর অরুণোদয়ে অল্প পাইলেই সম্পূর্ণা হয়।

এইরূপ সম্পূর্ণতায় বঞ্জুলী ও পক্ষবৰ্দ্ধনীর সার্থকতা।

দশমী ছাপ্পান্ন ৫৬ দণ্ড মাত্র থাকিলে তারপর একাদশীর প্রবৃত্তি হইলে একাদশী পূর্ণা হইবে। দশমী ৫৬ দণ্ড হইতে ১ অনুপলও বৰ্দ্ধিত হইলে একাদশী বিদ্ধা হইবে।

অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রবৃত্ত একাদশী অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইলে, অথবা অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রবৃত্ত একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে একাদশী পূর্ণা হয়, পূর্ণা না হইলেই বিদ্ধা হইবে। পূর্ণা ভিন্ন বিদ্ধা, বিদ্ধা ভিন্ন পূর্ণা। ইহাই একাদশীর সম্পূর্ণত্ব লক্ষণে লাভ হইতেছে।

রাত্রিতে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিন রাত্রিতে নিবৃত্ত হইলে, অথবা দিবাতে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিন দিবাতে নিবৃত্ত হইলে একাদশী খণ্ডা হইবে। "পূর্ণা ভিন্নত্বং বিদ্ধাত্বং" এইরূপ লক্ষণ করিলে খণ্ডাতে অতিব্যাপ্তি হয়, খণ্ডাও বিদ্ধা হইয়া যায়।

"বিদ্ধা ভিন্নত্বং পূর্ণাত্বং" এইরূপ লক্ষণ করিলে খণ্ডাতে অতিব্যাপ্তি ঘটে, খণ্ডাও পূর্ণা হইয়া যায়।

খণ্ডাকে পূর্ণার ও অন্তর্গত করা যায় না, বিদ্ধারও অন্তর্গত করা যায় না। খণ্ডা পৃথক হইয়া পড়ে, অতএব একাদশীকে শুদ্ধা ও বিদ্ধা, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।

কালমাধবে

স্কান্দে।—

শুদ্ধা যদা সমাহীনা সমাক্ষীণাধিকোত্তরা।
একাদশী মুপবসে ন্ন শুদ্ধাং বৈষ্ণবীমপি।

গ্রন্থকারকৃত ব্যাখ্যা।

দশমীবেধরহিতা শুদ্ধৈকাদশী যদা পরেদ্যু রুদয়া দূৰ্দ্ধং নাস্তি, কিন্তু দয়সমা, ততো ন্যূনা বা দ্বয়োরপি পক্ষয়ো র্দ্বাদশী পরেদ্যু রুদয়ে সমা ন্যূনা অধিকা বা ভবতি, তত্র সর্ব্বত্র শুদ্ধৈকাদশী উপোষ্যা, নত্ববিদ্ধাং বৈষ্ণবীং দ্বাদশী মুপবসে দিত্যর্থঃ।

যখন দশমী বেধ শূন্য বিশুদ্ধ একাদশী সমা অর্থাৎ পরদিনের সূর্য্যোদয়ের ঊর্দ্ধে না থাকে, কিন্তু উদয়ের সমান হয়, অথবা হীনা অর্থাৎ অপর উদয়কাল হইতে ন্যূন হয়। আর উভয় পক্ষেরই দ্বাদশী যদি পরদিনের উদয়ের সমান হয়, ক্ষীণা অর্থাৎ অপর উদয় হইতে কম হয় আর অধিকা অর্থাৎ অপর উদয় হইতে বেশী হয়, তাহা হইলে সকল সময়েই শুদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে। কিন্তু অবিদ্ধা অর্থাৎ একাদশী স্পর্শ শূন্যা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে না। ইহা স্মার্ত্ত মত।

বৈষ্ণব মতে। অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ শূন্য—একাদশী ষষ্টি দণ্ড ৬০ হইলে অথবা ষষ্টিদণ্ড হইতে কম হইলে একাদশীতে উপবাস হইবে। অধিক হইলে অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ড হইয়া পরদিনে নির্গত হইলে দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। আর অরুণোদয় বেধ রহিত একাদশী ষষ্টিদণ্ড হইতে কম হইলে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী অপর সূর্য্যোদয়ে প্রবেশ করিলে দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। একাদশীতে নহে। স্মার্ত্তমতে বঞ্জুলীতে উপবাসের বিধি নাই। সুতরাং একাদশী স্পর্শ শূন্য শুদ্ধা দ্বাদশী সম, উন ও অধিক হইলে দ্বাদশীতে উপবাস হইবে না, একাদশীতেই উপবাস হইবে।

গ্রন্থকার এই বচনের "শুদ্ধা" শব্দের অর্থ "দশমীবেধরহিতা" করিয়াছেন। "অরুণোদয়ে দশমীবেধরহিতত্বং শুদ্ধাত্বং" এইরূপ লক্ষণ করিলে সম্পূর্ণা এবং খণ্ডা উভয়েরই প্রাপ্তি হয়।

"অরুণোদয়ে দশমী সংযুক্তত্বং বিদ্ধাত্বং" এইরূপ লক্ষণ করিলে পূর্ণা ও খণ্ডা উভয়কেই ব্যাবৃত্তি করে। ফলে বিদ্ধাভিন্নত্বং শুদ্ধাত্বং। লক্ষণই হইল। সুতরাং একাদশীর শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভেদই সঙ্গত হইতেছে—

"সমা" শব্দে অহোরাত্রাবচ্ছিন্নকাল ব্যাপিনী সম্পূর্ণা একাদশীর প্রাপ্তি হইয়াছে। আর "হীনা" শব্দে অরুণোদয়কাল হইতে অপর অরুণোদয়কাল ব্যাপিনী অন্তরূপ সম্পূর্ণা একাদশী ও খণ্ডা একাদশীর লাভ হইয়াছে।

অর্দ্ধরাত্র সমাধান বিচার

হরিভক্তি বিলাসে দ্বাদশ বিলাসে

অর্দ্ধরাত্র সমাধানে

অর্দ্ধরাত্রাচ্চ পরতো বর্ত্তেত দশমী যদি।
তদাপ্যেকাদশীং বিদ্ধাং মন্যন্তে যচ্চ কেচন॥

অর্দ্ধরাত্রের পর যদি দশমী দেখা যায়, তাহা হইলেও কেহ কেহ একাদশীকে বিদ্ধা মনে করেন।

প্রমাণ কৌর্ম্মে।

অর্দ্ধরাত্র মতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥

অর্দ্ধরাত্র অতিক্রম করিয়া যদি দশমী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একাদশী ত্যাগ করিয় দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

অভিজ্ঞেরা "অর্দ্ধরাত্র মতিক্রম্য" ইত্যাদি বচনটীকে পক্ষবর্দ্ধনী বিষয়ক বলিয়া মনে করেন।

ইহা নিরাস করা যাইতেছে।

অভিজ্ঞা স্তচ্চ মন্যন্তে পক্ষবর্দ্ধিন্যুপাশ্রিতং।
অত স্তচ্চ তথান্যচ্চ মহতাং নৈব সম্মতং॥ ১৪৪

এব মরুণোদয় বেধে সতি ন কেনাপ্যুপবাসঃ কার্য্য ইতি নিশ্চিতং। তত্রচ কেচিদর্দ্ধরাত্রাৎ পরতঃ কেচি চ্চত্বারিংশৎ ঘটিকাভ্যশ্চ পরতোঽপি দশম্যানুবৃত্তৌ বেধমিচ্ছন্তি, তন্মত মুত্থাপ্য নিরাকরোতি, অর্দ্ধরাত্রাচ্চেতি ষড়্ভিঃ। যন্মন্যন্তে তৎ পক্ষবর্দ্ধনী নাম মহা দ্বাদশী বিষয়ক মভিজ্ঞা মন্যন্তে ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ। তৎ অর্দ্ধরাত্রাৎ পরতো বেধ বচনং বিরুদ্ধং বা, অন্যৎ চত্বারিংশৎ ঘটিকোপরি বেধ বিষয়কঞ্চ মহতাং শ্রীব্যাসাদীনাং নৈব সম্মতং ভবতি। ইতি দিগ্দর্শনী। ১৪৪

অরুণোদয় বেধ বিচার লিখার পর অর্দ্ধরাত্র সমাধান বিচার লিখিত হইতেছে। এই প্রকার অরুণোদয় বেধ হইলে কাহারও উপবাস কর্ত্তব্য নহে, ইহা নিশ্চিত। তন্মধ্যে কেহবা অর্দ্ধরাত্রের পরে কেহ বা চত্বারিংশৎ দণ্ডের পরেও দশমীর অনুবৃত্তি হইলে বেধ ইচ্ছা করেন, এই সকল মত উত্থাপন করিয়া

নিরাস করা যাইতেছে। অর্দ্ধরাত্রাচ্চ ইত্যাদি ছয়টী বচন দ্বারা। কোন কোন অভিজ্ঞেরা অর্দ্ধরাত্রের পর "অর্দ্ধরাত্রমতিক্রম্য" যে বেধ তাহা পক্ষবর্দ্ধনী বিষয়ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, এই সম্বন্ধে সেই অর্দ্ধ রাত্রোপরি বেধ বিষয়ক বচন সকল ও অন্য চত্বারিংশৎ দণ্ডোপরি বেধ বিষয়ক বচন সকল মহৎ অর্থাৎ ব্যাসাদির সম্মতই নহে।

ব্যাসাদির মতে অর্দ্ধরাত্র-বেধ-নিরাকরণে অর্দ্ধরাত্রাবলম্বিত "পক্ষবর্দ্ধন্যুপাশ্রিতং" পক্ষবর্দ্ধনী বিষয়ক সমাধান সুতরাং নিরাকৃত হইতেছে।

এখন ব্যাসাদির মত প্রদর্শিত হইতেছে।—

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে ব্যাসোক্তৌ—

অর্দ্ধরাত্রেঽপি কেষাঞ্চি দ্দশম্যা বেধ ইষ্যতে।
অরুণোদয় বেলায়াং নাবকাশো বিচারণে॥ ১৪৫

অরুণোদয় বেলায়ান্ত বেধ বিচারণো পরি অবকাশো ঽপি নাস্তি। ইত্যনেন অরুণোদয় বেধ এব নিশ্চিতঃ নত্বৰ্দ্ধরাত্রবেধঃ স্থাপিত ইতি কৈমুতিকন্যায়-বিচারাদিতি দিক্ ইতি দিগ্দর্শনী। ১৪৫। অর্দ্ধরাত্রে ঽপীতি। ন কেবলং অর্দ্ধরাত্রে অর্দ্ধরাত্রাৎ পরতোঽপি।

কেহ কেহ অর্দ্ধরাত্রে এবং অর্দ্ধরাত্রের পরেও দশমীর সহিত একাদশীর বেধ ইচ্ছা করেন। অর্দ্ধরাত্র বেধেই দ্বাদশীতে উপবাস লাভ হইতেছে, অরুণোদয় বেলাতে বেধ বিচারের অবকাশ হইতেছে না. পূর্ব্বে যে অরুণোদয় বেধ বিচার করা হইয়াছে, তাহাও নিরর্থক হইতেছে। অতএব ইহা দ্বারা অরুণোদয় বেধই নিশ্চিত হইতেছে অর্দ্ধরাত্র বেধ স্থাপিত হইতেছে না, ইহা কৈমুতিক ন্যায়সিদ্ধ।

অরুণোদয় বেধ বিষয়ে আর একটী শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

কপাল বেধ ইত্যাহু রাচার্য্যা যং হরিপ্রিয়াঃ।
ন তন্মম মতং যস্মা ত্রিযামা রাত্রি রুচ্যতে॥ ১৪৬

নত্বর্দ্ধরাত্র বেধোঽপি কপাল বেধত্বেন প্রসিদ্ধঃ বৈষ্ণবানাং সম্মতঃ। অতঃ সোঽপি—বর্জ্জনীয় এব তত্রাহকপালেতি। ইতি দিগ্দর্শনী। ১৪৬

অর্দ্ধরাত্র বেধটী কপালবেধ নামে প্রসিদ্ধ, তাহা বৈষ্ণবগণের সম্মত নহে, অতএব তাহা বর্জ্জনীয়, এই আভাসে বলা হইয়াছে কপালেতি।

হরিপ্রিয় আচার্য্যগণ অর্দ্ধরাত্রবেধটীকে কপাল বেধ বলিয়াছেন, তাহা হরিপ্রিয় আচার্য্যগণের এবং আমি বেদব্যাসের সম্মত নহে, যেহেতু, রাত্রি ত্রিযামা।

রাত্রি তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম চারিদণ্ড প্রদোষ, তাহা পূর্ব্ব দিবাভাগে গণ্য। শেষ চারিদণ্ড অরুণোদয় কাল, তাহা পর দিবা ভাগে গণ্য।

এই এই রূপে এক যাম পরিত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তিন ভাগ করিয়া রাত্রিকে ত্রিযামা বলা হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য, ত্রিযামা হেতু হয় কিরূপে ?

উত্তর। ব্যাপ্যবৃত্তি অবলম্বনে বলা যাইতেছে,—ত্রিযামা রাত্রিটী দশমীরই রাত্রি, দশমী ত্রিযাম ব্যাপিয়া থাকিলে ত্রিযাম রাত্রির মধ্যে একাদশীর প্রবেশই নাই, কিরূপে ত্রিযাম রাত্রিতে দশমীর সহিত একাদশীর বেধ হইবে ? অরুণোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত একাদশীর সম্পূর্ণতা। অরুণোদয়ে একাদশীর সদ্ভাবে একাদশীর সম্পূর্ণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া অরুণোদয়ে দশমীর অনুবৃত্তিতে বেধ কল্পিত হইয়াছে। অরুণোদয়ে অল্প দশমী প্রবিষ্ট হইলেই বেধ হয়। (১)

অব্যাপ্য বৃত্তি অবলম্বনে বলা যাইতেছে,—ত্রিযামা রাত্রিটী দশমীরই রাত্রি। তাহাতে একাদশী প্রবিষ্ট হইলে একাদশী কর্ত্তৃক দশমী বিদ্ধ হয়। এইরূপ বিদ্ধাতে একাদশীতেই উপবাস হইবে, দ্বাদশীতে হইবে না।

ত্রিযামের পর অরুণোদয় কাল। অরুণোদয় কাল একাদশীর রাত্রি, অরুণোদয়ে দশমী প্রবিষ্ট হইলে দশমী কর্ত্তৃক একাদশী বিদ্ধ হয়। অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস না হইয়া দ্বাদশীতেই উপবাস হয়। অরুণোদয় বিদ্ধা স্বীকার না করিলে ত্রিযাম পর্য্যন্ত দশমীরই রাত্রি।

"অর্দ্ধরাত্রেঽপি কেষাঞ্চি দশম্যা বেধ ইষ্যতে।" ইত্যাদি বচন দ্বারা দেখা যায় ; একাদশী অর্দ্ধ রাত্রে বা অর্দ্ধ রাত্রের পরে প্রবিষ্ট হইলেও দশমীর সহিত বেধ হয়। কিন্তু দশমীর রাত্রি বলিয়া অর্দ্ধ রাত্রের পূর্ব্বে প্রবিষ্ট হইলেও দশমীর সহিত বেধ হয়। দশমী বিদ্ধা দ্বারা অর্দ্ধ রাত্রের পূর্ব্ব যে অলক্ষ্য তাহাতেও বিষয় যাইতেছে বলিয়া অতিব্যাপ্তি ঘটিতেছে। এই এক দোষ।

"অর্দ্ধ রাত্র মতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে।"

অর্দ্ধ রাত্র অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ অর্দ্ধ রাত্রের পর কত পর নিয়ম না থাকায় তারপর তারপর একাদশী প্রবিষ্ট হইলে বেধ হইবে।

---

(১) ত্রিযামায়া রাত্রে র্মধ্যে একাদশ্যাঃ প্রবেশ এব নাস্তি যতো দশম্যা এব সা রাত্রিঃ। কুত্র তত্র দশম্যা বেধঃ স্যাৎ। অতঃ অরুণোদয়ে একাদশী সদ্ভাবেন তৎ সম্পূর্ণতা প্রতিপাদনাৎ, তত্রৈব দশম্যনুবৃত্তৌ বেধঃ কল্প্যতে ইত্যর্থঃ। ইতি দিগ্দর্শনী। ১৪৬

এইরূপ অতিব্যাপ্তি দ্বারা অর্দ্ধ রাত্রের পূর্ব্বে নিয়ম না থাকায় তার পূর্ব্বে তার পূর্ব্বে একাদশী প্রবিষ্ট হইলেও দশমার সহিত বেধ হইবে, তাহা হইলে রাত্রির প্রথম যামেও বেধ হইতেছে। উভয় ভাবেই বিনিগম বিরহ হেতু অনবস্থা প্রসঙ্গ দোষ ঘটে। এই অপর দোষ। অরুণোদয় বিদ্ধা স্বীকারে এই সব দোষ ঘটে না, এইজন্য "ত্রিযামা" হেতু। (১)

"আচার্য্যা যং হরিপ্রিয়াঃ" ইত্যাদি বচনে "হরিপ্রিয়াঃ" পদের উপাদান থাকায় হরির অপ্রিয় ব্যক্তিগণই অর্দ্ধরাত্র বেধ স্বীকার করেন, এবং "অর্দ্ধরাত্র মতিক্রম্য" ইত্যাদি বচনটীকে পক্ষবর্দ্ধনী বিষয়ক বলিয়া মনে করেন।

কপাল বেধনীর লক্ষণ

পাদ্মে—

অর্দ্ধ রাত্রং স্পৃশেৎ পূর্ণা পক্ষবৃদ্ধি র্যদগ্রতঃ।
কপাল বেধনী সাচ শুদ্ধাং ভদ্রা মুপোষয়েৎ ॥১৪৭
পূর্ণা দশমী। ভদ্রাং দ্বাদশীং।

দশমী যদি অর্দ্ধরাত্রকে স্পর্শ করে, অগ্রে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে কপাল বেধনী বলে। কপাল বেধনী হইলে শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

এই মত খণ্ডিত হইল, অরুণোদয় বেধই নিশ্চিত হইল।

অরুণোদয়ে দশমী প্রবেশ করিলেই একাদশী বিদ্ধা হইবে।

অরুণোদয় নির্ণয়

স্কান্দে—

উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রশ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ। ১২ বি ১৩৫

কালমাধবে দ্বিতীয়াদি প্রকরণে

নারদঃ—

উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ।

সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্ব্ব চারি দণ্ড অরুণোদয় কাল।

---

(১) অন্যথা অতিব্যাপ্ত্যা অর্দ্ধ রাত্রাৎ পূর্ব্বং, ততোঽপি পূর্ব্বং ইত্যেবং রাত্রি প্রথম ভাগেঽপি নিয়মা ভাবাৎ বেধঃ স্যাৎ, তত শ্চানবস্থা প্রসঙ্গ দোষ এব স্যাদিতি দিক্। ইতি দিগ্দর্শনী। ১৪৬ একতর পক্ষপাতিনী যুক্তি র্বিনিগমনা।

হরিভক্তি বিলাসে

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

ত্রিযামাং রজনীং প্রাহু স্ত্যক্ত্বাদ্যন্ত চতুষ্টয়ং।
নাড়ীনাং তে উভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে॥ ১২ বি ১৩৬

টীকা সরলা। নাড়ীনাং আদ্যন্ত চতুষ্টয়ং আদি চতুষ্টয়ং অন্ত চতুষ্টয়ঞ্চ ত্যক্ত্বা রজনীং ত্রিযামাং প্রাহুঃ। তে দিবসাদ্যন্ত সংজ্ঞিতে উভে সন্ধ্যে।

রাত্রির প্রথম চারিদণ্ড ও শেষ চারিদণ্ড এই এই রূপে একযাম পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীনেরা রাত্রিকে "ত্রিযামা" বলিয়াছেন।

অর্থাৎ রাত্রির প্রথম চারি দণ্ড ও শেষ চারি দণ্ড এই এই রূপে আট দণ্ড ত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার প্রত্যেক তৃতীয়াংশে অর্থাৎ তিন ভাগের একভাগে এক যাম বা প্রহর।

এইরূপ তিন যামে রাত্রি, তাহাই "ত্রিযামা" জানিবেন। অথচ রাত্রির শেষ চারিদণ্ড অরুণোদয়কাল দিবসীয় প্রথম সন্ধ্যা। আর রাত্রির প্রথম চারি দণ্ড প্রদোষকাল দিবসীয় শেষ সন্ধ্যা নামে কথিত হইয়াছে।

অরুণোদয় কালে দশমী অল্প প্রবিষ্ট হইলেও একাদশী বিদ্ধা হইবে। অরুণোদয় বিদ্ধা বৈষ্ণবের অবশ্য পরিত্যাজ্য।

দশমী ৫৬ দণ্ড হইতে অত্যল্প অধিক হইলেও একাদশী অরুণোদয় বিদ্ধা হইবে।

৫৬ দণ্ডের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিন ৫৬ দণ্ডের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইলে একাদশী খণ্ডা হইবে।

৫৬ দণ্ডের পূর্ব্বে বা ৫৬ দণ্ড সময়ে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিন সূর্য্যোদয় সময়ে বা সূর্য্যোদয়ের পরে নিবৃত্ত হইলে একাদশী পূর্ণা হইবে। এই এক প্রকার সম্পূর্ণা। ৫৬ দণ্ডের পূর্ব্বে বা ৫৬ দণ্ড সময়ে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিন ৫৬ দণ্ড হইতে অত্যল্প অধিক হইলেও একাদশী পূর্ণা হইবে। এই অন্য প্রকার সম্পূর্ণা। ইহা বলা হইয়াছে।

একাদশী

অরুণোদয় বিদ্ধা নিষিদ্ধ

পাদ্মে—

অরুণোদয়-বেলায়াং দশমী মিশ্রিতা ভবেৎ।
তাং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং শুদ্ধা মুপোষ্যে দবিচারয়ন॥ ১২ বি ১২৮

অরুণোদয় বেলাতে দশমী মিশ্রিতা একাদশী হইলে তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। তাহাতে কোন বিচার করিবে না।

ভবিষ্যে—

দশমী শেষ সংযুক্তো যদিস্যা দরুণোদয়ঃ।
বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশী ব্রতং॥ ১২ বি ৩০

অরুণোদয়ে অল্প দশমী যুক্ত একাদশী হইলেও বৈষ্ণবগণ অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী করিবেন না।

"বৈষ্ণবেন" এই উপাদান থাকায় অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধা নিষিদ্ধ নহে, কেবল সূর্য্যোদয় বিদ্ধাই নিষিদ্ধ।

হরিভক্তি বিলাসে

খণ্ডা একাদশীর বিরুদ্ধ বচন সমাধান

তত্ত্বসাগরে—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথেতরা।
তুল্যে তে মনুতে যস্তু সবৈ বৈষ্ণব উচ্যতে॥ ১২ বি ২২

শুক্লা যেরূপ, কৃষ্ণা সেইরূপ, কৃষ্ণা যেরূপ শুক্লা সেইরূপ। শুক্লা ও কৃষ্ণাকে যে সমান মনে করেন তিনিই বৈষ্ণব। বৈষ্ণবেরা শুক্লা কৃষ্ণাকে সমান মনে করেন।

বিষ্ণুরহস্যে—

শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা বিষ্ণু পূজন তৎপরঃ।
একাদশ্যাং নভুঞ্জীত পক্ষয়ো রুভয়ো রপি॥ ১২ বি ১৮

বিষ্ণু পূজন তৎপর অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শুক্লা কৃষ্ণা উভয় একাদশীতেই ভোজন করিবেন না। "যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা" ইত্যাদি বচনে "বৈষ্ণবঃ" পদের এবং "শুক্লা বা যাদ বা কৃষ্ণা" ইত্যাদি বচনে "বিষ্ণুপূজন তৎপরঃ" পদের উপাদান থাকায় এই বচন দুইটী বৈষ্ণবোপবাসপর। নিম্নলিখিত বিরুদ্ধ বচন সকল অবৈষ্ণব বিষয়ক।

কালমাধবে হেমাদ্রৌচ

কাত্যায়নঃ—

একাদশীষু কৃষ্ণাসু রবি সঙ্ক্রমণে তথা।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেচ ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী॥

কৃষ্ণা একাদশী, সংক্রান্তি এবং গ্রহণে পুত্রবান্ গৃহী উপবাস করিবেন না।

হরিভক্তি বিলাসে

ভবিষ্যোত্তরে—

শয়নী বোধনী মধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী তিথিঃ।
সৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্যা কৃষ্ণা কদাচনঃ॥ ১২ বি ১৬৫

শয়নী বোধনী মধ্যে যে কৃষ্ণৈকাদশী তিথি, তাহাতেই গৃহস্থগণ উপবাস করিবেন, অন্য কৃষ্ণা একাদশীতে উপবাস করিবেন না।

গোভিলঃ—

একাদশ্যাং নভুঞ্জীত পক্ষয়ো রুভয়ো রপি।
বনস্থ-যতি ধর্ম্মোঽয়ং শুক্লা মেব সদা গৃহী॥ ১২ বি ১৬৫

স্মৃত্যন্তরে—হেমাদ্রৌ

একাদশ্যাং নভুঞ্জীত পক্ষয়ো রুভয়ো রপি।
ব্রহ্মচারীচ নারীচ শুক্লা মেব সদা গৃহী॥ ইত্যাদি

বানপ্রস্থ,-যতি, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী নারী, উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না—কিন্তু গৃহী শুক্লা একাদশীতেই ভোজন করিবেন না, ইত্যাদি বিরুদ্ধ বচন এবং অন্যান্য বিরুদ্ধ বচন যাহা থাকে, তাহা অবৈষ্ণব বিষয়ে জানিবেন।

কালমাধবকারও দ্বিতীয়াদি প্রকরণে একাদশী নির্ণয়ে বৈষ্ণবব্রত নির্ণয় ও শ্রৌতস্মার্ত্ত ব্রত নির্ণয় নামে দুইটী প্রকরণ লিখিয়াছেন।

হরিভক্তিবিলাসে দ্বাদশ বিলাসে

সম্পূর্ণা একাদশীর বিরুদ্ধ বচন সমাধান

নারদঃ—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
অত্রোপোষ্যা দ্বিতীয়াতু পুত্র-পৌত্র-বিবর্দ্ধনী॥ ১৫০

সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া পরদিনে আসিলে অর্থাৎ অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রবৃত্ত একাদশী পরদিনে নির্গত হইলে দ্বিতীয় অর্থাৎ একাদশী মিশ্র দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। তাহাতে পুত্র পৌত্র বর্দ্ধিত হয়।

ভবিষ্যে—

একাদশী কলাপ্যেকা পরতো নচ বর্দ্ধতে।
গৃহিভিঃ পুত্রবদ্ভিশ্চ সৈবোপোষ্যা সদাতিথিঃ ॥ ১৫২

পরত স্ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী।

এক কলা অর্থাৎ অল্প একাদশী দ্বাদশী দিনে নির্গত হইয়াছে। দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে বর্দ্ধিত হয় নাই। পুত্রবান গৃহী সেই দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে সর্ব্বদা উপবাস করিবে।

পাদ্মে—

দ্বাদশী মিশ্রিতা গ্রাহ্যা সর্ব্বত্রৈকাদশী তিথিঃ।
দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং বিদ্যতে যদি বা নবা ॥ ১৫০

দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে যাউক বা নাঞি যাউক, সর্ব্বত্র দ্বাদশী মিশ্রিত একাদশী গ্রাহ্য।

কিঞ্চ।
সর্ব্বত্রৈকাদশীকার্য্যা দ্বাদশী মিশ্রিতা নরৈঃ।
প্রাত র্ভবতু বা মাবা যতো নিত্য মুপোষণং ॥ ১৫১

নিত্য মুপোষণ মিতি। উন্মীলনীব্রতস্য নিত্যত্বাৎ। প্রাত র্ভবতু বা মাবা, দ্বাদশীতি শেষঃ।

ত্রয়োদশী দিন প্রাতে দ্বাদশী থাকুক বা নাঞি থাকুক, সর্ব্বত্র মানবগণ দ্বাদশী মিশ্রিত একাদশী করিবে। যেহেতুক উন্মীলনী ব্রত নিত্য। এই সকল বচন বৈষ্ণবোপবাসপর।

প্রচেতাঃ—

একাদশী প্রবৃদ্ধাচে চ্ছুক্লে কৃষ্ণে বিশেষতঃ।
তত্রোত্তরাং যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বা মুপবসেদ্ গৃহী ॥

শুক্লপক্ষেই হউক বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষেই হউক, সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে পরদিন খণ্ডা একাদশী যতি করিবেন। পূর্ব্বদিন পূর্ণা একাদশী গৃহী করিবেন।

কাল মাধবে শ্রৌতস্মার্ত্ত একাদশী নির্ণয়ে

বৃদ্ধবশিষ্ঠঃ—

প্রথমে, ২হনি সম্পূর্ণা ব্যাপ্যাহোরাত্র মা স্থিতা।
দ্বাদশ্যাঞ্চ তথা তাত! দৃশ্যতে পুনরেব সা।
পূর্ব্বা কার্য্যা গৃহস্থৈশ্চ যতিভি শ্চোত্তরা তথা॥

প্রথমদিনে সম্পূর্ণা একাদশী অহোরাত্র ব্যাপিনী থাকিয়া হে তাত! পরদিনে দ্বাদশী দৃষ্ট হইলে পূর্ব্বদিন গৃহস্থ এবং পরদিন যতি-উপবাস করিবেন।

হেমাদ্রৌ পরিশেষ খণ্ডে কাল নির্ণয়ে একাদশী নির্ণয়ে

গরুড়পুরাণে—

উদয়াৎ প্রাগ্ যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয় সংযুতা।
সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্ গৃহী॥
পুনঃ প্রভাতসময়ে ঘটিকৈকা যদা ভবেৎ।
অত্রোপবাসো বিহিত শ্চতুর্থা শ্রম বাসিনাং॥
বিধবায়াশ্চ তত্রৈব পরতো দ্বাদশী নচেৎ॥
পরত স্ত্রয়োদশী দিনে।

উদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্তযুক্ত একাদশী সম্পূর্ণা, তাহাতে গৃহিগণ উপবাস করিবেন, সেই সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া পরদিন প্রভাতে এক ঘটিকা বা অল্প থাকিলে ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী না থাকিলে সন্ন্যাসী এবং বিধবা পরদিনে (দ্বাদশী দিনে) উপবাস করিবেন। ইত্যাদি বচন সকল অবৈষ্ণবোপবাস পর।

হরিভক্তিবিলাসে দ্বাদশ বিলাসে

গারুড়ে—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
বৈষ্ণবী চ ত্রয়োদশ্যাং ঘটিকৈকাপি দৃশ্যতে।
গৃহস্থোঽপি পরাং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বাং নোপবসে তদা॥
ন কেবলং যতিঃ গৃহস্থোঽপি। বৈষ্ণবী দ্বাদশী। ১৪৯

সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে প্রভাতে নির্গত হইলে, আর ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী এক ঘটিকা বা অল্প দেখা গেলে কেবল যে, যতি তাহা নহে, গৃহস্থও পরের দিন উপবাস করিবে।

হেমাদ্রৌ কালনির্ণয়ে একাদশী নির্ণয়ে

নারদঃ—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
সর্ব্বৈ রেবোত্তরা কার্য্যা পরতো দ্বাদশী যদি॥

পরত ত্রয়োদশী দিনে।

সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে প্রবেশ করিলে সকলেই পরদিন দ্বাদশীমিশ্রা একাদশী করিবেন। ইত্যাদি বচন সকল বৈষ্ণবোপবাসপর।

হরিভক্তিবিলাসে দ্বাদশ বিলাসে

প্রচেতাঃ—

পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্যা বর্দ্ধতে দ্বিতয়ংযদি।
দ্বাদশ্যাং পারণালাভে পূর্বৈব পরিগৃহ্যতে॥

ন কেবলং অপূর্ণা অরুণোদয়ে দশমীযুক্তা পূর্ণাপি অরুণোদয়ে দশমী বেধরহিতাপি। দ্বিতয়ং একাদশী দ্বাদশী দিনে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে বর্দ্ধতে নির্গচ্ছতি, পারণায়া অলাভে।

অন্যত্র—

পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্যা পরতো বর্দ্ধতে যদি।
দ্বাদশ্যাং পারণালাভে পূর্বৈব পরিগৃহ্যতে॥

পরত ত্রয়োদশীদিনে। পারণায়া অলাভে।

অরুণোদয়ে দশমীযুক্তা অপূর্ণা একাদশী যে কেবল ত্যাজ্য তাহা নহে, অরুণোদয়ে দশমী বেধরহিতা পূর্ণাএকাদশীও ত্যাজ্য; যদি একাদশী দ্বাদশী দিনে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হয়। সেই দ্বাদশীতে পারণ লাভ না হইলে পূর্ণা উপোষ্য দ্বাদশীতে পারণ লাভ হইলে খণ্ডা উপোষ্য—ইত্যাদি বচন সকল অবৈষ্ণবোপবাস পর।

ভাগবততন্ত্রে—

সম্পূর্ণৈকাদশী ত্যাজ্যা পরতো দ্বাদশী যদি।
উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যা মেব পারণং॥ ১২ বি ১৫৪

পরত ত্রয়োদশী দিনে।

সম্পূর্ণা অর্থাৎ অরুণোদয় বেধরহিতা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া

ত্রয়োদশী দিনে যদি নির্গত হয়, তাহা হইলে শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, এইস্থলে তিথি বৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রশস্ত।

স্কান্দে—

একাদশী ভবেৎ পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা।
তদাহ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥ * ১২ বি ১৫৩

পরত ত্রয়োদশী দিনে।

পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশীত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। ইত্যাদিবচন সমূহ বৈষ্ণবোপবাসপর।

কাল মাধবে দ্বিতীয়াদি প্রকরণে শ্রৌতস্মার্ত্ত একাদশী নির্ণয়ে।

শুদ্ধা যদা সমা হীনা সমা ক্ষীণাধিকোত্তরা।
একাদশী মুপবসে ন্ন শুদ্ধাং বৈষ্ণবীমপি॥ †

যখন দশমী বেধ শূন্য বিশুদ্ধ একাদশী সমা অর্থাৎ পরদিনের সূর্য্যোদয়ের উর্দ্ধে না থাকে, কিন্তু উদয়ের সমান হয়, অথবা হীনা অর্থাৎ উদয় কাল হইতে ন্যূন হয়। আর উভয় পক্ষেরই দ্বাদশী যদি পরদিনে সমা অর্থাৎ উদয়ের সমান হয়, ক্ষীণা অর্থাৎ উদয় হইতে কম হয়, অধিকা অর্থাৎ উদয় হইতে বেশী হয়, তাহা হইলে সকল সময়েই শুদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে, কিন্তু অবিদ্ধা অর্থাৎ একাদশী স্পর্শ শূন্যা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে না।

ভবিষ্যোত্তরে—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা দ্বাদশী মে সদা প্রিয়া।
শুক্লা গৃহস্থৈঃ কর্ত্তব্যা ভোগ-সন্তানবর্দ্ধনী॥

শুক্লা যেরূপ, কৃষ্ণা সেইরূপ, শুক্লা কৃষ্ণা দ্বাদশী সদা আমার প্রিয়, গৃহস্থেরা শুক্লা দ্বাদশী করিলে বিষয় ভোগও সন্তান বর্দ্ধিত হয়। ইত্যাদি বচন সকল অবৈষ্ণবোপবাসপর।

* এই বচনদ্বয় বঞ্জুলী বিষয়ক। ইত্যাদি স্থলে একাদশীও পূর্ণা দ্বাদশীও পূর্ণা। এইস্থলে একাদশীর দ্বিতীয়প্রকার সম্পূর্ণত্ব। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত একাদশী অপর অরুণোদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া নিবৃত্ত এবং অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী অপর সূর্য্যোদয়ে প্রবিষ্ট বুঝিতে হইবে।

† ২৪ পৃষ্ঠায় টীকা আছে।

হরিভক্তি বিলাসে দ্বাদশ বিলাসে

ব্রাহ্মে—

একলিপ্ত্যা সমাযুক্তা যদি বৃদ্ধি পরা তিথিঃ।
অথবৈকাদশী নাস্তি দশম্যা বাথ সঙ্গতা॥
দ্বাদশীতু কলা কাষ্ঠা যদি স্যাদপরে ঽহনি।
দ্বাদশ দ্বাদশী র্হন্তি পূর্ব্বস্যাং পারণং কৃতং॥ ১৫৫

অস্যার্থঃ। তিথি বৃদ্ধি পরত্বেন একাদশী পরদিনে একলিপ্ত্যা সমাযুক্তা কিঞ্চিন্মাত্রাপ্যস্তীত্যর্থঃ। অথবা একাদশী নাস্তি পরদিনে। তিথি বৃদ্ধিক্রমেণ দ্বাদশী চ কিঞ্চিন্মাত্রা ত্রয়োদশ্যা মস্তি। তদা শুদ্ধা দ্বাদশ্যা মেবোপবাসঃ। নত্বেকাদশ্যাং। দশম্যা সঙ্গতেতি দৃষ্টান্তত্বেনোদাহৃতং। একাদশ্যা মুপোষ্য সম্পূর্ণ-দ্বাদশ্যাং তদা পারণং কৃতং সৎ দ্বাদশ-দ্বাদশীপুণ্যং হন্তি। ইতি দিগ্দর্শনী।

"শুদ্ধাযদা সমাহীনা" ইত্যাদি স্মার্ত্তমতের প্রতিবাদ-স্বরূপে বৈষ্ণব মত প্রদর্শিত হইতেছে। একলিপ্ত্যা ইতি।

তিথি বৃদ্ধিক্রমে একাদশী দ্বাদশীদিনে একলিপ্তি বা লব অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্র পাইলে অথবা একাদশী দ্বাদশীদিনে না গেলে তিথি বৃদ্ধিক্রমে দ্বাদশী কিঞ্চিন্মাত্র ত্রয়োদশী দিনে গেলে দশমীযুক্ত একাদশী ত্যাগ করিয়া যেমন শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস হয়, সেইরূপ এইস্থলেও শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। একাদশীতে হইবে না। যদি একাদশীতে উপবাস করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে পারণ করে, তবে সেই পারণ দ্বাদশ দ্বাদশী পুণ্য নষ্ট করে।

কৌর্ম্মে—

একাদশী দ্বাদশীচ রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী।
ত্রিভির্মিশ্রা তিথিঃ প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা স্মৃতা॥ ১৫৬

একাদশী দ্বাদশী এবং শেষ রাত্রে ত্রয়োদশী হইলে তাহার নাম ত্রিস্পৃহা সে সর্ব্বপাপ হরণ করে।

স্কান্দে—

একাদশী দ্বাদশীচ রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী।
উপোষ্যাচ প্রযত্নেন মহাপুণ্য বিবর্দ্ধনী॥ ১৫৭

একাদশী দ্বাদশী শেষ রাত্রে ত্রয়োদশী হইলে তাহার নাম ত্রিস্পৃশা, তাহাতে যত্নপূর্ব্বক উপবাস করিলে মহা পুণ্য বৃদ্ধি করে।

ইত্যাদি বচন সকল বৈষ্ণবোপবাসপর।

স্কন্দপুরাণে—

একাদশী কলা যত্র দ্বাদশী চ ক্ষয়ং গতা।
তত্র নক্তং প্রকুর্ব্বীত নোপবাসং গৃহাশ্রমী ॥

এককলা একাদশী হইয়া দ্বাদশী ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহাতে নক্ত ব্রত করিবে। গৃহাশ্রমী উপবাস করিবে না।

কূর্ম্মপুরাণে—

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী।
উপবাসং ন কুর্ব্বীত পুত্র পৌত্র সমন্বিতঃ ॥

একাদশী দ্বাদশী এবং রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী হইলে ত্রিস্পৃশা হয়। পুত্র পৌত্র যুক্ত গৃহী তাহাতে উপবাস করিবে না।

ইত্যাদি বচন সকল অবৈষ্ণবপর।

হেমাদ্রি নিত্য কাম্য ভেদে এবং সকাম নিষ্কাম ভেদে বিরুদ্ধ বচন সকলের সমন্বয় করিয়াছেন ;—সকাম পূর্ব্বদিন, নিষ্কাম পরদিন। কালমাধবকার বৈষ্ণব ও শ্রৌতস্মার্ত্ত ভেদে বিরুদ্ধ বচন সকলের সমন্বয় করিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকার বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ভেদে বিরুদ্ধ বচন সকলের সমন্বয় করিয়াছেন।

এখন একাদশীর উপবাস নির্ণয় করা যাইতেছে।

ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাসব্রত-মীমাংসা পরিশিষ্টে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

একাদশী

উপবাস লক্ষণং

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসোগুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ ॥

টীকা সরলা। পাপেভ্যঃ পাপকর্ম্মভ্য উপাবৃত্তস্য নিবৃত্তস্য জনস্য গুণৈঃ সহ স্নানাদি-ভগবদ্ধ্যান-জপাদিভির্যুক্তঃ পান ভোজনাদি-স্ত্রীসংসর্গ-গন্ধমাল্যানুলেপনাদি সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ যো বাসঃ অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালব্যাপিনী স্থিতিঃ স উপবাসো বিজ্ঞেয়ো জ্ঞাতব্যঃ।

পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত জনের সম্বন্ধে দয়াদি ভগবদ্ধ্যান-জপাদি-গুণযুক্ত পানভোজনাদি-স্ত্রীসংসর্গ-গন্ধমাল্যানুলেপনাদি সর্ব্বভোগ বর্জ্জিত যে বাস অর্থাৎ অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালব্যাপিনী স্থিতি, সেই উপবাস, জানিবেন।

একাদশী নির্ণয়

কালবিবেক ধৃত কূর্ম্মপুরাণে—

একাদশী মুপবসে দ্বাদশী মথবা পুনঃ।
বিমিশ্রাং বাপি কুর্ব্বীত ন দশম্যা যুতাং ক্বচিৎ॥
কুর্য্যাদলাভে সংযুক্তাং ন লাভেঽপি প্রবেশিনীং।
উপোষ্য দ্বাদশীং তত্র ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণং॥
উদয়াৎ প্রাগ্দশম্যাস্তু শেষঃ সংযোগ ইষ্যতে।
উপরিষ্টাৎ প্রবেশস্তু তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

টীকা সরলা। একাদশী মুপবসেৎ, অথবা পুন র্দ্বাদশী মুপবসেৎ বিমিশ্রাং দ্বাদশী মিশ্রিতাং একাদশীং বাপি কুর্ব্বীত। নমু একাদশী ক্ষয়েঽপি বিমিশ্রা স্যাৎ তন্ন কার্য্যা ইত্যাশয়ে নাহ ন দশম্যেতি। ক্বচিৎ কদাচিদপি দশমীযুতাং একাদশীং ন কুর্ব্বীত। দশমী যুক্তাং দ্বিবিধাং অরুণোদয় বিদ্ধাং সূর্য্যোদয় বিদ্ধাঞ্চ বারয়তি কুর্য্যাদিতি।

সূর্য্যোদয়াদুপরি দশম্যা অলাভে অর্থাৎ অরুণোদয়ে লাভে সংযুক্তাং নাম অর্থাৎ অরুণোদয় বিদ্ধাং ন কুর্য্যাৎ। ন কেবলং অলাভে সংযুক্তাং নাম অপিতু সূর্য্যোদয়াদুপরি দশম্যা লাভেঽপি প্রবেশিনীং নাম অর্থাৎ সূর্য্যোদয় বিদ্ধাং ন কুর্য্যাৎ। তত্র দ্বিবিধ ভেদেষু দ্বাদশীং উপোষ্য ত্রয়োদশ্যাং পারণং কুর্য্যাৎ। সংযুক্তা প্রবেশিন্যো র্লক্ষণ মাহ উদয়াদিতি। উদয়াৎ প্রাক্ অরুণোদয়ে দশম্যাঃ শেষঃ স্বল্পঃ সংযোগঃ সংযুক্তা ইষ্যতে। উদয়া দুপরিষ্টাৎ সূর্য্যোদয়ে দশম্যাঃ প্রবেশঃ প্রবেশিনী ইষ্যতে। তস্মাত্তাং সংযুক্তাং প্রবেশিনীঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ পরিত্যজেৎ।

অর্থ। একাদশীতে উপবাস করিবে, অথবা আবার দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। কিম্বা মিশ্র অর্থাৎ দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবে।

প্রশ্ন। একাদশী ক্ষয়েও মিশ্র হয়, তাহা উপোষ্য নহে, এই আভাসে বলা যাইতেছে, ন দশম্যেতি। কখনই দশমীযুক্ত একাদশী করিবে না।

দশমীযুক্ত একাদশী দুই প্রকার।—

সূর্য্যোদয়ে দশমীর লাভ না হইয়া অরুণোদয়ে দশমীর অল্প লাভ হইলেও তাহাকে "সংযুক্তা" বলে। সূর্য্যোদয়ে দশমীর অল্প লাভ হইলেও তাহাকে প্রবেশিনী বলে। অরুণোদয় বিদ্ধা সূর্য্যোদয় বিদ্ধা উভয়ই বর্জ্জনীয়। এইরূপ হইলে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। ইহা বৈষ্ণব মত।

গারুড়ে—

দশমীশেষ সংযুক্তো যদিস্যা দরুণোদয়ঃ।
বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশী ব্রতং॥

যদি অরুণোদয়ে দশমীর অল্প সংযোগও হয়, তবে সেই অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী বৈষ্ণবের উপোষ্য নহে।

এই স্থলে "বৈষ্ণবেন" এই পদের উপাদান থাকায় অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধা নিষিদ্ধ নহে। বরং ব্যতিরেখ মুখে অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধা উপোষ্যই বটে। ইহা প্রতিপন্ন হইল। কেবল সূর্য্যোদয় বিদ্ধাই অবৈষ্ণবের নিষিদ্ধ।

এখন স্মার্ত্তমত বলা যাইতেছে।

বিমিশ্রাং বাপি কুর্ব্বীত ন দশম্যা যুতাং ক্বচিৎ।
কুর্য্যাদলাভে সংযুক্তাং নালাভেঽপি প্রবেশিনীং॥
উপোষ্য দ্বাদশীং তত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং॥

টীকা সরলা। বিমিশ্রাং অরুণোদয়ে দশমীযুক্তাং কুর্ব্বীত। দশম্যা যুতাং উদয়ানন্তরবর্ত্তি দশমী-যুক্তাং সূর্য্যোদয় বিদ্ধা মিত্যর্থঃ। ন কুর্ব্বীত ক্বচিৎ কদাচিদপি।

বিমিশ্র অর্থাৎ অরুণোদয়ে দশমীযুক্ত একাদশী করিবে। সূর্য্যোদয়ে দশমীর সহিত একাদশীর যোগ হইলে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় বিদ্ধা কখনই করিবে না। "নালাভেঽপি প্রবেশিনীং" এই পাঠ অবলম্বনে রঘুনন্দন কৃত ব্যাখ্যা।

দ্বাদশ্যাং কলার্দ্ধ মাত্র মপ্যেকাদশ্যা অনির্গমে যদি দশমী নোদয়ং স্পৃশতি উদয়াৎ প্রাক্ অরুণোদয়কাল এব অবতিষ্ঠতে, তদা সংযুক্তোচ্যতে, সৈবোপোষ্যা।

দ্বাদশীতে কলার্দ্ধ মাত্র একাদশীর নির্গম না হইয়া যদি দশমী উদয়কে স্পর্শ না করে, উদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়কালে অবস্থিতি করে, তবে তাহাকে "সংযুক্তা" বলে। সেই উপোষ্য, অর্থাৎ অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী উপোষ্য।

অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী ষষ্টি দণ্ড (৬০) মাত্র থাকিলে অথবা ষষ্টি দণ্ড হইতে কম হইলে অবৈষ্ণবগণ অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী করিবেন।

অথ উদয়ানন্তরবর্ত্তিনী দশমী যদি একাদশীং স্পৃশতি, তদা সা প্রবেশিনী পদবাচ্যা। তাং বিহায় দ্বাদশী মেবোপবসেৎ। তদিদ মুক্তং "নালাভেঽপি-প্রবেশিনী মিতি। অলাভেঽপি পরদিনে একাদশ্যলাভেঽপি।

উদয়ের পর দশমী যদি একাদশীকে স্পর্শ করে, তবে সে প্রবেশিনী পদবাচ্য। সেই প্রবেশিনীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

এই জন্যই বলা হইয়াছে,—"নালাভেঽপি প্রবেশিনীং" সূর্য্যোদয় বিদ্ধা একাদশী দ্বাদশী দিনে প্রবিষ্ট হইলে বা না হইলে প্রবেশিনী হয়। তাহা উপোষ্য নহে। দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

বিদ্ধাপ্যেকাদশী গ্রাহ্যা পরতো দ্বাদশী নচ।

যদি পরতঃ ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী নচ, তদা ন কেবলং শুদ্ধা, বিদ্ধাপি অরুণোদয় বিদ্ধাপি গ্রাহ্যা।

ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী নির্গত না হইলে কেবল যে শুদ্ধা গ্রাহ্য, তাহা নহে, অরুণোদয় বিদ্ধাও গ্রাহ্য। অরুণোদয় বিদ্ধাতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীর প্রথম পাদ ত্যাগ করতঃ পারণ করিবে।

দ্বাদশ্যা মেকাদশ্যলাভ এব অরুণোদয়বিদ্ধায়াঃ কর্ত্তব্যত্বোপদেশা দ্বাদশ্যা মেকাদশীলাভে তাদৃগ্বিধাং ন কুর্য্যা দিত্যর্থতো হবগতে তত্র পরৈকাদশ্যুপোষ্যে-ত্যবগম্যতে। ইতি তিথিতত্ত্বং।

দ্বাদশী দিনে একাদশীর লাভ না হইলেই অরুণোদয় বিদ্ধার কর্ত্তব্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বাদশী দিনে একাদশীর লাভ হইলে অরুণোদয় বিদ্ধা করিবেনা। ইহা অর্থতঃ কিনা, অর্থাপত্তি ন্যায়ানুসারে অবগত হওয়া যায়। দ্বাদশী দিনে একাদশীর লাভ হইলে দ্বাদশীমিশ্র একাদশী উপোষ্য, ইহাও তাৎপর্য্যাধীন অবগত হওয়া যায়। প্রমাণও আছে।

মলে উপবাস হয়না, এইরূপ বলাও যাইতে পারেনা। যেহেতু—

"ষষ্টি দণ্ডাত্মিকায়াশ্চ তিথে র্নিক্রমণে পরে।
অকর্ম্মণ্যং তিথি মলং বিষ্ণা দেকাদশীং বিনা॥"

একাদশী ভিন্ন ষষ্টিদণ্ড ব্যাপিনী—সমস্ত তিথির মল পরদিনে নির্গত হইলে তাহা কর্ম্মযোগ্য নহে। কিন্তু একাদশীর মল কর্ম্মযোগ্য তাহাতে উপবাসাদি হয়। এইরূপ প্রমাণ আছে।

ভবিষ্যে—

একাদশী কলাপ্যেকা পরতো নচ বর্দ্ধতে।
গৃহিভিঃ পুত্রবদ্ভিশ্চ সৈবোপোষ্যা সদা তিথিঃ॥

পরত স্ত্রয়োদশী দিনে দ্বাদশী নচ বর্দ্ধতে।

এককলা অর্থাৎ অল্প একাদশী দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে বর্দ্ধিত না হইলে পুত্রবান্ গৃহিগণ সেই তিথিতেই উপবাস করিবে।

পরাশরঃ।

ত্রিসন্ধ্য ব্যাপিনী যাতু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।
ন তত্র যুগ্মাদরণ মন্যত্র হরিবাসরাৎ॥

টীকা সরলা। হরিবাসরাৎ একাদশ্যা অন্যত্র ত্রিসন্ধ্যব্যাপিনী যা তিথিঃ সৈব পূজ্যা আদরণীয়া, তত্র ত্রিসন্ধ্যব্যাপিন্যাং তিথৌ যুগ্মাদরণং নাস্তি, কিন্তু হরিবাসরে যুগ্মাদরণ মস্তি ইতিভাবঃ।

হরিবাসর ভিন্ন ত্রিসন্ধ্য-ব্যাপিনী সমস্ত তিথিই আদরণীয়। ত্রিসন্ধ্য-ব্যাপিনী-তিথিতে যুগ্মাদর নাই, কিন্তু একাদশীতে যুগ্মাদর আছে। যুগ্ম বলিয়াও অল্প একাদশী গ্রাহ্য।

দ্বাদশী মিশ্রিতা গ্রাহ্যা সর্ব্বত্রৈকাদশী তিথিঃ।

দ্বাদশীযুক্ত একাদশী সর্ব্বত্র স্মার্ত্ত, বৈষ্ণব, সকলেরই গ্রাহ্য।

যষ্টি দণ্ডাত্মিকা-একাদশীর মল পরদিনে গেলে ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী অগ্রাহ্য। মল দ্বাদশীদিনে না গেলে ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী গ্রাহ্য।

গারুড়ে।

আদিত্যোদয় বেলায়া আরভ্যষষ্টি নাড়িকা।
সঙ্কীর্ণৈকাদশী নাম ত্যাজ্যা ধর্ম্মফলেপ্সুভিঃ॥
ষষ্টি নাড়িকাঃ যস্যাংসা।

সূর্য্যোদয়কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে একাদশী ষষ্টিদণ্ড ৬০ হইবে, তাহার নাম সঙ্কীর্ণা। ধর্ম্মফলেপ্সু ব্যক্তিগণ তাহা ত্যাগ করিবেন।

স্মার্ত্ত ব্যবস্থা। একাদশী অরুণোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যষ্টিদণ্ডমাত্র থাকিলে অর্থাৎ অপর সূর্য্যোদয়বেধ না করিলে এক প্রকার।

দ্বাদশীমিশ্র একাদশী অন্যপ্রকার। একাদশী ক্ষয়ে কেবল দ্বাদশী অপর প্রকার। এই ত্রিবিধ একাদশী স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব মতে সমান।

স্মার্ত্ত মতে।

অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন ষষ্টিদণ্ডকালমাত্র থাকিলে অথবা ষষ্টিদণ্ড হইতে কম থাকিলে অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধায় উপবাস হইবে।

অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী ষষ্টি দণ্ড ৬০ হইয়া মল পরদিনে (দ্বাদশী দিনে) গেলে দ্বাদশী মিশ্র একাদশীতে উপবাস হইবে। অরুণোদয় বিদ্ধায় হইবে না।

বৈষ্ণব মতে।

সূর্য্যোদয়বিদ্ধা একাদশী দ্বাদশী দিনে প্রবেশ করিলে দ্বাদশীমিশ্র একাদশীতে, একাদশীক্ষয়ে দ্বাদশীতে, অরুণোদয়ে দশমী প্রবেশ করিলে অর্থাৎ ৫৬ দণ্ডের অধিক দশমী হইলে দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

১ বৈশাখ দশমী ৫৬।২ পল। ২ বৈশাখ একাদশী ৫৮।৫০ পল। ৩ বৈশাখ দ্বাদশী ৫৮।৮ পল।

১ জ্যৈষ্ঠ দশমী ৫৬।১ পল। ২ জ্যৈষ্ঠ একাদশী ৬০ দণ্ড। ৩ জ্যৈষ্ঠ দ্বাদশী ৫৮।৫৯ পল।

উভয় দিনে অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধাতে উপবাস।

অরুণোদয়বিদ্ধা বলিয়া বৈষ্ণবের দ্বাদশীতে উপবাস।

১৫ই আষাঢ় দশমী ৫৬।১ পল। ১৬ আষাঢ় একাদশী ৬০ দণ্ড ০ পল। ১৭ আষাঢ় একাদশী ৫।৫৯ পল।

১৭ আষাঢ় অবৈষ্ণবের দ্বাদশীমিশ্র একাদশীতে উপবাস। অরুণোদয়বিদ্ধা বলিয়া বৈষ্ণবেরও ১৭ আষাঢ় দ্বাদশীমিশ্র একাদশীতে উপবাস। ইহা উন্মীলনী হইবেনা।

অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী ষষ্টি দণ্ড হইয়া প্রায়ই দ্বাদশী দিনে নির্গত হইয়া থাকে।

বৈষ্ণব মতে। অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী হইলে একাদশী, অষ্টমহাদ্বাদশী ও শ্রবণাদ্বাদশী হইবে না। দ্বাদশীমিশ্র একাদশী, বা শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। অতিদেশ বলেই একাদশীমিশ্র দ্বাদশী ও কেবল-দ্বাদশী একাদশী হয়, কেবল-দ্বাদশী যেমন একাদশী, সেইরূপ বৈষ্ণব মতেও অষ্ট মহাদ্বাদশী এবং শ্রবণাদ্বাদশীও একাদশী। বৈষ্ণবোপবাসব্রতমীমাংসা। ৩৮।৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একাদশ্যাং নিরাহার-ব্রতেনানেন কেশব !
প্রসীদ ! সুমুখ ! নাথ ! মুক্তিদৃষ্টি-প্রদো ভব ॥ ✓

অতিদেশ বলেই এই পারণ মন্ত্রটী একাশীর ন্যায় দ্বাদশী মিশ্র একাদশী, একাদশীক্ষয়ে শুদ্ধাদ্বাদশী, অষ্টমহাদ্বাদশী, এবং শ্রবণাদ্বাদশীর পারণে প্রযুক্ত হইয়াছে।

একাদশীর পারণ অল্প দ্বাদশীতেও হয়, দ্বাদশীর অভাবে ত্রয়োদশীতেও হয়।

বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ বলা হইয়াছে, পূর্ণা একাদশী ত্যাগ বলা যাইতেছে।

স্মার্ত্ত মত

প্রচেতাঃ—

পূর্ণাপ্যেকাদশী ত্যাজ্যা বর্দ্ধতে দ্বিতয়ং যদি।
দ্বাদশ্যাং পারণাঽলাভে পূর্বৈব পরিগৃহ্যতে ॥

দ্বিতয়ং একাদশী দ্বাদশীচ। বর্দ্ধতে পরদিন গামিনীতি তিথিতত্ত্বং।

টীকা সরলা। ন কেবলং বিদ্ধা ত্যাজ্যা, অপিতু যদি দ্বিতয়ং বর্দ্ধতে একাদশী দ্বাদশী দিনে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গচ্ছতি, তদা পূর্ণাপি ত্যাজ্যা। দ্বাদশ্যাং পারণায়া অলাভে পূর্বৈব পরিগৃহ্যতে গ্রাহ্যা। এব শব্দঃ খণ্ডাং ব্যাবর্ত্তয়তি।

কেবল যে দশমীবিদ্ধা একাদশী ত্যাজ্য, তাহা নহে। অপিতু যদি দ্বিতয় বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ একাদশী দ্বাদশী দিনে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হয়, তাহা হইলে পূর্ণা অর্থাৎ অরুণোদয়বেধরহিত একাদশীও ত্যাজ্য খণ্ডাগ্রাহ্য। দ্বাদশীতে পারণ লাভ না হইলে পূর্ণাই গ্রাহ্য, খণ্ডা ত্যাজ্য। দ্বাদশীতে পারণ লাভ হইলে খণ্ডা একাদশী গ্রাহ্য, পূর্ণা ত্যাজ্য।

সম্পূর্ণা একাদশী যষ্টি দণ্ড হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে সেই দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ত্রিস্পৃসা মহাদ্বাদশী হয়। ত্রিস্পৃসা মহাদ্বাদশী হইলেই দ্বাদশীতে পারণের সম্ভাবনা থাকে না, তখন পূর্ণাই উপোষ্য। খণ্ডা ত্রিস্পৃসা মহাদ্বাদশী উপোষ্য নহে।

বৈষ্ণব মতে—

পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে প্রবেশ করিলে বা না করিলে উন্মীলনী হয়।

পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে সেই দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হয়। পূর্ণা ত্যাগ করিয়া উন্মীলনীও ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টে একাদশী নির্ণয়ো নাম চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

অথ অষ্ট মহা দ্বাদশী

অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা ও একাদশী ত্যাগ বিচার

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা ২৬ পৃষ্ঠা হইতে ৪০ পৃষ্ঠা পয্যন্ত বিস্তারিতরূপে অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা ও একাদশীর ত্যাগ বিচার লিখিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

দ্বাদশ্যো হষ্টৌ সমাখ্যাতা যাঃ পুরাণে বিচক্ষণৈঃ।
তাসা মেকাপিচ হতা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং॥

পুরাণে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক যে আটটি মহাদ্বাদশী কথিত হইয়াছে, তাহার একটীও হত অর্থাৎ উপবাসাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট করে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে পদ্মপুরাণে চ ভগবদুক্তৌ।
ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যো হষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।
তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাহুতসংপ্লবং॥
আহুত সংপ্লবং মহাপ্রলয় কালপর্য্যন্তং।

এই সংসারে যাহারা অষ্ট মহাদ্বাদশীতে উপবাস না করিবে, আমার আজ্ঞায় তাহারা মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত যমপুরীতে বাস করিবে। ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন।

এই বচন দুইটী দ্বারা অষ্ট মহা দ্বাদশীর নিত্যতা লাভ হইয়াছে।

নৃসিংহ পরিচর্য্যায়াং।

অথ শুদ্ধা বিশেষ পরিত্যাগঃ।

অধুনা শুদ্ধামপ্যেকাদশীং কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যা মেবোপবসেদিতি। তদপবাদেনাষ্টৌ মহাদ্বাদশ্যঃ প্রস্তূয়ন্তে।

প্রথমতঃ অরুণোদয়-বিদ্ধা-একাদশী পরিত্যাগ পুরঃসর শুদ্ধা একাদশীর কর্ত্তব্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা কোন শুদ্ধা একাদশীও পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে, এই অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধানানুসারে অষ্ট মহা দ্বাদশীর প্রস্তাব করা হইতেছে।

নৃসিংহ পরিচর্য্যাকারের এতাদৃশ উক্তি অনুসারে অষ্ট মহা দ্বাদশী যে একাদশীরই পরিণতি-বিশেষ অর্থাৎ বৈধ একাদশী তাহাই উপলব্ধ হইতেছে।

আর হেমাদ্রি পরিশেষ খণ্ডে কাল নির্ণয়ে একাদশী নির্ণয় প্রকরণে একাদশীর ভেদ-বিশেষ-রূপে উন্মীলনী প্রভৃতি আটটি মহাদ্বাদশী আলোচিত হইয়াছে।

যথা :—

অথ উন্মীলন্যাদ্যষ্ট ভেদ নিরূপণং।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূতশৌনকসংবাদে

একাদশী ব্রতং সর্ব্ব ব্রতানাং প্রবরং স্মৃতং।

"ইত্যুপক্রম্য একাদশী মাহাত্ম্য বর্ণনানন্তরং অষ্ট মহা দ্বাদশীং বিবৃণোতি।"

বিশেষ স্তত্র বিজ্ঞেয়ো দ্বাদশীষু দ্বিজোত্তম !
ভবন্ত্যষ্টৌ পরিখ্যাতা স্তাঃ শৃণুষ্ব যথোদিতাঃ॥ (১)
উন্মীলনী বঞ্জুলীচ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনা।
জয়াচ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী॥
দ্বাদশ্যো হ্যষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ !
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্র শ্চাপরা স্তথা॥

(১) টীকা সরলা। বিশেষ স্তত্রেতি। তত্র একাদশীব্রতে দ্বাদশীষু যো বিশেষঃ প্রশস্ততা স মৎসকাশাৎ বিস্তরেণ জ্ঞেয়ঃ।

নক্ষত্রযোগাৎ প্রবলং পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ।
একাদশীতু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা॥
দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত নচৈবৈকাদশী যদা॥
বঞ্জুলীতু ভৃগু শ্রেষ্ঠ! কথিতা পাপনাশিনী॥
অরুণোদয়ে আদ্যা স্যাদ্দ্বাদশী সকলং দিনং।
অন্তে ত্রয়োদশী প্রাত স্ত্রিস্পৃশা সা হরেঃপ্রিয়া॥ (১)
কুহূ রাকে যদা বৃদ্ধিং প্রজাতে পক্ষবর্দ্ধনী। (২)
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥
পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাদ্যা-রোহিণী সংযুতা স্তু তাঃ।
উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হ্যষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্॥ (৩)

এব মুন্মীলন্যাদ্যষ্টৈকাদশী মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ নিরূপ্যোপসংহৃতং।

এবং সমস্ত বরধর্ম্মগুণাশ্রিতং বৈ,
চৈকাদশীব্রত মিদং কিল হেতুযুক্তং।

(১) টীকা সরলা—অরুণোদয়ে ইতি। অরুণোদয়ে সূর্য্যোদয়ে আদ্যা একাদশী অন্তেপ্রাতঃ অপরারুণোদয়ে ত্রয়োদশী। দ্বাদশীক্ষয়ে ইত্যর্থঃ।

(২) টীকা সরলা—কুহুরাকে ইতি। কুহুরাকে অমাবস্যা পূর্ণিমে। উন্মীলনীতঃ বঞ্জুল্যাং ত্রিস্পৃশায়াং পক্ষবর্দ্ধন্যাঞ্চ সম্পূর্ণা পদস্য অধিকারঃ।

• •(৩) বিহায়েতি সার্দ্ধং। পুষ্যাদ্যং পুনর্ব্বসুনক্ষত্রং।

"পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিণী সংযুতা স্তু তাঃ।"

ইত্যত্র "তু" শব্দঃ পূর্ব্বব্যাবর্ত্তক সমুচ্চায়ার্থে বর্ত্ততে; অতঃ পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। "তাঃ" ইতি পদস্য পরেণান্বয়ঃ,তত্র তাসু অষ্টসু দ্বাদশীষু একাদশীং বিহায় ত্যক্ত্বা উন্মীলনীং বঞ্জুলীং ত্রিস্পৃশাং পক্ষবর্দ্ধনীঞ্চ দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ। তথা, পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিণী-সংযুতা দ্বাদশী স্তু অপি সমুপোষয়েৎ। ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তাঃ অষ্টৌ দ্বাদশ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতাঃ সত্যঃ সমফলা ভবন্তি। "তাঃ" ইত্যস্য পরেণান্বয়ং।

• পুষ্যা-শ্রবণ-পুনর্ব্বসু-রোহিণী-সংযুতা দ্বাদশ্যঃ যথাক্রমেণ পুষ্যা যোগে পাপনাশিনী, শ্রবণা যোগে বিজয়া, পুনর্ব্বসু যোগে জয়া, রোহিণী যোগে জয়ন্তী ইত্যাদ্যা জ্ঞেয়াঃ।

শাস্ত্রান্বিতং হরিনতস্তু হরিপ্রিয়ং যঃ,
শুদ্ধং পুনঃ প্রকুরুতে লভতে স মুক্তিং ॥ (ক)

ইত্যুন্মীলন্যাদ্যষ্ট নিরূপণং।

হেমাদ্রিতে, একাদশী ব্রতের উল্লেখানন্তর উন্মীলনী প্রভৃতিকে একাদশীরই অষ্ট বিধ ভেদরূপে নিরূপিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূত শৌনক সংবাদে।

সূত শৌনককে বলিতেছেন—

"একাদশী ব্রত সমস্ত ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"

এই উপক্রম করিয়া একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণনানন্তর অষ্ট মহাদ্বাদশী বিবৃত হইতেছে।

হে দ্বিজোত্তম! এই একাদশী ব্রতে দ্বাদশী তিথিতে যে বিশেষ অর্থাৎ প্রশস্ততা তাহা বিস্তারিতরূপে আমার নিকট জানিতে পারিবে।

মাহাত্ম্যবতী আটটি দ্বাদশী প্রসিদ্ধ আছে, আমি তাহা যথাবৎ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী ; এই আটটী দ্বাদশী মহাপুণ্য উৎপাদন করে এবং যাবতীয় পাপ বিনষ্ট করে।

তন্মধ্যে চারিটি তিথিযোগে সঙ্ঘটিত হয়, অপর চারিটি নক্ষত্র যোগে প্রবল পাপ প্রশমন করে।

উন্মীলন্যাদির লক্ষণ বলা যাইতেছে।

অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শশূন্যা সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে তাহা উন্মীলনী নামে কথিত হয়।

[ক] টীকা সরলা—এব মিতি। যঃ হরিনতঃ হরিভক্তঃ এবং একাদশী-দ্বাদশী-বৃদ্ধ্যাদিরূপং হেতুযুক্তং হরিপ্রিয়ং শাস্ত্রান্বিতং শাস্ত্রসম্মতং সমস্ত-বর-ধর্ম্ম গুণাশ্রিতং সমস্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানাং সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণানাঞ্চ আশ্রয়ং শুদ্ধং ইদং অষ্ট মহাদ্বাদশীরূপং একাদশী ব্রতং পুনঃ বারং বারং প্রকুরুতে স মুক্তিং লভতে। ইতি।

"হরিনতঃ" ইতি পদেন বৈষ্ণবানা মেব অষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রত কর্ত্তব্যত্বং বুদ্ধ্যতে, একাদশ্যা নিত্যত্বে-নাপি অষ্ট মহাদ্বাদশীনাং নিত্যত্বং সুতরাং সিদ্ধং। ইতি।

সম্পূর্ণা একাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া দ্বাদশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা বঞ্জুলী নামে অভিহিত হয়।

অর্থাৎ অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রবৃত্ত একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ষষ্টি দণ্ড (৬০) হইয়া ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে বঞ্জুলী হইবে।

সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া অর্থাৎ ষাইট ৬০ হইয়া দ্বাদশী দিনে সূর্য্যোদয়ে প্রবেশ করিলে দ্বাদশী অরুণোদয়ে ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে অর্থাৎ দ্বাদশী ক্ষয়ে ত্রিস্পৃশা হয়, সেই ত্রিস্পৃশা হরির অতি প্রিয়তমা।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে অর্থাৎ ষাইট ৬০ হইয়া প্রতিপদ্দিনে নির্গত হইলে পক্ষবর্দ্ধনী হয়।

অর্থাৎ অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রবৃত্ত একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে তারপর অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলেই পক্ষবর্দ্ধনী হয়।

সেই অষ্ট মহাদ্বাদশী হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া উন্মীলনী, বঞ্জুলী ত্রিস্পৃশা ও পক্ষবর্দ্ধনীতে উপবাস করিবে। আর পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু ও রোহিণী সংযুতা দ্বাদশী হইলেও একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু ও রোহিণী সংযুতা দ্বাদশীকে যথাক্রমে পাপনাশিনী, বিজয়া, জয়া ও জয়ন্তী বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ পুষ্যা যোগে পাপনাশিনী, শ্রবণাযোগে বিজয়া, পুনর্ব্বসু যোগে জয়া, রোহিণী যোগে জয়ন্তী হয়। সেই আটটি দ্বাদশী পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতা হইলে সমফলা হয়।

নিত্যতা বিষয়ে এবং একাদশী ত্যাগ বিষয়ে সমফলা জানিবেন।

• • উপরোদ্ধৃত বচন সমূহে প্রথমতঃ উন্মীলনী প্রভৃতি আটটী দ্বাদশীর নাম উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে,—

"দ্বাদশ্যো হ্যষ্টৌ মহাপুণ্যা সর্ব্ব পাপ হরা দ্বিজঃ!"

এবং শেষেও বলা হইয়াছে :—

"উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হ্যষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্।"

সুতরাং

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।"

এই বাক্য যে অষ্ট মহাদ্বাদশীতেই অন্বিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

"পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাদ্য রোহিণী সংযুতা স্তু তাঃ।"

এইস্থলে "তু" শব্দের অর্থ পূর্ব্ব ব্যাবর্ত্তক সমুচ্চয়। "তু" শব্দ পূর্ব্বকে ব্যাবৃত্তি করিতেছে ; পুষ্যেত্যাদির পরের সহিত অন্বয় হইতে বাধা দিতেছে। ইহার অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ পূর্ব্বের সহিতই হইবে। যথাঃ—

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।"

তত্র তাসু অষ্ট-মহাদ্বাদশীষু একাদশীং বিহায় ত্যক্ত্বা উন্মীলনীং বঞ্জুলীং ত্রিস্পৃশাং পক্ষবর্দ্ধনীঞ্চ দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ। তথা পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিণী-সংযুতা দ্বাদশী স্তু অপি সমুপোষয়েৎ।

"তু" শব্দ বাধক হওয়ায় এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বিত হইল।

"পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিণী সংযুতা স্তু"

ইহা "বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ" এই বাক্যের "সমুপোষয়েৎ" এই ক্রিয়ার কর্ম্মস্বরূপে অন্বিত হইল।

"তু" শব্দ বাধক হওয়ায় "সংযুতা স্তু তাঃ" এই স্থলে "তাঃ" পদের পরের সহিত অন্বয়, পূর্ব্বের সহিত নহে।

"উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হ্যষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্।"

"তাঃ" পদের ইহার সহিত অন্বয় হইল।

তাঃ অষ্টৌ দ্বাদশ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতাঃ সত্যঃ সমফলা ভবন্তি।

"পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিণী-সংযুতা স্তু তাঃ।"

এই পূর্ব্ববাক্যের সহিত—

"উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হ্যষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্।"

এই পর বাক্যের অন্বয় করিলে নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করিতে হয়।

পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাদ্য রোহিণী সংযুতা স্তু দ্বাদশ্য শ্চতস্রঃ তাঃ অষ্টৌ দ্বাদশ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতাঃ সত্যঃ সমফলা ভবন্তি। চতস্রঃ অষ্টৌ কথ মিতি বিরোধঃ অর্থাসঙ্গতিশ্চ।

অর্থ। পুষ্যা শ্রবণা পুনর্ব্বসু ও রোহিণী যুক্ত চারিটি দ্বাদশী, সেই আটটি দ্বাদশী উপোষিতা হইলে সমফলা হয়। চারিটি সেই আটটি কিরূপে হয়? এই বিরোধ ও অর্থের অসঙ্গতি। "তু" শব্দের পাদপূরণ ভিন্ন অন্য অর্থ হয় না।

"উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হ্যষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্।"

এই বাক্যে "অষ্টৌ" পদের উপাদান থাকায়, "পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যাদ্য" ইত্যাদি

পূর্ব্ব বাক্যের সহিত "উপোষিতাঃ সমফলাঃ" ইত্যাদি পর বাক্যের বিরোধ ও অর্থের অসঙ্গতি হইতেছে।

সুতরাং "পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যান্ত" ইত্যাদি বাক্যের সহিত "উপোষিতাঃ সমফলাঃ" ইত্যাদি বাক্যের অন্বয় হইতেই পারে না। অতএব "পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যান্ত" ইত্যাদি বাক্যকে "বিহায়ৈকাদশীং তত্র" ইত্যাদি বাক্যের "সমুপোষয়েৎ" এই ক্রিয়ার কর্ম্মত্ব রূপে অন্বয় করিতে হইবেই হইবে।

যথা—তত্র তাসু অষ্ট মহাদ্বাদশীষু একাদশীং বিহায় ত্যক্ত্বা উন্মীলনীং বঞ্জুলীং ত্রিস্পৃশাং পক্ষবর্দ্ধনীঞ্চ দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ। তথা পুষ্যা শ্রবণ পুষ্যান্ত রোহিণী সংযুতা দ্বাদশী স্তু দ্বাদশী রপি সমুপোষয়েৎ ইতি।

"সমফলাঃ" ইত্যাদি পদ দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে অর্থাৎ নিত্যতা এবং একাদশী ত্যাগ, এই উভয় বিষয়েই "সমফলা" বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বচন সমূহ পর্য্যালোচনা দ্বারা অষ্ট মহাদ্বাদশীতে যে একাদশী ত্যাগ, ইহা পরিষ্কাররূপেই বুঝা যাইতেছে।

"সমফলা ইতি। সর্ব্বাসাং নিত্যত্বাদিতি দিগ্দর্শনী।"
সমস্তের নিত্যতা আছে অর্থাৎ অষ্ট মহাদ্বাদশী নিত্য। নিত্য হইলেই একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করা যায়।

উপর্য্যুপরি দুইটী নিত্যব্রত করা যায় না, কারণ "পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং" ইত্যাদি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরীয় বচন দ্বারা উপর্য্যুপরি দুইটী নিত্য উপবাস নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হেমাদ্রি, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক অষ্ট মহাদ্বাদশীকে একাদশীর অন্তর্ভুক্তরূপে প্রমাণিত করিয়া পরে আবার যে প্রকারে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রমাণ দ্বারা একাদশী প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"এইরূপে উন্মীলনী প্রভৃতি আটটি একাদশীর মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে নিরূপণ করিয়া উপসংহার করা হইয়াছে।" যথা :—

"একাদশী বা দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রভৃতি উপবাসের উপযুক্ত হেতু-সমন্বিত শাস্ত্রযুক্ত এই অষ্ট মহাদ্বাদশী নামক একাদশী ব্রত সমুদয় উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের ও যাবতীয় প্রশস্ত গুণের আশ্রয়, যে হরিভক্ত এই বিশুদ্ধ ব্রতের প্রকৃষ্টরূপে বার বার অনুষ্ঠান করেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপে "উন্মীলনী প্রভৃতি আটটি ব্রত নিরূপিত হইল।" নিবন্ধকার-হেমাদ্রি এইরূপে একাদশী ব্রত নির্ণয়ের উপসংহার করিয়াছেন।

"একাদশী ব্রতং সর্ব্ব ব্রতানাং প্রবরং স্মৃতং।"

এই উপক্রম করিয়া একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণনানন্তর একাদশীর অষ্টবিধ ভেদ যে, অষ্ট মহাদ্বাদশী তাহা বলা হইয়াছে।

"বিশেষ স্তত্র বিজ্ঞেয়ো দ্বাদশীষু দ্বিজোত্তম!
ভবন্ত্যষ্টৌ পরিখ্যাতা স্তাঃ শৃণুষ্ব যথোদিতাঃ॥" ইত্যাদি।

উন্মীলন্যাদি অষ্টৈকাদশী মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিবার পর উপসংহার করা হইয়াছে। যথা:—

"এবং সমস্ত বর ধর্ম্ম গুণাশ্রিতং বৈ,
চৈকাদশী ব্রতমিদং কিল হেতুযুক্তং।" ইত্যাদি।

উপক্রম উপসংহার পর্য্যালোচনা করিলে অষ্ট মহাদ্বাদশী যে, একাদশীরই ভেদ এবং তাহা যে একাদশী ব্রতই বটে, তাহাতে সন্দেহের কারণ রহিল না। একাদশীর নিত্যতায়ও অষ্ট মহাদ্বাদশার নিত্যতা সুতরাং সিদ্ধ হইল।

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥

এই বাক্য দ্বারা একাদশী ত্যাগ করিয়া উন্মীলন্যাদি অষ্ট মহাদ্বাদশীতে যে, উপবাস হইবে, তাহাও প্রাপ্ত হওয়া গেল। উপর্য্যুপরি দুইটী নিত্যব্রত করা বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরীয় বচন দ্বারা প্রতিষিদ্ধও হইয়াছে।

"এবং সমস্ত" ইত্যাদি বচনে "হরিনতঃ" এই পদ দ্বারা অষ্ট মহাদ্বাদশী যে বৈষ্ণবের পক্ষেই বিহিত, তাহা বোধ হইতেছে। স্মার্ত্তেরা এই সকলকে কাম্য ব্রত বলেন।

"একাদশী মুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ"
ইত্যাদি ভবিষ্যোত্তর বচন দ্বারা দুই উপবাসের ব্যবস্থা করেন।

আর একটী কথা,—

একাদশী ক্ষয়ে দ্বাদশীতে যে উপবাসের বিধান, তাহাতে যেমন একাদশীর অতিদেশ; সেইরূপ অষ্ট মহাদ্বাদশীতে যে উপবাসের বিধান, তাহাতেও একাদশীর অতিদেশ। আর কাম্য দ্বাদশীতে যে, উপবাসের বিধান তাহাতেও কাম্য একাদশীর অতিদেশ। এই নিমিত্ত "একাদশ্যাং নিরাহার" ইত্যাদি পারণমন্ত্রে পারণ করা হয়।

আর যাহারা শ্রবণা দ্বাদশীকে নিত্য বলেন, তাহাদের মতে দ্বাদশীতে নিত্য একাদশীর অতিদেশ। আর যাহারা শ্রবণা দ্বাদশীকে কাম্য বলেন, তাহাদের

মতে কাম্য একাদশীর অতিদেশ। এই নিমিত্ত "একাদশ্যাং নিরাহার" ইত্যাদি মন্ত্রে পারণ হয়। ইতি।

সম্পূর্ণা ত্যাগ ব্যবস্থা

অথ বেধবিহীনাপি সম্পূর্ণৈকাদশী তিথিঃ।
অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ পরিত্যাজ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ॥ ১২ বি ৪৮

দিগ্দর্শনী টীকা

এব মনেক দোষ হেতুত্বা দ্বিদ্ধোপবাসঃ পরিত্যাজিতঃ অধুনা কদাচিৎ শুদ্ধাপি পরিত্যাজ্যেতি লিখতি অথেতি। দশমীবেধেন বিহীনা, সম্পূর্ণা অরুণোদয়াদেবপ্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। সাপ্যেকাদশী পরিত্যাজ্যা। পরিত্যক্তা কুত স্তত্র হেতুঃ অগ্রত ইতি।

কদাচিৎ একাদশ্যা দ্বাদশীদিনে কদাচিৎ দ্বাদশ্যাশ্চ ত্রয়োদশীদিনে কদাচিৎ পক্ষান্ত তিথেশ্চ প্রতিপদ্দিনে বৃদ্ধিগামিত্বাৎ।

বৃদ্ধিগামিত্বাভাবেনচ একাদশ্যাং সম্পূর্ণায়াং সত্যাং তথা দ্বাদশ্যামপি সম্পূর্ণায়াং সত্যাং পক্ষান্তস্যাপি বৃদ্ধ্যভাবেচ সতি সম্পূর্ণায়া মেকাদশ্যা মেবোপবাসঃ। দ্বাদশ্যাঞ্চ লেখ্য লক্ষণ হরিবাসর ত্যাগেন পারণ মিতি ব্যবস্থা।

অনেক দোষের কারণ বলিয়া বিদ্ধা উপবাস পরিত্যক্ত হইয়াছে, অধুনা কদাচিৎ শুদ্ধা উপবাসও পরিত্যক্ত হইতেছে। * এই আভাসেই বলা যাইতেছে, অথেতি। অরুণোদয় বেধের পর ; দশমী বেধ বিহীন, সম্পূর্ণা অর্থাৎ অরুণোদয়াবধি প্রবৃত্তা। সেই সম্পূর্ণা একাদশীও পরিত্যাজ্য। এইস্থলে "অপি" শব্দের বিদ্ধার সহিত অন্বয়, কেবল যে বিদ্ধা ত্যাজ্য তাহা নহে, সম্পূর্ণাও ত্যাজ্য। ফলিতার্থ। অরুণোদয় বিদ্ধার ন্যায় অরুণোদয় বেধবিহীন সম্পূর্ণা একাদশীও পরিত্যাজ্য। পরিত্যক্ত কেন ? তাহার কারণ অগ্রত ইত্যাদি। কদাচিৎ একাদশীর দ্বাদশীদিনে কদাচিৎ দ্বাদশীর ত্রয়োদশীদিনে কদাচিৎ পক্ষান্ত তিথি অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রতিপৎ দিনে বৃদ্ধি হইলেই সম্পূর্ণা একাদশী বৈষ্ণবের পরিত্যাজ্যই। বৈষ্ণবগণ অবশ্য তাহা ত্যাগ করিবেন।

---

* মূলে "সম্পূর্ণা" শব্দের প্রয়োগ থাকায় টীকার শুদ্ধা অর্থ এইস্থলে সম্পূর্ণা। কেবল যে বিদ্ধা পরিত্যাজ্য তাহা নহে, শুদ্ধাও পরিত্যাজ্য।

বৃদ্ধি গামিত্বের অভাবে একাদশী সম্পূর্ণা হইলে তথা দ্বাদশীও সম্পূর্ণা হইলে পক্ষান্ত তিথি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত না হইলে সম্পূর্ণা একাদশীতেই উপবাস হইবে।

হরিবাসর ত্যাগে দ্বাদশীতে পারণ হইবে। এই সকল যোগ বহুকাল পরে হয় বলিয়া কদাচিৎ, বলা হইয়াছে। "বৈষ্ণবৈঃ" এই পদের উপাদান থাকায় অবৈষ্ণবের সম্পূর্ণা একাদশী পরিত্যাজ্য নহে।

টীকা সরলা—অর্দ্ধরাত্র সমাধান বিচারে একাদশ্যা অর্দ্ধরাত্র বেধং নিরস্য অরুণোদয়বেধঃ স্থাপিতঃ। তদরুণোদয় বিদ্ধাত্যাগং প্রদর্শ্য সম্পূর্ণা ত্যাগং দর্শয়িতুং ব্যবস্থাং লিখতি অথেতি। অথ অরুণোদয় বেদানন্তরং বেধবিহীনাপি অরুণোদয় বেধরহিতাপি। অত্র "অপি" শব্দস্য অরুণোদয়-বিদ্ধয়া অন্বয়ঃ। ন কেবলং অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাজ্যা, অপিতু অরুণোদয়বেধ রহিতাপি ত্যাজ্যা।

অরুণোদয়বেধরহিতা দ্বিবিধা, সম্পূর্ণা খণ্ডাচ।

অত্র বেধবিহীনা সম্পূর্ণাপি একাদশী তিথিঃ পরিত্যাজ্যা, নতুখণ্ডা।

টীকাচ দিগ্‌দর্শনী। সম্পূর্ণা অরুণোদয়াদেবপ্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। সাপি একাদশী পরিত্যাজ্যা। ইত্যেষা। সাপি সম্পূর্ণাপি।

অত্রাপি "অপি" শব্দস্য অরুণোদয়-বিদ্ধয়া সহ অন্বয়ঃ। ন কেবলং অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাজ্যা অপিতু সম্পূর্ণাপি ত্যাজ্যা, নতুখণ্ডা সম্পূর্ণাপদ প্রয়োগাৎ। অন্যথা "বেধবিহীনা" ইত্যনেনৈব সম্পূর্ণায়া খণ্ডায়াশ্চ প্রাপ্তিঃ, সম্পূর্ণাপদস্য বৈয়র্থ্যাপত্তিশ্চ। "বেধবিহীনা" ইত্যুক্তে খণ্ডায়া মতিব্যাপ্তি স্তন্নিবারণায় সম্পূর্ণেতি।

নচবক্তব্যং "সম্পূর্ণা" ইত্যনেনৈবেষ্ট-সিদ্ধিঃ "বেধবিহীনা" ইত্যনেন কিমিতি? পরবিশেষণেন পূর্ব্ববিশেষণং খণ্ডয়িতু মশক্যত্বাৎ। *

নির্ব্ব্যূঢ়ার্থ। অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ কদাচিৎ একাদশ্যা দ্বাদশী দিনে কদাচিৎ দ্বাদশ্যাশ্চ ত্রয়োদশী দিনে কদাচিৎ পক্ষান্ত-তিথেশ্চ প্রতিপদ্ দিনে বৃদ্ধিগামিত্বা দ্ধেতোঃ বিদ্ধাবৎ বেধবিহীনা সম্পূর্ণাপি একাদশী তিথিঃ পরিত্যাজ্যা নতুখণ্ডা বৈষ্ণবৈঃ।

কদাচিদিত্যনেন উন্মীলন্যাদি যোগো বহুকালানন্তরং ভবতীতি জ্ঞাতব্যঃ।

বৃদ্ধিগামিত্বা ভাবেন চ একাদশ্যাং সম্পূর্ণায়াং সত্যাং তথা দ্বাদশ্যা মপি

---

* দৃষ্টান্তঃ। সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্ব্বাসুচ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্ব্বেষু যন্নব্যেতি তদব্যয়ং॥

সম্পূর্ণায়াং সত্যাং পক্ষান্তস্থাপি বৃদ্ধ্যভাবে চ সতি সম্পূর্ণায়া মেকাদশ্যা মেবোপবাসঃ।

বৃদ্ধি গামিত্বেন সম্পূর্ণা ত্যাজ্যা, বৃদ্ধিগামিত্বাভাবেন চ সম্পূর্ণা উপোষ্যা। ইত্যাদিনা সম্পূর্ণায়াঃ একাদশ্যাঃ পরতো দ্বাদশ্যা বর্দ্ধিতত্বে সতি তথা সম্পূর্ণায়া একাদশ্যাঃ পরতঃ পক্ষান্ততিথেশ্চ বর্দ্ধিতত্বে সতি সম্পূর্ণা একাদশী পরিত্যাজ্যা দ্বাদশী উপোষ্যা। ইত্যায়াতং।

কিন্তু খণ্ডৈকাদশ্যাঃ পরতো দ্বাদশ্যা বর্দ্ধিতত্বে সতি তথা খণ্ডৈকাদশ্যাঃ পরতঃ পক্ষান্ত-তিথেশ্চ বর্দ্ধিতত্বেসতি খণ্ডৈকাদশ্যা মেবোপবাসঃ নতু দ্বাদশ্যাং। পারণন্তু দ্বাদশ্যামেব। দ্বাদশ্যা আধিক্যে হরিবাসর ত্যাগে নেতি ব্যবস্থা।

"বৈষ্ণবৈ" রিত্যুপাদানা দবষ্ণবৈঃ সম্পূর্ণোপোষ্যা।

"অথ শুদ্ধাবিশেষ পরিত্যাগ" ইত্যুপক্রম্য সম্পূর্ণা ত্যাগ প্রমাণানি প্রদর্শিতানি।

অর্দ্ধরাত্র সমাধান বিচারে একাদশীর অর্দ্ধারাত্র বেধ নিরাস করিয়া অরুণোদয় বেধ স্থাপন করা হইয়াছে। সেই অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্পূর্ণাত্যাগ দেখাইবার নিমিত্ত ব্যবস্থা লিখিতেছেন অথেতি।

বেধবিহীনার অর্থ অরুণোদয় বেধরহিতা। "বেধবিহীনাপি" এই "অপি" শব্দের অরুণোদয় বিদ্ধার সহিত অন্বয়। কেবল যে অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাজ্যা তাহা নহে, অপিতু অরুণোবেধ রহিতাও ত্যাজ্যা।

অরুণোদয়বেধ রহিত দুইপ্রকার সম্পূর্ণা ও খণ্ডা। এইস্থলে বেধবিহীনা সম্পূর্ণা একাদশী তিথিই পরিত্যাজ্য, খণ্ডা একাদশী পরিত্যাজ্য নহে। *

দিগ্দর্শনী টীকায় "সম্পূর্ণা" পদের অর্থ অরুণোদয়াবধি প্রবৃত্ত। সাপি অর্থ সম্পূর্ণাপি।

এইস্থলেও "অপি" শব্দের অরুণোদয় বিদ্ধার সহিত অন্বয়। কেবল যে অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাজ্য, তাহা নহে, অপিতু সম্পূর্ণাও ত্যাজ্য, খণ্ডা ত্যাজ্য নহে। তাহার কারণ সম্পূর্ণা পদের প্রয়োগ। এই কথা স্বীকার না করিলে "বেধবিহীনা" ইহা দ্বারাই সম্পূর্ণা এবং খণ্ডার প্রাপ্তি হয়, আর সম্পূর্ণাপদের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয়। অর্থাৎ "সম্পূর্ণৈকাদশী তিথিঃ।" এই সম্পূর্ণাপদ নিরর্থক হইয়া যায়। অতএব সম্পূর্ণাই ত্যাজ্য, খণ্ডা ত্যাজ্য নহে।

* কেবল যে বিদ্ধা ত্যাজ্য তাহা নহে, বেধবিহীনা অর্থাৎ অবিদ্ধাও ত্যাজ্য। পূর্ণা ও খণ্ডা উভয়ই অবিদ্ধা। এখানে সম্পূর্ণাপদ খণ্ডাকে ব্যাবৃত্তি করিয়াছে।

"বেধবিহীনা" এইরূপ বলাতে খণ্ডাতে অতিব্যাপ্তি হয়, তাহা নিবারণ জন্য "সম্পূর্ণা" বিশেষণ। সম্পূর্ণা পদ দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি, বেধবিহীনা পদ দ্বারা প্রয়োজন কি? ইহা বলাও উচিত নহে, কারণ পর বিশেষণ দ্বারা পূর্ব্ব বিশেষণ খণ্ডিত হয় না। ইহা শাস্ত্রের নিয়ম।

নির্গলিতার্থ। অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্ব অর্থাৎ কদাচিৎ একাদশীর দ্বাদশী দিনে, কদাচিৎ দ্বাদশীর ত্রয়োদশী দিনে, কদাচিৎ পক্ষান্ত তিথি, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার প্রতিপৎ দিনে বৃদ্ধিগামিত্ব হেতু বিদ্ধার ন্যায় বেধবিহীনা সম্পূর্ণা একাদশী তিথিও পরিত্যাজ্য, খণ্ডা পরিত্যাজ্য নহে। বৈষ্ণবগণ সম্পূর্ণা একাদশী তিথি অবশ্য পরিত্যাগ করিবেন।

বৃদ্ধি গামিত্বের অভাবে একাদশী সম্পূর্ণা হইলে সেইরূপ দ্বাদশীও সম্পূর্ণা হইলে সেইরূপ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইলে সম্পূর্ণা একাদশীতেই উপবাস হইবে।

বৃদ্ধি গামিত্ব হেতুক সম্পূর্ণা ত্যাজ্যা, বৃদ্ধি গামিত্বের অভাব হেতুক সম্পূর্ণা উপোষ্যা। ইহা দ্বারা সম্পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইলে এবং সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে সম্পূর্ণা একাদশী পরিত্যাজ্যা, দ্বাদশী উপোষ্য। ইহা উপলব্ধি হইল।

কিন্তু খণ্ডৈকাদশীর পর দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইলে আর খণ্ডৈকাদশীর পর অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে খণ্ডৈকাদশীতেই উপবাস হইবে। দ্বাদশীতে হইবে না। দ্বাদশীতে পারণ হইবে। দ্বাদশী অধিক হইলে হরিবাসর ত্যাগে পারণ।

"বৈষ্ণবৈঃ" এই উপাদান হেতুক অবৈষ্ণবের সম্পূর্ণা একাদশী উপোষ্য।

"অথ শুদ্ধা বিশেষ পরিত্যাগঃ"

এই উপক্রম করিয়া সম্পূর্ণা ত্যাগের প্রমাণ সকল প্রদর্শিত হইয়াছে।

সম্পূর্ণা ত্যাগ প্রকরণ

অষ্ট মহাদ্বাদশী

অথ শুদ্ধা বিশেষ পরিত্যাগঃ।

টীকা সরলা। অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাগাদনন্তরং অর্দ্ধরাত্র বিদ্ধাং নিরস্য সম্পূর্ণা ত্যাগং প্রদর্শয়ন্নাহ অথেতি। শুদ্ধা দ্বিবিধা পূর্ণা খণ্ডাচ। শুদ্ধা বিশেষস্তু সম্পূর্ণা এব তস্য পরিত্যাগঃ, উন্মীলন্যাদিষু জ্ঞাতব্যঃ।

অরুণোদয় বিদ্ধার পর অৰ্দ্ধরাত্র বিদ্ধা নিরাস বা খণ্ডন করিয়া সম্পূর্ণা ত্যাগ প্রদর্শন করতঃ বলা যাইতেছে।—অথেতি।

শুদ্ধা দুই প্রকার পূর্ণা ও খণ্ডা। শুদ্ধা বিশেষ সম্পূর্ণাই বটে, তার পরিত্যাগ। খণ্ডা কখনও পরিত্যক্ত হয় না। উন্মীলন্যাদিতে সম্পূর্ণা ত্যাগই প্রদর্শিত হইতেছে।

অষ্ট মহা দ্বাদশী

তিথি ঘটিত ব্রতচতুষ্টয়

উন্মীলনী

পাদ্মে—

দ্বাদশী মিশ্রিতা গ্রাহ্যা সর্ব্বত্রৈকাদশী তিথিঃ।
দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং বিদ্যতে যদিবা নবা॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বত্রৈকাদশী কার্য্যা দ্বাদশী মিশ্রিতা নরৈঃ।
প্রাত র্ভবতু বা মাবা যতো নিত্য মুপোষণং॥

নিত্য মুপোষণ মিতি। উন্মলনী ব্রতস্য নিত্যত্বাদিতি দিগ্দর্শনী। ১২ বি ১৫০।১৫১।

"দ্বাদশী চ ত্রয়োদশ্যাং বিদ্যতে যদি বা নবা" ইত্যাদিনা "প্রাত র্ভবতু বা মাবা যতো নিত্য মুপোষণং।" ইত্যাদিনাচ দ্বাদশ্যা অহোরাত্রস্য সমত্বং অধিকত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং।

* দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিন প্রাতে থাকুক বা নাথি থাকুক, সর্ব্বত্র দ্বাদশীযুক্ত একাদশী গ্রাহ্য। মানবগণ তাহাই করিবে, যেহেতু উন্মীলনী ব্রত নিত্য। সম্পূর্ণা একাদশী বৰ্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে গেলে দ্বাদশী অহোরাত্রব্যাপিনী হইলে বা অধিক হইলে উন্মীলনী হইবে। বচন দুইটী দ্বারা ইহা লাভ হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। সম্পূর্ণা ত্যাগ প্রকরণে—

একাদশী তু সম্পূর্ণা বৰ্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশী চ ন বৰ্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা॥

টীকা যথা। বিদ্ধাত্যাগানন্তরং সম্পূর্ণা ত্যাগং দর্শয়তি একাদশীতি। "তু" শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থে। বিদ্ধয়া অন্বয়ঃ। ন কেবলং বিদ্ধা অপিতু সম্পূর্ণাপি

ত্যাজ্যা ইতি। সম্পূর্ণা অরুণোদয় মারভ্য পরদিনে সূর্য্যোদয়ং যাবদ্ব্যাপ্তা ইত্যর্থঃ। সা একাদশী যদি পুনরেব পরদিন এব বর্দ্ধতে দ্বাদশী দিন গামিনী ভবতি। দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত অহোরাত্র ব্যাপিনী সতী ত্রয়োদশী দিন গামিনী ন ভবতি। তদা সা উন্মীলনী। দ্বাদশীক্ষয়ে ত্রিস্পৃশা ন উন্মীলনী। সম্পূর্ণা একাদশী পরদিনে ন বর্দ্ধতে চেত্তদা সম্পূর্ণোপোষ্যা। উন্মীলনীতঃ সম্পূর্ণাপদস্ত বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধনীষু অধিকারো জ্ঞাতব্যঃ। "দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত" ইত্যাদিনা দ্বাদশ্যা অহোরাত্রস্য সমত্বং লভ্যতে।

বিদ্ধা ত্যাগের পর সম্পূর্ণা ত্যাগ প্রদর্শিত হইতেছে।—অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে একাদশী সম্পূর্ণা হয়। সেই একাদশী যদি দ্বাদশীদিনে গমন করে, আর দ্বাদশী যদি বর্দ্ধিত না হয় অর্থাৎ অহোরাত্রব্যাপিনী হইয়া ত্রয়োদশী দিনে নির্গত না হয়, তবে তাহাকে উন্মীলনী বলে, ইহা উপোষ্য। সম্পূর্ণা একাদশী পরদিনে নির্গত না হইলে সম্পূর্ণা উপোষ্য।

উন্মীলনী হইতে সম্পূর্ণা পদের বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা ও পক্ষবর্দ্ধনীতে অধিকার করা হইয়াছে। "দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত" ইত্যাদি বচন দ্বারা একাদশীযুক্ত দ্বাদশী, অহোরাত্রের সমান হইলে উন্মীলনী হইবে, কম হইলে ত্রিস্পৃশা হইবে। অধিক হইলেও অন্য বচন বলে উন্মীলনী হইবে। দশমী ৫৫।৫৭।৪৯ বিপলের পর একাদশীর প্রবৃত্তি হইলেও একাদশী সম্পূর্ণা হইবে, দশমী ৫৬ দণ্ড মাত্র হইলেও একাদশী সম্পূর্ণা হইবে। ছাপ্পান্ন ৫৬ দণ্ড হইতে এক বিপল বা এক অনুপল অধিক হইলেও একাদশী বিদ্ধা হইবে। দশমী ৫৬।০।০।১ অনুপল অরুণোদয়ে প্রবেশ করিলে একাদশী বিদ্ধা হইবে।

অরুণোদয় বিদ্ধা ষষ্টি ঘটিকাত্মিকা একাদশীর মল দ্বাদশীদিনে নির্গত হইলে উন্মীলনী হইবে না। অরুণোদয় বিদ্ধা বলিয়াই দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। সম্পূর্ণা একাদশীর মল দ্বাদশীদিনে নির্গত হইলেই উন্মীলনী হইবে। তাহাতেই উন্মীলনী ব্রতোপবাস পূজাদি হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত নচৈবৈকাদশী যদা।
বঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ! কথিতা পাপনাশিনী॥

টীকা সরলা। যদা সম্পূর্ণৈকাদশ্যাঃ পরতঃ দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ত্রয়োদশী দিনগামিনী ভবতি, নচৈবৈকাদশী বিবর্দ্ধেত দ্বাদশী দিনে ন নির্গতা অরুণোদয় এব

নিবৃত্তা ইত্যর্থঃ। তদা সাবঞ্জুলী, সৈবোপোষ্যা। যদি দ্বাদশী ন বর্দ্ধিতা তদা সম্পূর্ণৈকাদশ্যুপোষ্যা। খণ্ডৈকাদশ্যাঃ পরতঃ দ্বাদশী বর্দ্ধিতা চেত্তদা খণ্ডৈকাদশ্যু-পোষ্যা।

"একাদশী তু সম্পূর্ণা" ইত্যাদি বচন হইতে সম্পূর্ণাপদের অধিকার। যদি সম্পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশীই বর্দ্ধিত হয়, একাদশী বর্দ্ধিত না হয় অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হয়; তবে তাহাকে বঞ্জুলী বলে। সেই উপোষ্য। দ্বাদশী বর্দ্ধিত না হইলে সম্পূর্ণা একাদশীই উপোষ্য। খণ্ডা একাদশীর পর দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইলে খণ্ডা একাদশীই উপোষ্য, দ্বাদশী উপোষ্য নহে। বঞ্জুলীতে উপবাস করিলে পাপ নষ্ট হয়।

অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ষষ্টি দণ্ড হইয়া ত্রয়োদশীদিনে নির্গত হইলে বঞ্জুলী হইবে না। অরুণোদয় বিদ্ধা বলিয়াই দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

উন্মীলনীর ব্যাবৃত্তি বঞ্জুলীও পক্ষবর্দ্ধনীতে এবং বঞ্জুলীর ব্যাবৃত্তি উন্মীলনীও পক্ষবর্দ্ধনীতে হয়। আর পক্ষবর্দ্ধনীর ব্যাবৃত্তি উন্মীলনীও বঞ্জুলীতে হয়, কারণ প্রদর্শিত হইতেছে,—

উপর্যুপরি দুইটী তিথি ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইতে পারে না। এক তিথি ষষ্টি ঘটিকা (৬০) হইলে পনর (১৫) দিন পর ভিন্ন অন্য তিথি ষষ্টি ঘটিকা হইবেই না। তিথি বৃদ্ধির ন্যায় তিথি ক্ষয়ও পনর দিন পর ভিন্ন হইবে না।

একাদশী ষষ্টি ঘটিকা হইলে দ্বাদশী ষষ্টি ঘটিকা হইতে পারে না, এই নিমিত্ত উন্মীলনীর লক্ষণে বলা হইয়াছে, "দ্বাদশী চ নবর্দ্ধেত"। অর্থ, একাদশীযুক্ত দ্বাদশীর অহোরাত্র ব্যাপিনী থাকা।

দ্বাদশী ষষ্টি দণ্ড হইলে একাদশী ষষ্টি দণ্ড হইতে পারে না, এইজন্য বঞ্জুলীর লক্ষণে বলা হইয়াছে।

"নচৈবৈকাদশী যদা"। অর্থ, একাদশীর অরুণোদয়ে নিবৃত্তি।

একাদশীর বৃদ্ধি হইলে দ্বাদশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমার বৃদ্ধি হইবে না। দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে একাদশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমার বৃদ্ধি হইবে না। অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে একাদশী ও দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইবে না। ইহা নিশ্চিত।

ত্রিস্পৃশা

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

অরুণোদয়ে আদ্যা স্যা দ্বাদশী সকলং দিনং।

অন্তে ত্রয়োদশী প্রাত স্ত্রিস্পৃশা সা হরেঃপ্রিয়া॥

আদ্যা একাদশী। প্রাত রুরুণোদয়ে ইতি দিগ্দর্শনী। ১৩ বি ১০৮

"একাদশীতু সম্পূর্ণা" ইত্যাদি বচন হইতে "অরুণোদয় আদ্যা স্যা"দিত্যাদি বচনে "সম্পূর্ণাপদের অধিকার বা অনুবৃত্তি করা হইয়াছে।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশী দিনে একাদশী দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী হইলে ত্রিস্পৃশা হয়। এই ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হইলে অরুণোদয়ে একাদশীতে দশমীর স্পর্শ থাকিবে না। অরুণোদয়ে দশমীস্পৃষ্ট একাদশী দ্বাদশী দিনে গেলে সেই দ্বাদশী ক্ষয় হইয়া অরুণোদয়ে ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে ত্রিস্পৃশা একাদশী হইবে। ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীও ত্রিস্পৃশা একাদশীর এই প্রভেদ। ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীতে কৃষ্ণার্চ্চনাদিই বিশেষ ফল।

বৈষ্ণবমতে। ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হইলে পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করিয়া ত্রিস্পৃশা মহা দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

স্মার্ত্তমতে। পূর্ণা একাদশীতেই উপবাস হইবে, ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীতে উপবাস হইবেনা; কারণ দ্বাদশীতে পারণের সম্ভব না থাকিলেই পূর্ণাত্যাজ্যা, খণ্ডাগ্রাহ্য।

ত্রিস্পৃশা মহা দ্বাদশী হইলে দ্বাদশীতে পারণের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী ত্যাজ্য। পূর্ণাগ্রাহ্য।

পক্ষবর্দ্ধনী

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

কুহূরাকে যদাবৃদ্ধিং প্রযাতে পক্ষবর্দ্ধনী। ১৩বি ১০৯

টীকা সরলা। সম্পূর্ণৈকাদশ্যাঃ পরতঃ কুহূরাকে অমাবস্যা পূর্ণিমে বৃদ্ধিং প্রযাতে প্রতিপদ্দিনে নির্গতে সতি পক্ষবর্দ্ধনী ভবতি। সা উপোষ্যা। বৃদ্ধ্যভাবেতু সম্পূর্ণা একাদশী উপোষ্যা। খণ্ডৈকাদশ্যাঃ পরতঃ অমাবস্যা পূর্ণিমে বৃদ্ধিং প্রযাতে সতি খণ্ডৈকাদশ্যু পোষ্যা।

"একাদশীতু সম্পূর্ণা" ইত্যাদি বচন হইতে সম্পূর্ণাপদের অধিকার করা হইয়াছে।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিপৎ দিনে নির্গত হইলে পক্ষবর্দ্ধনী হয়।

পক্ষবর্দ্ধনী হইলে দ্বাদশীতেই উপবাস হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত না হইলে সম্পূর্ণা একাদশীই উপোষ্য। খণ্ডা একাদশীর পর অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে খণ্ডা একাদশীই উপোষ্য, দ্বাদশী উপোষ্য নহে। স্পষ্টভাবে বুঝান যাইতেছে। সম্পূর্ণা একাদশী অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে সেই অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী অপর অরুণোদয়ে ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে তারপর অমাবস্যাও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিপৎ দিনে নির্গত হইলেই পক্ষবর্দ্ধনী হয়।

অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে তারপর অমাবস্যা ও পূর্ণিমাষষ্টিদণ্ড হইয়া প্রতিপৎ দিনে নির্গত হইলে পক্ষবর্দ্ধনী হইবেনা। অরুণোদয় বিদ্ধা বলিয়াই দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
পুষ্যা-শ্রবণ-পুষ্যাশ্চ রোহিণী সংযুতা স্তু তাঃ।
উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৩ বি ১০৯

টীকা। তত্র তাসু অষ্ট মহাদ্বাদশীষু একাদশীং বিহায় দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।

অষ্ট মহাদ্বাদশী হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র" ইত্যাদি বচন সকলের অর্থ বিচার অষ্ট মহা দ্বাদশীর নিত্যতাও একাদশী ত্যাগ বিচারে বিষদরূপে দেওয়া হইয়াছে। অষ্ট মহাদ্বাদশী ক্রমে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বিবৃত হইয়াছে। তাহা হেমাদ্রিতে উদ্ধৃত আছে, হেমাদ্রি হইতে তাহা, অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতাও একাদশী ত্যাগ বিচারে, প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে একাদশীর প্রকরণে একত্র ক্রমে উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশাও পক্ষবর্দ্ধনীর লক্ষণ সকল সন্নিবিষ্ট আছে। উন্মীলনী হইতে ক্রমে বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশাও পক্ষবর্দ্ধনীতে "সম্পূর্ণা" পদের অধিকার বা অনুবৃত্তি প্রকরণ বলে করা হইয়াছে।

হরিভক্তি বিলাসেও সম্পূর্ণা ত্যাগ প্রকরণে উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশাও পক্ষবর্দ্ধনী মহাদ্বাদশীর সন্নিবেশ করা হইয়াছে। প্রকরণ সামর্থ্যে ই বচন সকলে সম্পূর্ণাপদের অধিকার বা অনুবৃত্তি করা হইয়াছে। বিদ্ধা এবং পূর্ণাত্যাগের বিধান আছে। খণ্ডাত্যাগের বিধান নাই। খণ্ডা পরিত্যক্ত হইবেনা।

উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশাও পক্ষবর্দ্ধনীতেই পূর্ণা ত্যাগ বুঝিতে হইবে।

অথ বেধবিহীনাপি সম্পূর্ণৈকাদশী তিথিঃ।
অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ পরিত্যাজ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ॥

এই ব্যবস্থাপিত কারিকায় সংকৃত টীকায় বিষদভাবে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ সমর্থিত হইয়াছে। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন।

হরিভক্তি বিলাসে—

অথশুদ্ধা বিশেষ পরিত্যাগঃ।
শুদ্ধা সামান্ত পূর্ণাও খণ্ডা, শুদ্ধা বিশেষ সম্পূর্ণা।
নৃসিংহপরিচর্য্যায়াং

অধুনা শুদ্ধা মপ্যেকাদশীং কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যামেবোপবসেৎ। তদপবাদেন অষ্টৌ মহাদ্বাদশ্যঃ প্রস্তূয়ন্তে।

বিদ্ধার ন্যায় অধুনা কোন কোন শুদ্ধা একাদশীকেও পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে। এই বিশেষ বিধানানুসারে অষ্ট মহাদ্বাদশীর প্রস্তাব করা যাইতেছে।

"শুদ্ধা মপ্যেকাদশীং কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্য" এই বাক্য দ্বারা সামান্ত শুদ্ধার লাভ হইতেছেনা। "কাঞ্চিৎ" ইহা দ্বারা বিশেষ শুদ্ধারই লাভ হইতেছে। শুদ্ধা সামান্ত পূর্ণাও খণ্ডা। শুদ্ধা বিশেষ পূর্ণা। বিশেষ সামান্তের বাধক। বিশেষ পূর্ণা সামান্ত খণ্ডাকে ব্যাবৃত্তি করিয়াছে। অতএব সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগই বুঝিতে হইবে।

বঞ্জুলী ও পক্ষবর্দ্ধনী বিচার

বঞ্জুলীও পক্ষবর্দ্ধনীর উপবাস বিচারে পূর্ণাত্যাগের আরও প্রমাণ সমূহ প্রদর্শন পূর্ব্বক মীমাংসা করা যাইতেছে।—

হরিভক্তি বিলাসে দ্বাদশ বিলাসে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ প্রকরণে—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

একাদশীতু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা॥ ১০৭

সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী বর্দ্ধিত না হইলে তাহাকে উন্মীলনী বলে। ১০৭

দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত নচৈ বৈকাদশী যদা।
বঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ! কথিতা পাপনাশিনী ॥ ১০৭
অরুণোদয়ে আদ্যা স্যাদ্দ্বাদশী সকলং দিনং।
অন্তে ত্রয়োদশী প্রাত স্ত্রিস্পৃশা সা হরেঃপ্রিয়া ॥ ১০৮

আদ্যা একাদশী। প্রাত ররুণোদয়ে।

কুহুরাকে যদাবৃদ্ধিং প্রযাতে পক্ষবৰ্দ্ধনী।
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥ ১০৯

একযোগ নির্দ্দিষ্ট বচন সকলে উন্মীলনী হইতে বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা ও পক্ষ বৰ্দ্ধনীতে সম্পূর্ণাপদের অধিকার বা অনুবৃত্তি করা হইয়াছে; প্রকরণ বলে।

সম্পূর্ণা একাদশীরপর দ্বাদশী বৃদ্ধি, সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্যাও পুর্ণিমার বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। ত্রিস্পৃশায় সম্পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশীর ক্ষয় বুঝিতে হইবে।

কালমাধবে দ্বিতীয়াদি প্রকরণে বৈষ্ণবোপবাস নির্ণয়ে

স্মৃত্যন্তরে—

পূর্ণা ভবেদ্ যদা নন্দা ভদ্রা চৈব বিবৰ্দ্ধতে।
তদোপোষ্যা তু ভদ্রা স্যাত্তিথি বৃদ্ধিঃ প্রশস্যতে ॥ *

পূর্ণা সম্পূর্ণা, নন্দা একাদশী। ভদ্রা দ্বাদশী।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশীই যদি বৰ্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হয়, একাদশী বৰ্দ্ধিত না হয়, তবে তাহাকে বঞ্জুলী বলে। সে পাপ নাশ করে। ১০৭

সম্পূর্ণা একাদশী অরুণোদয়ে প্রবেশ করিলে দ্বাদশী সমস্ত দিন থাকিয়া অপর অরুণোদয়ে ত্রয়োদশীর সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাকে ত্রিস্পৃশা বলে। সে হরির প্রিয়। ১০৮

দ্বাদশীক্ষয়ে একাদশী দ্বিতীয় প্রকারে সম্পূর্ণাই হয়।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্যা ও পুর্ণিমা বৰ্দ্ধিত হইয়া প্রতিপৎ দিনে নির্গত হইলে তাহাকে পক্ষ বৰ্দ্ধনী বলে।

"বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।"

ইহা কেবল পক্ষ বৰ্দ্ধনী বিষয়ক নহে, অষ্ট মহাদ্বাদশী বিষয়ক। অষ্ট মহাদ্বাদশী হইলেই একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।১০৯

অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা ও একাদশীর ত্যাগ বিচার দেখিবেন।

* সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী বৰ্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশীই উপোষ্য। এইস্থলে তিথি বৃদ্ধি প্রশস্ত।

হরিভক্তি বিলাসে দ্বাদশ বিলাসে—

স্কান্দে—

একাদশী ভবেৎ পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥ ১৫৩

পরত ত্রয়োদশী দিনে।

কালিকা পুরাণে—

একাদশীতু সম্পূর্ণা পরতো দ্বাদশীভবেৎ।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র তিথি-বৃদ্ধিঃ প্রশস্যতে ॥ ১৫৪

পরত ত্রয়োদশী দিনে।

ভাগবত তন্ত্রে—

সম্পূর্ণৈকাদশী ত্যাজ্যা পরতো দ্বাদশী যদি।
উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যামেব পারণং ॥ ১৫৫

পরত ত্রয়োদশী দিনে।

পাদ্মে—

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র দ্বাদশীচ যদা ভবেৎ।
ত্রয়োদশ্যাং মুহূর্ত্তার্দ্ধং বঞ্জুলী সা হরিপ্রিয়া ॥ ১৩ বি ১৩৪

এই সমুদয় বচনেই সম্পূর্ণা একাদশীর লাভ হইয়াছে। সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী যদি ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হয়, তাহা হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। ১৫৩

সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশী দিনে যদি নির্গত হয়, তাহা হইলে দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। এইস্থলে তিথি বৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বাদশীর বৃদ্ধি প্রশস্ত। ১৫৪

পূর্ণা দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। পর দিন দ্বাদশীতে পারণ করিবে। ১৫৫

সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী যদি ত্রয়োদশী দিনে মুহূর্ত্তার্দ্ধ অর্থাৎ অল্পক্ষণ প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাকে বঞ্জুলী বলে, সে হরির প্রিয়। ১৩৪

ভবিষ্যে—

উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা দ্বাদশ্যা মেব পারণং।

নির্গতায়াং ত্রয়োদশ্যাং কলাচ বিকলাপি বা॥ ১২ বি ১৫৫

এই ভবিষ্য বচনে সম্পূর্ণা একাদশীর উল্লেখ না থাকিলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচন সকলের সহিত এক বাক্যতা * করিয়া এই ভবিষ্য বচনেও সম্পূর্ণা একাদশীরই গ্রহণ। সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণা দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে প্রবেশ করিলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

দ্বাদশী সম্পূর্ণা হইলে একাদশী অরুণোদয়বিদ্ধা প্রায়ই হয় না। অরুণোদয়বিদ্ধা হইলে বিদ্ধা জন্যই দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস বিধানের প্রয়োজন থাকে না। তাহা নিরর্থক হয়! "উপোষ্যা দ্বাদশী শুদ্ধা" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় একাদশী যে পূর্ব্বদিন পূর্ণা থাকিবে, ইহাই উপলব্ধি হইল।

অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রবৃত্ত একাদশী অপর অরুণোদয়ে নিবৃত্ত হইলে সেই অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইলেই দ্বাদশী শুদ্ধা হয়।

পক্ষবর্দ্ধনী

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত নির্ণয়ে সম্পূর্ণা একাদশী
ত্যাগ প্রকরণে

তিথিঃ সশল্যা পরিবর্জ্জনীয়া,
ধর্ম্মার্থ কামৈস্তু বুধৈ র্ম্মনুষ্যৈঃ।
বিহীন শল্যাপি বিবর্জ্জনীয়া,
যস্যগ্রতো বৃদ্ধি মুপৈতিপক্ষঃ॥ ১২ বি ১৫৮

টীকা সরলা। ধর্ম্মার্থকামৈঃ ধর্ম্মরূপার্থাভিলাষিভিঃ বুধৈঃ পণ্ডিতৈ র্ম্মনুষ্যৈঃ সশল্যা অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা তিথি রেকাদশী পরিবর্জ্জনীয়া। বিহীন শল্যাপি

*সম্পূর্ণা একাদশীর পর শুদ্ধা অর্থাৎ পূর্ণা দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে অল্প নির্গত হইলেও শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া পর দিনে অর্থাৎ ত্রয়োদশী দিনে অল্প দ্বাদশীতে পারণ করিবে। ১৫৫

* বিরুদ্ধ বচনানা মবিরোধে একার্থ সংস্থাপন মেকবাক্যতা।

ন কেবলং সশল্যা বিহীন শল্যাপি অরুণোদয়ে দশমী বেধরহিতাপি, অরুণোদয়াৎ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তা অপরারুণোদয়ে নিবৃত্তা সম্পূর্ণাপীত্যর্থঃ সৈবৈকাদশী বিবর্জ্জনীয়া। যদি অগ্রতঃ-পক্ষঃ পক্ষান্ত তিথিঃ অমাবস্যা পূর্ণিমাচ বৃদ্ধিং প্রতিপদ্দিনে নির্গমনং উপৈতি প্রাপ্নোতি।

হরিভক্তি বিলাসে—সম্পূর্ণা-একাদশী-ত্যাগ প্রকরণে-লিখিতত্বাৎ পক্ষবর্দ্ধন্যা মপি সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ এব বঞ্জুলীবৎ নতু খণ্ডা ত্যাগ ইতি ভাবঃ।

ধর্ম্মরূপ অর্থাভিলাষী পণ্ডিত মানবগণ কর্ত্তৃক অরুণোদয়ে দশমী বেধযুক্ত একাদশী প্রকৃষ্টরূপে বর্জ্জন কর্ত্তব্য; যদি অগ্রে পক্ষান্ত তিথি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা অর্থাৎ কখন বা অমাবস্যা কখন বা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইয়া প্রতিপৎ দিনে বর্দ্ধিত বা নির্গত হয় ষষ্টি দণ্ড হইয়া মল প্রতিপদে যায়, তাহা হইলে অরুণোদয়ে দশমী-বেধ রহিত অর্থাৎ সম্পূর্ণা একাদশীও বিশেষরূপে বর্জ্জন কর্ত্তব্য।

হরিভক্তি বিলাসে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে বলিয়া পক্ষবর্দ্ধনীতেও সম্পূর্ণা একাদশীর ত্যাগই বুঝিতে হইবে। খণ্ডা একাদশীর ত্যাগ নহে। ১৫৮

তিথি বৃদ্ধি ক্রমে যেখানে সম্পূর্ণার সম্ভাবনা, সেইখানে অরুণোদয় বিদ্ধারও সম্ভাবনা আছে। হয় সম্পূর্ণা হবে, না হয় অরুণোদয় বিদ্ধা হবে।

সূর্য্যোদয় বিদ্ধা একাদশী খণ্ডা হয়, অরুণোদয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। খণ্ডায় স্মার্ত্ত বৈষ্ণবের একদিনেই উপবাস হয়। অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে স্মার্ত্ত বৈষ্ণবের দ্বাদশীমিশ্রিত একাদশীতেই উপবাস হয়। স্মার্ত্তের অরুণোদয় বিদ্ধায়ও হয়, কিন্তু বৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাজ্য, তাহাতে উপবাস হয় না। এইস্থলে "সশল্যা পরিবর্জ্জনীয়া" সশল্যা অর্থ অরুণোদয় বিদ্ধা, তাহা বর্জ্জনীয়।

"বিহীন শল্যাপি বিবর্জ্জনীয়া" বিহীনশল্যার অর্থ অরুণোদয় বেধরহিতা, অরুণোদয় বেধ না হইলেই সম্পূর্ণা হয়। ছাপ্পান্ন দণ্ডের অধিক দশমী না হইলেই সম্পূর্ণা হইবে। "বিহীনশল্যা" পদদ্বারাই সম্পূর্ণার লাভ হইয়াছে, খণ্ডার লাভ হয় নাই। আর প্রকরণ সামর্থ্যেও বিহীনশল্যার অর্থ সম্পূর্ণা। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ষষ্টিদণ্ড হইয়া মল প্রতিপৎ দিনে গেলেই সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। খণ্ডা একাদশী পরিত্যক্ত হইবে না, একাদশীতেই উপবাস হইবে। বিদ্ধা ত্যাগের এবং সম্পূর্ণা ত্যাগেরই বহু প্রমাণ আছে, খণ্ডা ত্যাগের প্রমাণ নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

কুহুরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রযাতে পক্ষবর্দ্ধনী।
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥ ১২বি ১০৯

"একাদশীতু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।" ইত্যাদি বচন হইতে "কুহুরাকে যদা বৃদ্ধি" মিত্যাদি বচনে সম্পূর্ণা একাদশীর অধিকার বা অনুবৃত্তি করা হইয়াছে প্রকরণ বলে। সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্যা বা পূর্ণিমার বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে।

অন্যত্রচ।

দর্শশ্চ পৌর্ণমাসী চ সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে যদি।
দ্বিতীয়ে হহ্নি নৃপশ্রেষ্ঠ! সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধনী।

পাদ্মে—

অমা বা যদি বা পূর্ণা সম্পূর্ণা জায়তে যদা।
ভূত্বাচ ষষ্টি ঘটিকা দৃশ্যতে প্রতিপদ্দিনে॥
অশ্বমেধাযুতৈ স্তুল্যা সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধনী॥
প্রতিপৎ দিনে কিঞ্চিৎ দৃশ্যতে। ১৩বি ১৫৫

"দর্শশ্চ পৌর্ণমাসী চ" ইত্যাদি বচনে এবং "অমা বা যদি বা পূর্ণা" ইত্যাদি বচনেও পূর্ণা একাদশীর উল্লেখ না থাকিলেও "তিথিঃ সশল্যা" ইত্যাদি "কুহুরাকে যদাবৃদ্ধি" মিত্যাদি বচনদ্বয়ের সহিত "দর্শশ্চ পৌর্ণমাসীচ" ইত্যাদি "অমা বা যদি বা পূর্ণা" ইত্যাদি বচনদ্বয়ের একবাক্যতা করিয়া "দর্শশ্চ পৌর্ণমাসীচ" ইত্যাদি বচনে এবং "অমা বা যদি বা পূর্ণা" ইত্যাদি বচনেও সম্পূর্ণা একাদশীরই গ্রহণ। অরুণোদয় বিদ্ধা হইলে বিদ্ধা জন্যই দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

খণ্ডা ত্যাগের প্রমাণ না থাকায় "দর্শশ্চ পৌর্ণমাসীচ" ইত্যাদি "অমা বা যদি বা পূর্ণা" ইত্যাদি বচন দ্বারা পক্ষবর্দ্ধনী দ্বাদশীতে উপবাসের বিধান সামর্থ্যে পূর্ব্ব একাদশী পূর্ণাই থাকিবে, ইহা প্রতীতি হইতেছে।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিপৎ দিনে গেলে তাহার নাম পক্ষবর্দ্ধনী। পক্ষবর্দ্ধনা হইলেও একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। অষ্ট মহা দ্বাদশীতেই একাদশী ত্যাগ দ্বাদশীতে উপবাস।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইয়া দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ প্রতিপৎ দিনে যদি বর্দ্ধিত হয় হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তবে তাহাকে পক্ষবর্দ্ধনী বলে। ১৫৯

অমাবস্যা বা পূর্ণিমা যদি সম্পূর্ণা হয়, ষষ্টি ঘটিকা হইয়া প্রতিপৎ দিনে কিছু দেখা যায়, তাহা হইলে সে অযুত অশ্বমেধ তুল্য হয়। তাহার নাম পক্ষবর্দ্ধনী॥ ১৫৫

সম্পূর্ণা একাদশীর পর অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইয়া প্রতিপৎ দিনে নির্গত হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। খণ্ডা একাদশীর পর বর্দ্ধিত হইলে একাদশীতে উপবাস হইবে।

বঞ্জুলীর ন্যায় পক্ষবর্দ্ধনীকে জানিবেন।

"একত্রদৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থঃ অন্যত্রাপি পরিকল্প্যতে বাধকাভাবাৎ"

এই ন্যায়ানুসারেও পূর্ণা ত্যাজ্য। কিন্তু এই ন্যায়ের এই স্থলে প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগের এই সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

রাধামোহন গোস্বামি কৃত একাদশীতত্ত্বের টীকায় ও পক্ষবর্দ্ধনীতে সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগের কথা লিখিত আছে। যথা—

"পক্ষবর্দ্ধনী, ইয়মপ্যেব একাদশ্যাঃ সম্পূর্ণত্বে জ্ঞেয়া" মুদ্রিত পুস্তক ১২১ পৃষ্ঠা।

সার ব্যবস্থা

ছাপান্ন দণ্ডের অধিক দশমী হইলে অর্থাৎ অরুণোদয়ে অল্প দশমী প্রবেশ করিলেও একাদশী এবং অষ্ট মহাদ্বাদশী হইবে না।

অরুণোদয় বিদ্ধা হেতু দ্বাদশীতেই উপবাস হইবে। অবৈষ্ণবের সূর্য্যোদয় বিদ্ধা বর্জ্জনীয়।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর একাদশী দ্বাদশী অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

খণ্ডা একাদশীর পর দ্বাদশী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইলে একাদশীতে উপবাস হইবে দ্বাদশীতে হইবে না।

সম্পূর্ণা একাদশী ষষ্টি দণ্ড মাত্র হইলে আর সম্পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ষষ্টি দণ্ড মাত্র হইলে একাদশীতেই উপবাস হইবে।

দৃষ্টান্ত

উন্মীলনী

১৩৩৯ সন ১৫ জ্যৈষ্ঠ দশমী ৫৭।৫৮।২০ বিপল। ১৬ জ্যৈষ্ঠ একাদশী ৬০।০ পল। ১৭ জ্যৈষ্ঠ একাদশী ৪।২৫।৫৫ বিপল।

উন্মীলনী হইল না। অরুণোদয় বিদ্ধা বলিয়া ও দ্বাদশীমিশ্র একাদশী বলিয়া ১৭ জ্যৈষ্ঠ উপবাস হইল। স্মার্ত্ত বৈষ্ণবের সমান। এইরূপ প্রায়ই হয়।

১৩২৬ সন ২২ আষাঢ় দশমী ৫৫।১৩।৪ বিপল। ২৩ আষাঢ় একাদশী ৬০।০ পল। ২৪ আষাঢ় একাদশী ০।১৫।৪৬ বিপল। ২৫ আষাঢ় দ্বাদশী ৫।৫।২৯ বিপল।

১৩১৫ সন ৩ কার্ত্তিক দশমী ৫৪।৫৩ পল। ৪ কার্ত্তিক একাদশী ৬০।০ পল। ৫ কার্ত্তিক একাদশী ০।৮ পল। ৬ কার্ত্তিক দ্বাদশী ৫।১৮ পল।

সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইয়াছে, দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে নির্গত হইয়াছে। উভয়স্থলেই উন্মীলনী হইল, একাদশী মিশ্র দ্বাদশীতে উপবাস হইল।

১৩৪০ সন ৩০ শ্রাবণ দশমী ৫৫।২১।৩৫ বিপল। ৩১ শ্রাবণ একাদশী ৬০।০ পল। ১ ভাদ্র একাদশী ০।২৬।৪০ বিপল।

সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইয়াছে। ১ ভাদ্র উন্মীলনী হইল।

ত্রিস্পৃশা

অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে এবং সূর্য্যোদয় বিদ্ধা একাদশী দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে ঐ দিনে দ্বাদশী ক্ষয় হইলে ত্রিস্পৃশা একাদশী হয়। সম্পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে ঐ দিনে দ্বাদশী ক্ষয় হইলে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হয়।

১২৮৫ সন হইতে ১৩৩৯ সন পর্য্যন্ত পঞ্জিকা দেখা হইল। তন্মধ্যে দুইটী উন্মীলনী পাওয়া গেল। ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী পাওয়া গেল না।

„ „ ১ চৈত্র দশমী ৫৫।৫৯ পল। ২ চৈত্র একাদশী ৬০।০ পল। ৩ চৈত্র একাদশী ১।১ পল, পরে দ্বাদশী ৫৭।২ পল, পরে ত্রয়োদশী। এইরূপ হইলে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী হয়। বর্দ্ধিতা সম্পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশী ক্ষয়।

১২৯৮ সন ৬ বৈশাখ দশমী ৫০।৪৪ পল। ৭ বৈশাখ একাদশী ৫৫।৫১ পল। ৮ বৈশাখ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৯ বৈশাখ দ্বাদশী ১।২ পল।

১৩২৯ সন ৮ বৈশাখ দশমী ৪৯।৪৪।৪৩ বিপল। ৯ বৈশাখ একাদশী ৫৪।৫২।১০ বিপল। ১০ বৈশাখ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ১১ বৈশাখ দ্বাদশী ০।২।৩৭ বিপল।

উভয় স্থলেই খণ্ডা একাদশীর পর দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়াছে। বঞ্জুলী হইল না। একাদশীতে উপবাস হইল।

১৩০৬ সন ২৭ ফাল্গুন দশমী ৫৬।৫২।১৬ বিপল। ২৮ ফাল্গুন একাদশী ৫৯।৩৫।৫০ বিপল। ২৯ ফাল্গুন দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৩০ ফাল্গুন দ্বাদশী ৩।২২।২৫ বিপল।

১৩৩৯ সন ২১ কার্ত্তিক দশমী ৫৭।২৪।১৭ বিপল। ২২ কার্ত্তিক একাদশী ৫৮।৪৩।৩৩ বিপল। ২৩ কার্ত্তিক দ্বাদশী ৬০।০ পল। ২৪ কার্ত্তিক দ্বাদশী ১।১৯।২৬ বিপল।

উভয়স্থলেই একাদশী অরুণোদয়বিদ্ধা হইয়াছে। বঞ্জুলী হইল না। অরুণোদয় বিদ্ধা বলিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইল।

১২৯৭ সন ২৪ ভাদ্র দশমী ৫৪।৫৮ পল। ২৫ ভাদ্র একাদশী ৫৯।১৪ পল। ২৬ ভাদ্র দ্বাদশী ৬০।০ পল। ২৭ ভাদ্র দ্বাদশী ৪।৯ পল। বঞ্জুলী হইল।

১৩০৬ সন ১২ অগ্রহায়ণ দশমী ৫৪।৪৫।২৯ বিপল। ১৩ অগ্রহায়ণ একাদশী ৫৮ ২৪।৭ বিপল। ১৪ অগ্রহায়ণ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ১৫ অগ্রহায়ণ দ্বাদশী ১।০ পল। বঞ্জুলী হইল।

১৩১২ সন ১৪ জ্যৈষ্ঠ দশমী ৫৪।৪৭।৫৫ বিপল। ১৫ জ্যৈষ্ঠ একাদশী ৫৯।৫০।৩৭ বিপল। ১৬ জ্যৈষ্ঠ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ১৭ জ্যৈষ্ঠ দ্বাদশী ৪।৪৯।২০ বিপল। বঞ্জুলী হইল।

১৩২২ সন ২৯ পৌষ দশমী ৫৩।৫৯ পল। ১ মাঘ একাদশী ৫৮।১৬ পল। ২ মাঘ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৩ মাঘ দ্বাদশী ৩।১৮ পল। বঞ্জুলী হইল।

১৩২৭ সন ৬ আশ্বিন দশমী ৫৩।৪৭।২৮ বিপল। ৭ আশ্বিন একাদশী ৫৮।১৫।৩৯ বিপল। ৮ আশ্বিন দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৯ আশ্বিন দ্বাদশী ১।৪৬।৪৯ বিপল। বঞ্জুলী হইল।

১৩২৯ সন ১৩ পৌষ দশমী ৫৪।৫৪।৩৪ বিপল। ১৪ পৌষ একাদশী ৫৯।১৭।১ বিপল। ১৫ পৌষ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ১৬ পৌষ দ্বাদশী ২।৩৮।৪২ বিপল। বঞ্জুলী হইল।

১৩৩০ সন ১ পৌষ দশমী ৫১।৪৯।২৮ বিপল। ২ পৌষ একাদশী ৫৬।৩৭।১২ বিপল। ৩ পৌষ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৪ পৌষ দ্বাদশী ১।৫৬।৫ বিপল।

১৩৩৮ সন ৩ অগ্রহায়ণ দশমী ৫১।২৯।৮ বিপল। ৪ অগ্রহায়ণ একাদশী

৫৬।৩৭।২৮ বিপল। ৫ অগ্রহায়ণ দ্বাদশী ৬০।০ পল। ৬ অগ্রহায়ণ দ্বাদশী ২।১।১৪ বিপল। বঞ্জুলী হইল।

এই সকল স্থলে সম্পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়াছে। বঞ্জুলী হইল।

১২৮৫ সন হইতে ১৩৩৯ সন পর্য্যন্ত পঞ্জিকা দেখা হইল।

পক্ষবর্দ্ধনী

১৩৩৮ সন ১৮ চৈত্র দশমী ৪৭।৩৭।৭ বিপল। ১৯ চৈত্র একাদশী ৪৭।৫৬।২৫ বিপল। ২৩ চৈত্র অমাবস্যা ৬০।০ পল। ২৪ চৈত্র অমাবস্যা ০।৪৭।৫৫ বিপল।

১৩৩৯ সন ২১ অগ্রহায়ণ দশমী ৩৮।৩৬।৩৬ বিপল। ২২ অগ্রহায়ণ একাদশী ৪২।২৭।৩৪ বিপল। ২৬ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ৬০।০ পল। ২৭ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ২।৫৪।৩১ বিপল।

উভয় স্থলেই খণ্ডা একাদশীর পর অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইয়াছে, পক্ষবর্দ্ধনী হইল না।

খণ্ডা একাদশীতেই উপবাস হইল। আরও প্রদর্শিত হইতেছে খণ্ডা একাদশীর পর পক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার স্থল।

১২৮৫ সন ২৪ কার্ত্তিক পূর্ণিমা ৬০। ১৩০৮ সন ২৪ অগ্রহায়ণ অমাবস্যা ৬০। ১৩১৬ সন ২৬ কার্ত্তিক অমাবস্যা ৬০। ১৩১৭ সন ১৫ কার্ত্তিক অমাবস্যা ৬০। ১৩৩১ সন ২৫ পৌষ পূর্ণিমা ৬০। ১৩৩৩ সন ১৪ বৈশাখ পূর্ণিমা ৬০। ১৩৩৮ সন ৪ বৈশাখ অমাবস্যা ৬০। ইত্যাদি স্থলে পক্ষবর্দ্ধনী হয় নাই। ১২৮৫ সন হইতে ১৩৩৯ সন পর্য্যন্ত পঞ্জিকা দেখা হইল।

১৩৩২ সন ৯ পৌষ নবমী ০।৫৩।৫১ বিপল। পরে দশমী ৫৭।৬।৩২ বিপল। পরে একাদশী। ১০ পৌষ একাদশী ৫৬।১২।২ বিপল। ১৪ পৌষ পূর্ণিমা ৬০।০ পল। ১৫ পৌষ পূর্ণিমা ১।৩৩।২ বিপল।

পক্ষবর্দ্ধনী হইল না।

অরুণোদয় বিদ্ধা বলিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইল। একাদশী যখন অরুণোদয় বিদ্ধা হইয়াছে তখন পূর্ণাও হইবে। ১২৮৫ সন হইতে ১৩৩৯ সন পর্য্যন্ত পঞ্জিকায় সম্পূর্ণারস্থল পাওয়া গেল না।

কিরূপ হইলে পক্ষবর্দ্ধনী হইবে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

দৃষ্টান্ত

পক্ষবর্দ্ধনী

১ বৈশাখ দশমী ৫৪।৫০ পল। ২ বৈশাখ একাদশী ৫৬।১৫ পল। ৩ বৈশাখ দ্বাদশী ৫৭।২০ পল। ৪ বৈশাখ ত্রয়োদশী ৫৮।২৫ পল। ৫ বৈশাখ চতুর্দ্দশী ৫৯।৩০ পল। ৬ বৈশাখ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা ৬০।০ পল। ৭ বৈশাখ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা ১।১০ পল।

সম্পূর্ণা একাদশীর পর পূর্ণিমা বা অমাবস্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে, পক্ষবর্দ্ধনী হইল। একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস হইল। সম্পূর্ণা একাদশীর পর পক্ষবর্দ্ধিত হইলেই পক্ষবর্দ্ধনী হয়।

১৫০ শত ২০০ শত বৎসর মধ্যে ২।১টী পক্ষবর্দ্ধনী হইতে পারে।

অষ্ট মহাদ্বাদশী

নক্ষত্র ঘটিত মহাদ্বাদশী চতুষ্টয়।

জয়া

ব্রহ্মপুরাণে—

৮ দ্বাদশ্যান্তু সিতে পক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্ব্বসু।
নাম্না সাতু জয়া খ্যাতা তিথীনা মুত্তমা তিথিঃ॥ ১৩ বি ১৫৩

ঋক্ষং নক্ষত্রং।

শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে যদি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে "জয়া" মহাদ্বাদশী বলে। সে তিথির মধ্যে উত্তম তিথি।

বিজয়া

ব্রহ্মপুরাণে—

৮ যদা তু শুক্ল দ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথিনা মুত্তমা তিথিঃ॥ ১৩ বি ১৫৬

শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে যদি শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয় তবে তাহাকে বিজয়া বলে, সে তিথির মধ্যে উত্তম তিথি।

জয়ন্তী

ব্রহ্মপুরাণে—

যদা তু শুক্লা-দ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥
প্রাজাপত্যং রোহিণী। ১৩ বি ১৬১

শুক্লা দ্বাদশীতে যদি রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে জয়ন্তী বলে। সে সর্ব্বপাপ হরণ করে।

পাপনাশিনী

ব্রহ্মপুরাণে—

যদা তু শুক্ল দ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিৎ।
তদা সাতু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী॥ ১৩ বি ১৭৪

যদি কোন সময়ে শুক্লা দ্বাদশীতে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে পাপনাশিনী বলে। সে মহা পুণ্যা বটে।

উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যো হ্যষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্।

অষ্ট মহাদ্বাদশী সমফলা, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ উপোষিতা হইবে।

তিথি নক্ষত্রের যোগ মাত্রেই ব্রত হয়না। যেরূপ যোগ বিশেষে উপবাস হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।

ব্রত নির্ণয়

অথ ঋক্ষ প্রযুক্তানাং ব্রত কর্ত্তব্যতা যথা।
জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে॥

টীকা সরলা। অথ তিথি ঘটিত ব্রতস্য অনন্তরং ঋক্ষ প্রযুক্তানাং নক্ষত্র প্রযুক্তানাং জয়াদীনাং চতসৃণাং যথা ব্রতকর্ত্তব্যতা ব্যক্তং স্ফুটং যথা স্যাৎ তথা নিরূপ্যতে।

তিথি ঘটিত ব্রত নিরূপিত হইবার পর—

নক্ষত্র প্রযুক্ত জয়াদি চারিটীর যেরূপ ব্রত কর্ত্তব্যতা, তাহা স্পষ্টরূপে নিরূপণ করা যাইতেছে।

ভাস্বর্কোদয় মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমান্যূনানি বা হ্যবস্থ্য স্ততো হ্যমীষাং ব্রতৌচিতী ॥

টীকা সরলা। অর্কোদয় মারভ্য সূর্য্যোদয় সময়ে প্রবৃত্তানি ভানি নক্ষত্রাণি অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালস্য অধিকানি সমানি উনানি বা অবস্যুঃ ভবেয়ুঃ তত স্তদা অমীষাং জয়াদীনাং ব্রতৌচিতী ব্রতস্য ঔচিত্যং ভবেৎ।

যদি সূর্য্যোদয়কে আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহো রাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অধিক, সমান, অথবা উন হয়, তাহা হইলে জয়াদি চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে ব্রতের ঔচিত্য আছে, ব্রত হইবে।

কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষাং ব্রতাচরণ যোগ্যতা ॥

টীকা সরলা। কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং অরুণোদয় মারভ্য প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালস্য অধিকানি, সমানি বা চেৎ, তদাপি এষাং জয়াদীনাং ব্রতাচরণ যোগ্যতা অস্তি। তদাপি 'অপি' শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থে, ন কেবলং অর্কোদয় মারভ্য প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালস্য অধিকানি, সমানি, উনানি বা চেৎ ব্রতং ভবেৎ, অপিতু সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং অরুণোদয় মারভ্য প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালস্য অধিকানি সমানি বা চেৎ ব্রতং ভবেৎ। উনানি চেৎ ব্রতং ন ভবেদিতি ভাবঃ।

"সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্ব মিত্যনেন" সামান্যতঃ অরুণোদয় কালস্য লাভঃ। তিথি নক্ষত্রাণি পঞ্চষষ্টি দণ্ডাদধিকানি ন বর্দ্ধন্তে, বাণবৃদ্ধী রসক্ষয় ইত্যাদি বচনাৎ।

সুতরাং "সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি অধিকানি সমানি বা" ইত্যাদিনা বিশেষতঃ অরুণোদয় কালস্য প্রাপ্তিঃ। রাত্রৌ প্রবৃত্তানাং নক্ষত্রাণাং অধিকত্ব সমত্বাসম্ভাবিতত্বাৎ। উনত্বমেব তেষাং। অরুণোদয়ে প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি চতুষষ্টি-দণ্ডানি চেৎ সমানি, পঞ্চষষ্টি দণ্ডানি চেৎ অধিকানীতিভাবঃ।

কিম্বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালের অধিক বা সম যদি হয়, তবে এই সকল জয়াদির ব্রতাচরণ যোগ্যতা আছে, ব্রত হইবে। অপি শব্দ সমুচ্চয়ে। কেবল যে সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অধিক, সম বা উন হইলে ব্রত হইবে এমত নহে, অপিতু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অধিক বা সম হইলেও ব্রত হইবে, উন হইলে হইবে না। এই সমুচ্চয়।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব বলাতে সামান্যতঃ অরুণোদয় কালেরই লাভ হইতেছে। "বাণবৃদ্ধী রসক্ষয়" ইত্যাদি বচন বলে তিথি নক্ষত্র পঞ্চষষ্টি দণ্ডের অধিক বর্দ্ধিত হয়না সুতরাং "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অধিক বা সম" ইত্যাদি দ্বারা বিশেষভাবেও অরুণোদয় কালেরই প্রাপ্তি আছে। যেহেতু নক্ষত্র সকল রাত্রিতে প্রবৃত্ত হইলে অধিক বা সম হইতে পারেনা, ঊনই হইবে।

অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল চতুঃষষ্টি দণ্ড হইলে সম এবং পঞ্চষষ্টি দণ্ড হইলে অধিক হইতে পারে।

শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমন পর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণং ॥
শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং।
গতায়া মপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ ॥

টীকা সরলা। তিথি নিয়ম মাহ। শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু ত্রিষু নক্ষত্রেষু পুনর্ব্বসু, রোহিণী, পুষ্যাসু সূর্য্যাস্তমন পর্য্যন্তং দ্বাদশ্য পেক্ষণং কার্য্যং খলু নিশ্চিতং। শ্রবণেতু অস্তমনতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং গতায়া মপি তত্রৈব দ্বাদশ্যা মেব ব্রতস্য উচিততা ঔচিত্যং ভবেৎ।

অপি শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থে। ন কেবলং শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু ত্রিষু নক্ষত্রেষু সূর্য্যাস্তমন-পর্য্যন্তং দ্বাদশ্যপেক্ষণং কার্য্যং, অপিতু শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং গতায়া মপি ব্রতস্য উচিততা ভবেৎ।

শ্রবণা ভিন্ন অন্য তিন নক্ষত্রে (পুনর্ব্বসু, রোহিণী, পুষ্যায়) সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্তই দ্বাদশীর অপেক্ষা। ইহার পর দ্বাদশী থাকুক বা নাঞি থাকুক, ইহার অপেক্ষা নাই। রাত্রি গত দ্বাদশী বিচার্য্য নহে।

শ্রবণাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী পরিসমাপ্ত হইলেও তাহাতেই ব্রতের ঔচিত্য আছে, ব্রত হইবে।

কেবল যে, শ্রবণা ভিন্ন তিন নক্ষত্রে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশীর অপেক্ষা এমত নহে, অপিতু শ্রবণাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী সমাপ্ত হইলেও ব্রত হইবে। এই সমুচ্চয়।

দ্বাদশীর অপেক্ষিত পদত্ব নিরাসও অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালের অপেক্ষিত-পদত্ব স্থাপন।

যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই বা আলোচনা করেন নাই, তন্মধ্যে দুইটী মত দেখা যায়।

১। কেহ কেহ বলেন,—দ্বাদশীর পরিমাণ দণ্ডাপেক্ষায় নক্ষত্রের পরিমাণ দণ্ডের আধিক্যাদি হইলে ব্রত হয়। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়াবধি অবস্থিত নক্ষত্র দ্বাদশী হইতে অধিক, সম ও উন হইলে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকালাবধি অবস্থিত নক্ষত্র দ্বাদশীর অধিক ও সমান হইলে ব্রত হয়।

দ্বাদশী যেমন সময়েই প্রবৃত্ত হউক না কেন, এই স্থলে মানের আধিক্যাদি কল্পনা।

সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্রের দৃষ্টান্ত

পূর্ব্বদিন ৪২।৪০ পল পরে দ্বাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি	১৭।২০ পল
পরদিন দ্বাদশীর স্থিতি	৪৩।৪০ পল
উভয় দিনের মান যোগ	৬১ দণ্ড
সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী বা পুষ্যা নক্ষত্র	৬০ দণ্ড
পরদিন নক্ষত্রের স্থিতি	৩ দণ্ড
উভয় দিনের মান যোগ	৬৩ দণ্ড, অধিক
পূর্ব্বদিন ৪২।৪০ পল পর দ্বাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি—	১৭।২০ পল
পরদিন দ্বাদশীর স্থিতি	৪২।৪০ পল
উভয় দিনের মানযোগ	৬০ দণ্ড
সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র	৬০ দণ্ড, সমান
পূর্ব্বদিন ৩৮।৪০ পল পর দ্বাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি	২১।২০ পল
পরদিন দ্বাদশীর স্থিতি	৩৭।৪০ পল
উভয়দিনের মানযোগ	৫৯ দণ্ড,
সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র	৫৮ দণ্ড, উন

দ্বাদশী হইতে নক্ষত্র অধিক, সম ও উন হইয়াছে ব্রত হইবে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্রের দৃষ্টান্ত

পূর্ব্বদিন ৪২।৪০ পল পর দ্বাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি	১৭।২০ পল
পরদিন দ্বাদশীর স্থিতি	৪৩।৪০ পল
উভয়দিনের মানযোগ	৬১

পূর্ব্বদিন ৪০।৪০ পল পর নক্ষত্র প্রবৃত্ত, স্থিতি	১৯।২০ পল
পরদিন নক্ষত্রের স্থিতি	৪৩।৪০ পল
উভয়দিনের মানযোগ	৬৩ দণ্ড, অধিক

উভয়দিনের মানযোগে দ্বাদশীর পরিমাণ দণ্ড হইতে নক্ষত্রের পরিমাণ দণ্ড অধিক হইয়াছে, ব্রত হইবে।

পূর্ব্বদিন ৪২।৪০ পল পর দ্বাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি	১৭।২০ পল
পরদিন দ্বাদশীর স্থিতি	৪৩।৪০ পল
উভয়দিনের মানযোগ	৬১ দণ্ড

পূর্ব্বদিন ৪২.৪০ পল পর নক্ষত্র প্রবৃত্ত, স্থিতি	১৭।২০ পল
পরদিন নক্ষত্রের স্থিতি	৪৩।৪০ পল
উভয়দিনের মানযোগ	৬১ দণ্ড, সমান

দ্বাদশীর পরিমাণ দণ্ড হইতে নক্ষত্রের পরিমাণ দণ্ড সমান হইয়াছে ব্রত হইবে।

পূর্ব্বদিন ৩৮।৪০ পল পর দ্বাদশী প্রবৃত্ত, স্থিতি	২১।২০ পল
পরদিন দ্বাদশীর স্থিতি	৩৭।৪০ পল
উভয়দিনের মানযোগ	৫৯ দণ্ড

পূর্ব্বদিন ৪১।৪০ পল পর নক্ষত্র প্রবৃত্ত, স্থিতি	১৮।২০ পল
পরদিন নক্ষত্রের স্থিতি	৩৮।৪০ পল
উভয়দিনের মানযোগ	৫৭ দণ্ড, উন

উভয়দিনের মানযোগে দ্বাদশীর পরিমাণ দণ্ড হইতে নক্ষত্রের পরিমাণ দণ্ড কম হইয়াছে, ব্রত হইবে না।

উভয়দিনের মানযোগে অধিকত্ব, সমত্ব ও উনত্ব কল্পনা করা যাইতেই পারে না, কারণ, "শুক্লপক্ষে তিথি গ্রাহ্যা যস্যা মভ্যুদিতো রবিঃ" শুক্লপক্ষে সূর্য্যোদয় হইতেই তিথি গ্রাহ্য। এইরূপ প্রমাণ আছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব তিথি গ্রাহ্য নহে। অগ্রাহ্য তিথিমানের সহিত গ্রাহ্য তিথিমানের যোগ হইতে পারেনা।

অথচ পূর্ব্বদিন স্থিত এবং পরদিন স্থিত তিথি ও নক্ষত্রের মানযোগ করিয়া আধিক্যাদি কল্পনা করিলে "অব্যাপ্তি দোষও" ঘটে। তাহা আগে প্রদর্শিত হইবে। 'দ্বাদশী' যে, অপেক্ষিত পদ হইতেই পারেনা, তাহাও প্রদর্শিত হইবে।

২। অপর কেহ কেহ বলেন,—দ্বাদশীর সূর্য্যোদয়াবধি স্থিতি দণ্ডাপেক্ষায় নক্ষত্র স্থিতি দণ্ডের আধিক্যাদিতে ব্রত হয়।

দৃষ্টান্ত *

সূর্য্যোদয়াবধি দ্বাদশীর স্থিতি ও নক্ষত্রের স্থিতি।

শুক্লাদ্বাদশী ৪০।২০ পল, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী বা পুষ্যা নক্ষত্র ৪২।২০ পল। দ্বাদশী হইতে নক্ষত্র অধিক হইয়াছে ব্রত হইবে।

দ্বাদশী ৪০।২৫ পল, নক্ষত্র ৪০।২৫ পল, তিথি নক্ষত্র সমান হইল ব্রত হইবে।

দ্বাদশী ৪০।২০ পল, নক্ষত্র ৩৮।২০ পল, দ্বাদশী হইতে নক্ষত্র কম হইয়াছে ব্রত হইবে না। ইত্যাদি স্থলে দেখা যাইতেছে, পূর্ব্ব রাত্রিতে তিথি নক্ষত্রের প্রবৃত্তি, পর রাত্রিতে নিবৃত্তি। উভয় মতেই কিন্তু 'অব্যাপ্তিদোষ' ঘটিতেছে, লক্ষ্যে লক্ষণের বিষয় যাইতেছে না।

নক্ষত্র সকল পূর্ব্ব রাত্রিতে প্রবৃত্ত হইলেই লক্ষ্যে লক্ষণের প্রবেশ হয়না বলিয়া অব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে।

পূর্ব্ব রাত্রিতে দ্বাদশী প্রবৃত্ত হইলে সূর্য্যোদয়াবধিস্থিত দ্বাদশী মানা পেক্ষায় অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকলের মান অধিকই হইবে, সম ও উন হইবেই না, সুতরাং দ্বাদশী অপেক্ষিত পদ হইতেই পারেনা।

যদি বল, দ্বাদশী অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্রসকল দ্বাদশী অপেক্ষায় অধিক, সম ও উন হইতে পারে। আর সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে দ্বাদশী অপেক্ষায় সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্রসকল যে অধিক, সম ও উন হইতে পারে তাহাতে আর কথা কি? *

"অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী অপেক্ষায় অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অধিক ও সম হইলে ব্রত হইবে, উন হইলে হইবে না"। এইরূপ বলিলে উপবাসের ব্যাপক বিষয় সঙ্কোচ হইয়া যায়, কারণ, দ্বাদশী পূর্ব্ব রাত্রিতে প্রবৃত্ত হইলে উপবাস হইতে পারে না। এই নিমিত্ত অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত বলা সঙ্গত হয়না। বিশেষতঃ নক্ষত্রের ন্যায় দ্বাদশীও নিয়মা বদ্ধ।

সূর্য্যাস্তমন পর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণং।

সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্তই দ্বাদশীর অপেক্ষা ইহার পর আর দ্বাদশীর অপেক্ষা নাই,

---

* অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে একাদশীতে উপবাস হয়। আর সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত দ্বাদশী ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ত্রিস্পৃশা হয়, এমতাবস্থায় সম, উন, অধিক, কল্পনা উপহাসের কথা।

থাকুক বা নাই থাকুক, তাহার আবশ্যকতা নাই, রাত্রি গত দ্বাদশী বিচার্য্য নহে। সূর্য্যাস্তকাল ব্যাপিনী দ্বাদশী হইতে অরুণোদয়ে বা সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্রসকল অধিকই হইবে, সম ও উন হইবেই না, অতএব 'দ্বাদশী' অপেক্ষিত পদ হইতেই পারেনা। তবে অপেক্ষিতপদ কি হইবে? যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন ও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—"অহোরাত্রা বচ্ছিন্ন কাল" অপেক্ষিত পদ।

এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্বাচার্য্য মহর্ষিগণ সূর্য্যের এক উদয় হইতে অপর উদয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী তিথিনক্ষত্রাদিকে সম বা পূর্ণ বলিয়াছেন। আর যাহা সমতা বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকে ন্যূন, ক্ষীণ বা হীন বলিয়াছেন। আর যে সকল তিথি নক্ষত্রাদি সমতা বা পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এই সকলকে বর্দ্ধিত বা অধিক বলিয়াছেন। (১)

নির্ণয়ামৃতে একাদশী নির্ণয়ে

অথ সর্ব্বেষেব ভেদেষু একাদশী দ্বাদশ্যোঃ সমত্বং নাম ষষ্টি ঘটিকাত্মকত্বং, ততো ন্যূনে ন্যূনত্বং আধিক্যে অধিকত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং।

একাদশী দ্বাদশী ভিন্ন তিথি নক্ষত্রাদির সমত্বাদিও একইরূপ। এই জন্য উপলক্ষণ বলে অর্থকরা যাইতেছে।

তিথিনক্ষত্রাদির ষষ্টি ঘটিকাত্মকত্বই সমত্ব, তাহা হইতে কম হইলে ন্যূনত্ব, অধিক হইলে অধিকত্ব জানিবে।

কালমাধবীয়ে স্কান্দ বচনং

শুদ্ধা যদা সমা হীনা সমা ক্ষীণা ধিকোত্তরা। একাদশী মুপবসে দিত্যাদি।

দশমী বেধরহিতা শুদ্ধৈকাদশী যদা পরেদ্যু রুদয়াদূর্দ্ধ নাস্তি, কিন্তু উদয় সমা, ততো ন্যূনা বা। দ্বয়ো রপি পক্ষয়ো র্দ্বাদশী পরেদ্যু-রুদয়ে সমা, ন্যূনা, অধিকা বা ভবতি তত্র সর্ব্বত্র শুদ্ধৈকাদশী উপোষ্যা। (১)

(১) প্রতিপৎ প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়া দোদয়া রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর বর্জ্জিতাঃ॥

একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থঃ অন্যত্রাপি পরিকল্প্যতে বাধকাভাবাৎ। এই ন্যায়ানুসারে নক্ষত্রাদির পূর্ণতা সম্বন্ধেও এই প্রমাণ, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ অবগত আছেন।

দশমী বেধ রহিত একাদশী সমা অর্থাৎ পরদিনের সূর্য্যোদয়ের ঊর্দ্ধে না থাকে কিন্তু অপর সূর্য্যোদয়ের সমান হয়, হীনা অর্থাৎ অপর সূর্য্যোদয় হইতে কম হয়। উভয়পক্ষের দ্বাদশী যদি সমা অর্থাৎ পরদিনের সূর্য্যোদয়ের সমান হয়, ক্ষীণা অর্থাৎ অপর সূর্য্যোদয়ের কম হয়, অধিকা অর্থাৎ অপর সূর্য্যোদয়ের অধিক হয়, তাহা হইলে সকল সময়ে শুদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে। ইত্যাদি।

বৈষ্ণবমতে, দ্বাদশী অধিক হইলে বঞ্জুলী হয়।

"আদিত্যেন জয়া" ইত্যাদি কারিকার গ্রন্থকারের ব্যাখ্যাতেও 'অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কাল' পাওয়া যাইতেছে।

রোহিণী শ্রবণৌ চেৎ ষষ্টিঘটিকে ভূত্বা পারণ দিনে বৰ্দ্ধেতে, তদা নক্ষত্র মধ্যএব পারণং।

যদা নক্ষত্রবৃদ্ধৌ সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি সাম্যং আধিক্যং বা ভজন্তে, তদা আসূর্য্যোদয়াদুপর্য্যেব বা নক্ষত্রেণ ভবিতব্য মিতি ন নিয়মঃ।

রোহিণী ও শ্রবণা ষষ্টি ঘটিকা হইয়া পারণদিনে বৃদ্ধি হইলে নক্ষত্র মধ্যেই পারণ হইবে। যদি নক্ষত্র বৃদ্ধিতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্রসকল (পুষ্যা, শ্রবণা, রোহিণী, পুনর্ব্বসু) সাম্য কিম্বা আধিক্যকে ভজন করে, তাহা হইলে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বা উপরেই নক্ষত্র থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। নক্ষত্রসকল সমানও থাকিতে পারে, উপরেও থাকিতে পারে। চতুঃ ষষ্টি দণ্ড হইলে সমান, পঞ্চ ষষ্টি দণ্ড হইলে উপরে থাকিবে।

নির্ণয় সিন্ধুকার একাদশীনির্ণয়ে সমত্বাদির লক্ষণ করিয়াছেন,—

অত্র সমত্বং সূর্য্যোদয়াদ্যক্ষণা ব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণান্ত তিথি সত্বং, * ষষ্টি ঘটিকারূপং। ন্যূনত্বন্তু কিঞ্চিৎ ন্যূনত্বং ষষ্টি ঘটিকায়াঃ। অধিকত্বঞ্চ ষষ্টি ঘটিকায়াঃ অধিকত্বং। তদ্ধি শুদ্ধা বিদ্ধা ভেদেষু তিথিক্ষয় বৃদ্ধিভ্যাং বিলক্ষণং।

সূর্য্যোদয়ের আদ্যক্ষণের সহিত অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণান্ত যে, তিথি সত্ব, তাহাই সমত্ব, ইহা ষষ্টি-ঘটিকারূপ। ন্যূনত্বটি ষষ্টি ঘটিকা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূনত্ব। অধিকত্বটি ষষ্টি ঘটিকা হইতে অধিকত্ব। তাহা শুদ্ধা বিদ্ধা ভেদে তিথির ক্ষয় বৃদ্ধি অনুসারে বিলক্ষণ বা ভেদ।

পাণিনির টীকাকার প্রাচীন স্মার্ত্ত রামচন্দ্র ভট্ট কালনির্ণয়ে অষ্ট মহাদ্বাদশী প্রকরণে লিখিয়াছেন।—

---

* সূর্য্যোদয়স্য আদ্যক্ষণেন সহিতং অব্যবহিতং পূর্ব্বক্ষণং অন্তো যস্য তৎ তিথিসত্বং। শাস্ত্রে বৃক্ষবৎ ব্যবহারাৎ পূর্ব্বক্ষণস্ত শেষক্ষণং তচ্ছেদং তিথি সত্বং চেতি কর্ম্মধারয়ঃ।

শ্রবণ দ্বাদশী নির্ণীতা। নক্ষত্র প্রযুক্তেতর মহা দ্বাদশীত্রয়ে সূর্য্যোদয়াদারভ্য দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তত্বং নক্ষত্রাণাং, অস্তময় পর্য্যন্তত্বং দ্বাদশ্যা অপেক্ষিতং।

শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণীত হইল। নক্ষত্র প্রযুক্ত অন্য মহাদ্বাদশী ত্রয়ে (জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনীতে) সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নক্ষত্র সকলের এবং অস্তময় পর্য্যন্ত দ্বাদশীর অপেক্ষা।

অধিকত্ব, সমত্ব, ঊনত্ব যে অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালকে অপেক্ষা করিয়া বলা হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নৃসিংহপরিচর্য্যা ধৃত "আদিত্যেন জয়া ইত্যাদি কারিকায়,—পূর্ণ, ঊন, অধিক আর গোস্বামি পাদের "ভান্বর্কোদয়মারভ্য" ইত্যাদি কারিকায় যে, অধিক, সম ও ঊনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা "অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালকে" অপেক্ষা করিয়াই জানিবেন।

নক্ষত্র সকল অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালের অধিক হইলে অধিকত্ব, সমান হইলে সমত্ব, ঊন হইলে ঊনত্ব, বুঝিতে হইবে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল পঞ্চষষ্টি দণ্ড হইলে অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালের অধিক, চতুঃষষ্টি দণ্ড হইলে অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালের সমান হইবে।

ফল কথা অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অধিক ও সম হইলে ব্রত হইবে।

এই নিয়মেই জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী হয়।

পূর্ব্ব রাত্রিতে নক্ষত্র প্রবৃত্ত হইয়া পর রাত্রিতে নিবৃত্ত হইলে জয়াদি ব্রত হইবে না। কিন্তু শ্রবণা দ্বাদশী হইবে, শ্রবণা দ্বাদশী অতিদিষ্ট বিজয়া।

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা, ৪৭—৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৩৮৫ সন হইতে ১৩৩৯ সন পর্য্যন্ত পঞ্জিকা দেখিয়াছি। শ্রবণা-দ্বাদশী ও বিষ্ণু শৃঙ্খল প্রায়ই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী একটীও পাওয়া যায় নাই।

কিরূপ হইলে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী হয়, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

জয়া

১৫ পৌষ দিবা ২৬।৫০ পল। শুক্লা দ্বাদশী ২৬।৫০ পল, অথবা ২৭।৫০ পল, সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত পুনর্ব্বসু ৬০ দণ্ড, অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে।

কিম্বা পুনর্ব্বসু ৫৮ দণ্ড। জয়া হইল। অথবা দ্বাদশী ২৫।৩০ পল, দ্বাদশী সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হওয়ায় জয়া হইল না।

১৫ পৌষ দিবা ২৬।৫০ পল, দ্বাদশী ২৬।৫০ পল, অথবা ২৭।৩০ পল, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত পুনর্ব্বসু ৬০। অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। জয়া হইল। কিম্বা দ্বাদশী ২৫।৫০ পল, অস্তের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হওয়ায় জয়া হইলনা। অথবা দ্বাদশী ২৬।৫০ পল, অথবা ২৭।৩০ পল, পুনর্ব্বসু ৫৯।১০ পল, জয়া হইলনা। নক্ষত্র অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের কম হইয়াছে।

বিজয়া

১৫ ভাদ্র দিবা ৩১।২৪ পল। শুক্লা দ্বাদশী ১২।৫০ পল, অথবা ২৬।১০ পল, অস্তের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইয়াছে। শ্রবণা সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত ৬০ দণ্ড, অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। কিম্বা শ্রবণা ৫৮ দণ্ড। বিজয়া হইল। অথবা দ্বাদশী ১১।৫৯ পল বিজয়া হইল না। দ্বাদশী দেড় প্রহরের কম হইয়াছে।

১৫ ভাদ্র দিবা ৩১।২৪ পল, শুক্লা দ্বাদশী ১২।৫০ পল অথবা ২৬।১০ পল, কিম্বা অস্তের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত শ্রবণা ৬০ দণ্ড, অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। বিজয়া হইল। অথবা শ্রবণা ৫৯।১০ পল, বিজয়া হইল না। নক্ষত্র অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের কম হইয়াছে।

অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত শ্রবণা ৬০ দণ্ড অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। দ্বাদশী ১১।৫৯ পল, বিজয়া হইল না। দ্বাদশী সার্দ্ধ যামের কম হইয়াছে।

কিন্তু পূর্ব্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খল হইল। বিজয়া বিষ্ণু শৃঙ্খলের উপমর্দ্দক। শ্রবণা অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত হইলে বিষ্ণু শৃঙ্খল থাকিবেই থাকিবে।

জয়ন্তী

১৫ আষাঢ় দিবা ৩৩।৪০ পল। শুক্লা দ্বাদশী ৩৩।৪০ পল, অথবা ৩৪।১০ পল। সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত রোহিণী ৬০ দণ্ড, অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। কিম্বা রোহিণী ৫৮।৫০ পল জয়ন্তী হইল।

দিবা ৩৩।৪০ পল, দ্বাদশী ৩২।১০ পল, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইয়াছে। জয়ন্তী হইলনা।

১৫ আষাঢ় দিবা ৩৩।৪০ পল। শুক্লা দ্বাদশী ৩৩।৪০ পল। অথবা ৩৪।১০ পল। রোহিণী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত ৬০ দণ্ড অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। জয়ন্তী হইল। দ্বাদশী ৩২।১০ পল, অস্তের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইয়াছে, জয়ন্তী হইলনা।

দিবা ৩৩।৪০ পল, দ্বাদশী ৩৩।৪০ পল, অথবা ৩৪।১০ পল। রোহিণী ৫৯।১০ পল। নক্ষত্র অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কাল হইতে কম হইয়াছে, জয়ন্তী হইলনা।

পাপনাশিনী

১৬ ফাল্গুন দিবা ২৮।৫০ পল। শুক্লা দ্বাদশী ২৮।৫০ পল অথবা ২৯।৩০ পল। পুষ্যা উদয়ে প্রবৃত্ত ৬০। অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। কিম্বা পুষ্যা ৫৮।১০ পল, পাপনাশিনী হইল। অথবা দ্বাদশী ২৬।৫০ পল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হওয়ায় পাপনাশিনী হইলনা।

১৬ ফাল্গুন দিবা ২৮।৫০ পল। দ্বাদশী ২৮।৫০ পল, অথবা ২৯।৩০ পল, পুষ্যা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত ৬০ দণ্ড অথবা পরদিনে ২ দণ্ড নির্গত হইয়াছে। পাপনাশিনী হইল। অথবা দ্বাদশী ২৬।১০ পল, অস্তের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হওয়ায় পাপনাশিনী হইলনা। দিবা ২৮।৫০ পল। দ্বাদশী ২৮।৫০ পল, অথবা দ্বাদশী ২৯।৩০ পল। অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত পুষ্যা ৫৯।১০ পল, পাপনাশিনী হইল না। নক্ষত্র অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের কম হইয়াছে।

ব্রত কর্ত্তব্যতা কারিকা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

এখন প্রশ্ন এই,—কারিকাগুলি উন্মীলন্যাদির ব্যাবর্ত্তকরূপে মহাদ্বাদশীর নক্ষত্রঘটিত অবস্থার পরিচায়ক, আর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্রসকল সম বা অধিক হইলে ব্রত হইবে, তিথিঘটিত অবস্থার বৈলক্ষণ্য-রূপে এখানে ইহাই উক্ত, এইরূপ বলা যায় কিনা ?

উত্তর। পূর্ব্ব বর্ণিত তিথিঘটিত উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা ও পক্ষবর্দ্ধনী মহা দ্বাদশীতে যদি "ভান্বর্কোদয় মারভ্য" ইত্যাদি কারিকা চতুষ্টয়বিহিত নক্ষত্র-ঘটিত জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী মহা-দ্বাদশী হয়, তাহা হইলেও উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়ই হইবে, জয়াদি চতুষ্টয় হইবেনা। যেহেতু নক্ষত্র হইতে তিথির প্রাধান্য।

(স্থল, তিথি স্পষ্ট গুণ*হস্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণং। কোনস্থলে নক্ষত্র প্রশস্ততা-বোধক ও ফলবিশেষ সম্পাদক)

তিথিঘটিত কর্ম্মপ্রধান, নক্ষত্র ঘটিত কর্ম্ম অপ্রধান বা গুণ। তিথি ঘটিত কর্ম্মের প্রাধান্য হেতু নক্ষত্র ঘটিত কর্ম্ম তিথি ঘটিত কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাহার সার্থকতা থাকেনা। সুতরাং জয়াদি চতুষ্টয় উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয়কে ব্যাবৃত্তি করিতেই পারেনা। তখন পূর্ব্ব-বর্ণিত তিথি-ঘটিত উন্মীলন্যাদির ব্যাবৃত্তি রূপে নক্ষত্র ঘটিত জয়াদি মহাদ্বাদশী পরিচায়ক হইবে কিরূপে ?

প্রশ্ন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল সম বা অধিক হইলে ব্রত হইবে ; তিথি ঘটিত অবস্থার বৈলক্ষণ্য রূপে ইহাই উক্ত, ইহা বলা যায় কিনা ?

উত্তর। তিথি ঘটিত ব্রতের অবস্থার সহিত নক্ষত্র ঘটিত ব্রতের অবস্থার বৈলক্ষণ্য আছে বটে, তাহার সার্থকতা নাই। ব্যাবৃত্তি করিতে পারেনা বলিয়া বৈলক্ষণ্যের কিছুমাত্র ফল নাই, থাকা না থাকা সমান।

যদি উন্মীলন্যাদিতে জয়াদি হইলে উন্মীলন্যাদি ব্রত না হইত, তবে জয়াদি উন্মীলন্যাদির ব্যাবর্ত্তকরূপে পরিচায়ক হইতে পারিত। তিথি ঘটিত অবস্থার সহিত নক্ষত্র ঘটিত অবস্থার বৈলক্ষণ্যের সার্থকতা থাকিত।

যদি বল, তিথি ঘটিত ব্রতের প্রাধান্য, তখন নক্ষত্র ঘটিত ব্রতের সার্থকতা কোথায় থাকিবে ?

উত্তর। উন্মীলন্যাদির বিষয় পরিহারে অর্থাৎ উন্মীলন্যাদির অসম্ভাবনাতে যেখানে উন্মীলন্যাদি চতুষ্টয় না হয়, এমন স্থলে নক্ষত্র ঘটিত জয়াদি চতুষ্টয় হইবে। জয়াদির স্বাধীনভাবে সেইখানেই স্বার্থকতা।

অষ্টমহা দ্বাদশীর ব্যাবৃত্তি বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসায় দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন। "উন হইলে হইবেনা" ইহার শাস্ত্র বা শাস্ত্রীয় যুক্তি কি আছে ?

উত্তর। সমজাতীয় বাক্যসমূহে ইতরভেদানুমাপক ধর্ম্ম দ্বারা বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, অন্যকে ব্যাবৃত্তি করিতে না পারিলে বৈলক্ষণ্য ঘটেনা।

"ভাস্করোদয় মারভ্য" ইত্যাদি বাক্যে অধিক, সম ও উনের কথা বলা হইয়াছে।

"কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং" ইত্যাদি বাক্যে অধিক ও সমের কথা বলা হইয়াছে, উনের কথা বলা হয় নাই, বলিলে বৈলক্ষণ্য থাকেনা, বাক্যভেদ ঘটেনা। পূর্ব্বকারিকায় অধিক, সম ও উনের কথা বলা হইয়াছে। পরকারিকায় অধিক ও সমের কথা বলা হইয়াছে। পরকারিকার অধিক ও

সম, পূর্ব্বকারিকার উনকে ব্যাবৃত্তি করিল। তাহাতেই বৈলক্ষণ্য ঘটিল, বাক্যদ্বয়ে ভেদ প্রদর্শিত হইল।

দৃষ্টান্ত। "প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষয়েৎ" এই বিধানে "অপ্রোক্ষিতং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ" এই নিষেধ পাওয়া যাইতেছে।

"পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙক্তে" এই স্থলে দিবা ভোজন নিষেধে "রাত্রৌ ভুঙক্তে" রাত্রিতে ভোজনের বিধান পাওয়া যাইতেছে।

"শত্রাণাভ্যাঞ্চ" শতৃ ও আনশান্ত পরপদের সহিত ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়না। এই সূত্র দ্বারা "ব্রাহ্মণস্য উপকুর্ব্বন্" "মিত্রস্য উপকুর্ব্বাণঃ"। ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসের নিষেধে নগর নির্গচ্ছন্, ক্ষিতি নিবসন্, ভূমীশয়ানঃ। ইত্যাদি স্থলে পঞ্চমী তৎপুরুষ, সপ্তমী তৎপুরুষ-প্রভৃতির বিধান পাওয়া যাইতেছে।

সেইরূপ এখানেও অধিক ও সম হইলে ব্রত হইবে। উন হইলে হইবেনা, এই নিষেধ পাওয়া যাইতেছে।

ইহাই "ইতর ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম" ইহা না থাকিলে বৈলক্ষণ্য ঘটেনা।

অথ ঋক্ষ প্রযুক্তানাং ব্রত কর্ত্তব্যতা যথা।
জয়াদীনাং চতসৃণাং তথাব্যক্তং নিরূপ্যতে॥

এই কারিকা দ্বারা জয়াদি চতুষ্টয়ের ব্রত কর্ত্তব্যতাই নিরূপিত হইয়াছে। "ভান্বর্কোদয়মারভ্য" ইত্যাদি চারিটী কারিকা ব্রতনিরূপক, তিথি ঘটিত উন্মীলন্যাদির ব্যাবর্ত্তক নহে।

যদি বা পূর্ব্ববর্ণিত তিথি ঘটিত উন্মীলন্যাদি মহাদ্বাদশীর নক্ষত্র ঘটিত জয়াদি মহাদ্বাদশী ব্যাবর্ত্তকরূপে পরিচায়ক হয় এবং তিথি ঘটিত অবস্থার সহিত নক্ষত্র-ঘটিত অবস্থার বৈলক্ষণ্যরূপে কারিকা সকল উক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কারিকানুযায়ী ব্রতই হইবে; যেহেতু "ভান্বর্কোদয়মারভ্য" ইত্যাদি কারিকায় "ব্রতৌচিতী" কিম্বা "সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং" ইত্যাদি কারিকায় "ব্রতাচরণযোগ্যতা" পদ রহিয়াছে।

গোপাল ভট্ট গোস্বামি পাদ ও সনাতন গোস্বামী পাদ নৃসিংহ পরিচর্য্যাদি দৃষ্টে জয়াদির উপবাসে এই নিয়ম করিয়াছেন।

অষ্ট মহাদ্বাদশী সম্বন্ধে নিবন্ধকারগণের মত

কৃষ্ণ দেবাচার্য্য নৃসিংহ-পরিচর্য্যায় জয়াদি ব্রতচতুষ্টয় সম্বন্ধে তিনটী প্রাচীন কারিকা প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে তিথি নক্ষত্রের নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা এই,—

কৃষ্ণদেবাচার্য্য কৃত নৃসিংহ পরিচর্য্যায়াং

অধুনা শুদ্ধা মপ্যেকাদশীং কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যা মেবোপবসেদিতি। তদপবাদেনাষ্টৌ মহাদ্বাদশ্যঃ প্রস্তূয়ন্তে।

প্রথমতঃ বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধা একাদশীর কর্ত্তব্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে, অধুনা কোনও শুদ্ধা একাদশীও পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে, এই অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধান উদ্দেশ করিয়া অষ্ট মহাদ্বাদশীর প্রস্তাব করা যাইতেছে।

তত্রৈব সংগ্রহঃ

এই বিষয়ে সংগ্রহ কারিকা সকল বলা যাইতেছে।

শুদ্ধং বৃদ্ধি মুপৈতি চেদ্ধরি দিনং
ভদ্রা ন সোন্মীলনী,
ভদ্রে বাভ্যধিকা ন হর্য্যহ রিয়ং
বঞ্জুল্যভিখ্যা সতী।
নন্দাদি ত্রিতয়াম্বয়েতু মহতী
সা ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী,
পূর্ণে পর্ব্বণি নির্গতে পরদিনে
স্যাৎ পক্ষবর্দ্ধন্যপি॥

কৃষ্ণাদেবাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা

অয়মর্থঃ। দশমীবেধ রহিতৈকাদশী পর দিনে কিয়ন্মাত্রা দৃশ্যতে, ন দ্বাদশী। সা তু উন্মীলনী মহাদ্বাদশী। দ্বাদশীমাত্র বৃদ্ধৌ বঞ্জুলী।

একাদশী-দ্বাদশী-ত্রয়োদশী-যোগে ত্রিস্পৃশা। ষষ্টি ঘটিকা ভূত্বা পূর্ণা যা অমা সা পরদিনে কিয়ন্মাত্রা বর্দ্ধতে, সা পক্ষবর্দ্ধনী।

টীকা সরলা। শুদ্ধং অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ রহিতং হরিদ্দিনং একাদশী। চেদ্যদি বৃদ্ধিং উপৈতি প্রাপ্নোতি, ন ভদ্রা, ন দ্বাদশী, তদা সা উন্মীলনী মহাদ্বাদশী। যদি ভদ্রা এব দ্বাদশী এব অভ্যধিকা বৰ্দ্ধিতা সতী ন হর্য্যহঃ ন একাদশী, তদা ইয়ং বঞ্জুল্যাভিখ্যা বঞ্জুলী নাম্নী মহাদ্বাদশী।

নন্দাদি ত্রিতয়াম্বয়েতু একাদশী-দ্বাদশী-ত্রয়োদশী যুক্তেতু সা ত্রিস্পৃশা মহতী দ্বাদশী। পৰ্ব্বণি অমাবস্যায়াং পূর্ণিমায়াঞ্চ পূর্ণে ষষ্টি দণ্ডাত্মকে ভূত্বা পরদিনে নির্গতে সতি পক্ষবৰ্দ্ধন্যপি মহাদ্বাদশী স্যাৎ। স্যাদিতি সৰ্ব্বত্রাম্বয়ঃ।

শুদ্ধ অর্থাৎ অরুণোদয়ে দশমী স্পর্শ শূন্য একাদশী যদি বৃদ্ধি হয় অথচ দ্বাদশী বৃদ্ধি না হয়, তবে তাহার নাম উন্মীলনী মহাদ্বাদশী। আর দ্বাদশী মাত্র বৃদ্ধি হয়, কিন্তু একাদশী বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ইহা বঞ্জুলী নামে মহাদ্বাদশী হয়।

নন্দাদি ত্রিতয় অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী একদিনে সংযুক্ত হইলে তাহার নাম ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা পূর্ণ অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ড হইয়া পরদিনে নির্গত হইলে তাহা পক্ষবৰ্দ্ধনী নামে মহাদ্বাদশী হয়।

আদিত্যেন জয়া, হ্যচ্যুতেন বিজয়া
　　　　পুষ্যেণ পাপাপহা,
রোহিণ্যাচ জয়ন্তিকাপি চতস্র
　　　　ঋক্ষং দিনাদের্ভবেৎ।
পূর্ণ ক্ষৌন মথাধিকঞ্চ হরিভা
　　　　ধিক্যেচ ভাস্তর্ভুজি,
ঋক্ষাধিক্য সমত্বয়ো স্তু দিনতঃ
　　　　প্রাগ্ভে চ পশ্চাদ্ব্রতং॥

কৃষ্ণদেবাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা

অয়মর্থঃ। পুনর্ব্বসুযোগে জয়া, শ্রবণাযোগে বিজয়া, পুষ্যাযোগে পাপনাশিনী, রোহিণীযোগে জয়ন্তী। এতাসু নক্ষত্র প্রযুক্তাসু চতসৃষু দ্বাদশীদিনে সূর্য্যোদয়া দারভ্য নক্ষত্রেণ ভবিতব্যং ন প্রাক্। হ্রাস বৃদ্ধি পর্য্যালোচনয়া নক্ষত্র ন্যূনত্ব সাম্যাধিক্যেষু সংস্বপি। রোহিণী শ্রবণৌ চেৎ ষষ্টি ঘটিকে ভূত্বা পারণ দিনে বৰ্দ্ধেতে, তদা নক্ষত্র মধ্যএব পারণং। যদা নক্ষত্র বৃদ্ধৌ সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি সাম্য মাধিক্যং বা ভজন্তে, তদা আসূর্য্যোদয়া দুপর্য্যেব বা নক্ষত্রেণ ভবিতব্য মিতি ন নিয়মঃ।

টীকা সরলা। নক্ষত্র নিয়ম মাহ। আদিত্যেন পুনর্ব্বসু নক্ষত্রেণ যোগে জয়া, অচ্যুতেন শ্রবণা নক্ষত্রেণ যোগে বিজয়া, পুষ্যেণ পুষ্যা নক্ষত্রেণ যোগে পাপহা পাপনাশিনী, রোহিণ্যা রোহিণী নক্ষত্রেণ যোগে জয়ন্তিকা জয়ন্তী অপি।

এতাসু নক্ষত্র প্রযুক্তাসু চতস্যৃষু জয়াদিষু দ্বাদশী দিনে দিনাদেঃ সূর্য্যোদয়া দারভ্য প্রবৃত্তং ঋক্ষং নক্ষত্রং হ্রাস-বৃদ্ধি পর্য্যালোচনয়া পূর্ণং সূর্য্যোদয়া দারভ্যা পর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তং ষষ্টিদণ্ডং কিম্বা উনং ষষ্টি দণ্ডা দ্ধীনং অথবা অধিকং ষষ্টি দণ্ডাদধিকং চ চেৎ, তদাব্রতং ভবেৎ।

হরিভাধিক্যে রোহিণী-শ্রবণা নক্ষত্র বর্দ্ধিতত্বে সতি ভান্তর্ভূক্তিঃ নক্ষত্র মধ্য এব পারণং, দিনতঃ প্রাক্ সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং অরুণোদয় মারভ্য ভে নক্ষত্রে চ প্রবৃত্তে সতি ঋক্ষাধিক্য-সমত্বয়ো স্ত ঋক্ষাণাং নক্ষত্রাণাং আধিক্য সমত্বয়োঃ সত্যোঃ আধিক্যে বর্দ্ধিতত্বে সমত্বে পূর্ণত্বে চ সতি পশ্চাৎ পূর্ণ নক্ষত্র দিনে দ্বাদশ্যাং ব্রতং ভবেৎ। নক্ষত্রাণি অপর সূর্য্যোদয়াৎ ঊনানি চেৎ ব্রতং, ন স্যাদিতি ভাবঃ।

পুনর্ব্বসু যোগে জয়া, শ্রবণা যোগে বিজয়া, পুষ্যা যোগে পাপনাশিনী ও রোহিণী যোগে জয়ন্তী হয়।

এই নক্ষত্র প্রযুক্ত জয়াদি চারিটীতে দ্বাদশী দিনে। নক্ষত্র সকল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে না হইয়া সূর্য্যোদয়ের সমকালে আরব্ধ হইয়া হ্রাস-বৃদ্ধি পর্য্যালোচনানুসারে পূর্ণ অর্থাৎ এক সূর্য্যোদয় হইতে আরব্ধ হইয়া অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ষষ্টি দণ্ড হইলে কিম্বা উন অর্থাৎ ষষ্টি দণ্ড হইতে কম হইলে অথবা ষষ্টি দণ্ড হইতে অধিক হইলে ব্রত হইবে।

রোহিণী এবং শ্রবণা নক্ষত্র বর্দ্ধিত হইলে নক্ষত্র মধ্যেই পারণ হইবে।

কিম্বা নক্ষত্র সকল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত হইলে সেই নক্ষত্র সকল পূর্ণ অর্থাৎ অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের সমান অথবা অধিক হইলে (কত অধিক তার নিয়ম নাই) পশ্চাৎ অর্থাৎ পূর্ণ নক্ষত্র দিনে দ্বাদশীতে ব্রত হইবে। নক্ষত্র সকল অপর সূর্য্যোদয়ের কম হইলে ব্রত হইবে না।

হিত্বা বৈষ্ণব মস্তসম্ব মিতরে
ঋক্ষেষু ভত্রা তিথে,
স্তত্রার্ব্বাগপি তৎপ্রথগুন ইহৈ
বাস্থি ব্রতং পারণং।

অন্তস্মিন্নধিকা তিথি র্যদি ভতো
ভান্তে হ্যন্তবৃদ্ধৌ তিথে ;
ন্নস্তঃ পারণকং ভবেদিতি মহা
ষ্টদ্বাদশী নির্ণয়ঃ ॥

কৃষ্ণদেবাচার্য্য কৃতব্যাখ্যা।

অয়মর্থঃ। শ্রবণা ব্যতিরিক্তেষু ত্রিষু নক্ষত্রেষু দ্বাদশ্যাঃ অস্তময় পর্য্যস্তস্তা ভবিতবৈব, শ্রবণে তু অস্তাৎ প্রাগপি সার্দ্ধযামা তুপরি দ্বাদশী সমাপ্তৌ তদহরে-বোপবাসঃ। পারণ দিনে নক্ষত্র তিথ্যো রনুবৃত্তৌ যদি তিথে রধিকং নক্ষত্রং, তর্হি তিথিমধ্য এব পারণং দ্বাদশী লঙ্ঘনস্য শতশো নিষিদ্ধত্বাৎ। তিথ্যাধিক্যেতু নক্ষত্র নষ্টে পারণং, ন প্রাক্। ইত্যেষ অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্ণয়ঃ।

টীকা সরলা। দ্বাদশী নিয়ম মাহ। বৈষ্ণবং শ্রবণা নক্ষত্রং হিত্বা ত্যক্ত্বা ইতরেষু ঋক্ষেষু নক্ষত্রেষু পুনর্ব্বসু-পুষ্যা-রোহিণীষু ভদ্রাতিথে দ্বাদশ্যাঃ অস্তসন্ধং সূর্য্যাস্তমন পর্য্যন্তত্বং অপেক্ষণং। তত্র শ্রবণেতু সূর্য্যাস্তময়াৎ অর্ব্বাগপি মধ্যেঽপি তৎপ্রথগুনে ('তস্যা দ্বাদশ্যাঃ প্রথগুনং যস্মিন অহনি)' দ্বাদশী প্রথগুনে সূর্য্যাস্তময়াৎ পূর্ব্বং সার্দ্ধযামাদুপরি দ্বাদশী পরিসমাপ্তৌ ইহৈব অহ্নি দিবসে ব্রতং ভবেৎ। অন্তস্মিন্ পরদিনে পারণং ভবেৎ।

যদি ভতো নক্ষত্রাৎ তিথি রধিকা স্যাৎ তদা ভান্তে নক্ষত্রান্তে পারণং। অন্তবৃদ্ধৌ নক্ষত্রবৃদ্ধৌ রোহিণী-শ্রবণাবৃদ্ধৌ তিথে দ্বাদশ্যাঃ অন্তর্ম্মধ্যে পারণকং দ্বাদশী মধ্যে এব পারণং ভবেৎ। ইতি মহাষ্ট দ্বাদশী নির্ণয়ঃ। অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্ণয়ঃ।

শ্রবণা ভিন্ন পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও রোহিণীতে দ্বাদশীর সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা অর্থাৎ দ্বাদশী সূর্য্যস্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিলে ব্রত হইবে, কম হইলে হইবেনা। শ্রবণাতে সূর্য্যাস্ত সময় মধ্যে দ্বাদশী খণ্ডিত হইলে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সার্দ্ধ যামের উপরে (দেড়প্রহরের অধিক) দ্বাদশী থাকিলে সেই দ্বাদশী দিনেই ব্রত হইবে।

দেড়প্রহরের কম হইলে হইবেনা। পরদিনে পারণ হইবে। পারণ দিনে তিথি নক্ষত্রের অনুবৃত্তি অর্থাৎ নির্গম হইলে যদি নক্ষত্র হইতে তিথি অধিক হয়, তবে নক্ষত্রান্তে পারণ হইবে। নক্ষত্র অর্থাৎ রোহিণী ও শ্রবণার বৃদ্ধি হইলে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ হইবে। দ্বাদশী লঙ্ঘনে শতশঃ অর্থাৎ বহু বহু দোষ শ্রুতি আছে।

দলপতি রাজও এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন।—নৃসিংহ প্রসাদ কালনির্ণয় সার প্রণেতা দলপতি রাজের মত প্রদর্শিত হইতেছে।

দলপতি অষ্ট মহাদ্বাদশীকে নিত্য বলেন,—গোস্বামিপাদ নিত্যতা বিষয়ে যে প্রমাণ দিয়াছেন, দলপতিও তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। দলপতি একাদশী ত্যাগ করিয়া অষ্ট মহাদ্বাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অষ্ট মহাদ্বাদশীতে দলপতি গোস্বামিপাদের অনুসরণ করিয়াছেন।

জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনীতে দলপতি যে নিয়ম বলিয়াছেন, তাহা এই ;—

নৃসিংহ প্রসাদ কাল নির্ণয় সারে

অত্র চতসৃষু দ্বাদশীষু সূর্য্যোদয়াদারভ্য নক্ষত্রাণি হ্রাস-বৃদ্ধিভ্যাং ন্যূনত্বং সাম্য-মাধিক্যং বা ভজন্তে, ন প্রাক্। সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি সাম্য-মাধিক্যং বা ভজন্তে, তদা ব্রতং স্যাৎ।

ত্রয়েষু পুষ্যা-পুনর্ব্বসু-রোহিণীষু দ্বাদশ্যা অস্তময় পর্য্যন্ততা অভিমতা। শ্রবণেতু সার্দ্ধ ত্রিযাম পর্য্যন্ততা অভিমতা।

এই জয়াদি চারিটী দ্বাদশীতে নক্ষত্র সকল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে নহে, সমকাল হইতে আরব্ধ হইয়া হ্রাস বৃদ্ধি ক্রমে ন্যূনত্ব, সমত্ব, কিম্বা অধিকত্বকে ভজন করে, আর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল সাম্য কিম্বা আধিক্যকে ভজন করে, তবেই ব্রত হইবে। কম হইলে হইবে না।

এই নক্ষত্র সকলের নিয়ম বলিয়া দ্বাদশীর নিয়ম বলিতেছেন।

পুষ্যা-পুনর্ব্বসু ও রোহিণীতে দ্বাদশী অস্তময় অর্থাৎ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকা আবশ্যক। আর শ্রবণাতে সার্দ্ধ ত্রিযাম (সাড়ে তিন প্রহর) পর্য্যন্ত থাকা আবশ্যক।

শ্রবণ-দ্বাদশ্যা স্তু বিশেষঃ। অল্প শ্রবণ যুক্ত-দ্বাদশী মহাদ্বাদশী এব। নক্ষত্র প্রযুক্তাসু চতসৃষু শ্রবণা-দ্বাদশী একা, কদাচিৎ বা একাদশী অসৌ দ্বাদশী। তত্র প্রমাণং

নারদীয়ে।

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং কচিৎ।
একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা॥ ইতি।
তত স্তা অষ্টৌ মহাদ্বাদশ্যঃ।

শ্রবণা-দ্বাদশীতে যে কিছু বিশেষ তাহা বলা যাইতেছে।

অল্প শ্রবণযুক্ত দ্বাদশী মহাদ্বাদশীই বটে। নক্ষত্র প্রযুক্ত এই জয়াদি চারিটী মহাদ্বাদশী মধ্যে শ্রবণা-দ্বাদশী একা, কোন সময়ে বা একাদশীই এই শ্রবণা দ্বাদশী তাহার প্রমাণ।

নারদীয়ে।

দ্বাদশীতে দিবারাত্রের যে কোন সময়েও যদি শ্রবণা নক্ষত্র না পায়, তাহা হইলে শ্রবণাযুক্ত একাদশী উপোষ্যা; সে পাপ নাশ করে। অতএব তাহারা অষ্ট মহাদ্বাদশী।

দ্বাদশীতে শ্রবণা না পাইয়া একাদশীতে শ্রবণা পাইলে একাদশীই অষ্ট মহাদ্বাদশী। একাদশীতে শ্রবণা না পাইয়া দ্বাদশীতে যে কোন সময়ে শ্রবণা পাইলে দ্বাদশীই অষ্ট মহাদ্বাদশী। উভয় দিনে দ্বাদশীতে শ্রবণা পাইলে প্রথম দিন প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হয়।

অষ্ট মহাদ্বাদশী নিত্য, একাদশীও নিত্য, উপর্য্যুপরি দুইটী নিত্যব্রত করা নিষিদ্ধ। একাদশীতে শ্রবণা না পাইয়া দ্বাদশীতে শ্রবণা পাইলে দ্বাদশীই উপোষ্যা একাদশী উপোষ্যা নহে।

দলপতি পারণে গোস্বামিপাদের অনুসরণ করিয়াছেন।

দলপতি-কালনির্ণয়কার রামচন্দ্র ভট্টাদির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

যদা শ্রবণৈকাদশ্যাং দ্বাদশীব্রতং প্রাপ্নোতি, তদা একাদশী ব্রতেন দ্বাদশীব্রতং সিদ্ধং তন্ত্রেণ। যদা একাদশী সম্পূর্ণা, তদা একাদশ্যাং পৃথগুপবাসঃ, শ্রবণ দ্বাদশ্যাঞ্চ পৃথগুপবাসঃ। ইতি কালনির্ণয়াদি কারা কাম্যবাদিনো রামচন্দ্র ভট্টাদয়ঃ।

যখন শ্রবণৈকাদশীতে দ্বাদশী ব্রত পাওয়া যায়, তখন সংক্ষেপে একাদশী ব্রত দ্বারাই দ্বাদশী ব্রত সিদ্ধ হয়।

যখন একাদশী সম্পূর্ণা হয়, সেই সময় একাদশীতে পৃথক্ উপবাস ও শ্রবণা দ্বাদশীতে পৃথক্ উপবাস হইবে। ইহা কালনির্ণয়াদিকার কাম্যবাদী রামচন্দ্র ভট্টাদিরা বলিয়াছেন।

রামচন্দ্র ভট্ট কালনির্ণয়ে অষ্ট মহাদ্বাদশীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অষ্ট মহাদ্বাদশী। উন্মীলনী। পূর্ণা একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশী দিনে নির্গত হইলে দ্বাদশী ত্রয়োদশী দিনে কলা কলার্দ্ধকাল থাকিলে অর্থাৎ পারণ মত্র

পাঠ করিয়া জলবিন্দু পান করিতে যে সময় লাগে সেই পর্য্যন্ত থাকিলে খণ্ডা উপোষ্য, পারণ যোগ্য কাল না থাকিলে পূর্ণা উপোষ্য।

পূর্ণাপেকাদশী ত্যাজ্যা বর্দ্ধতে দ্বিতয়ং যদি।
দ্বাদশ্যাং পারণা ঽলাভে পূর্বৈব পরি গৃহ্যতে॥

দ্বাদশী বৃদ্ধি হইলে বঞ্জুলী, অমা ও পূর্ণা বৃদ্ধি হইলে পক্ষবর্দ্ধনী হয়। বঞ্জুলী এবং পক্ষবর্দ্ধনী হইলে একাদশী এবং দ্বাদশী উভয়ই উপোষ্য। তিনি শ্রবণা দ্বাদশী ও বিজয়া মহাদ্বাদশীকে ভিন্ন না করিয়া এক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বাদশী ও শ্রবণার স্থিতিকালের নিয়ম বলেন নাই।

অথ শ্রবণা দ্বাদশ্যা স্ত দিতর মহাদ্বাদশীনাঞ্চ নির্ণয়ঃ

শ্রবণা দ্বাদশী এবং তদিতর মহাদ্বাদশী সকলের নির্ণয় করা যাইতেছে।

অত্র শ্রবণ দ্বাদশ্যাং অল্প শ্রবণ যোগে ঽপি দ্বাদশী প্রযুক্ত মুপবাসাদি ভবত্যেব।

তথাচ মাৎস্যে—

দ্বাদশী শ্রবণা যুক্তা কৃৎস্না পুণ্যতমা তিথিঃ।
নতু সা তেন যুক্তাচ তাবত্যেব প্রশস্যতে॥

শ্রবণা দ্বাদশীতে অল্প শ্রবণার যোগ হইলেও শ্রবণা দ্বাদশী প্রযুক্ত উপবাসাদি হইবেই।

প্রমাণ মৎস্যপুরাণে—

শ্রবণা যুক্ত সমস্ত দ্বাদশীতিথি অর্থাৎ সমস্ত দ্বাদশীর অহোরাত্রই পুণ্যতম, যে পর্য্যন্ত শ্রবণা যুক্ত দ্বাদশী থাকে, সেই পর্য্যন্তই যে পুণ্যতম তাহা নহে।

অথ বিদ্ধাধিকারা। দিনদ্বয়েঽপি শ্রবণা যোগে একাদশীযুতা গ্রাহ্যা।

নারদীয়ে—

সংস্পৃষ্টৈকাদশীং রাজন্ দ্বাদশীং যদি সংস্পৃশেৎ।
শ্রবণং জ্যোতিষাঞ্চৈব ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥

বিদ্ধাধিকার বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বদিন একাদশী যুক্ত দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ, পরদিন দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ অর্থাৎ শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী পরদিনে নির্গত হইয়াছে। তখন একাদশী যুক্ত গ্রাহ্য।

প্রমাণ নারদীয়ে—

হে রাজন! জ্যোতিষ্কের মধ্যে শ্রবণা যদি একাদশীকে স্পর্শ করিয়া দ্বাদশীকে স্পর্শ করে, তবে সে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ নষ্ট করে।

বৈষ্ণব মতে ইহা প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল।

শুদ্ধাধিকারা। দিনদ্বয়ে হপি শ্রবণা·যোগঃ স চ উত্তরদিন এব উদয়কালীন স্তদা উত্তরা গ্রাহ্যা।

নারদীয়ে—

উদয় ব্যাপিনী গ্রাহ্যা শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতে।

শুদ্ধাধিকার বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বদিন একাদশীর সহিত দ্বাদশীর যোগ হয় নাই, একাদশী ষষ্টিদণ্ড, পরদিনে নির্গত হয় নাই, সেই একাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইয়াছে।

পরদিন উদয়কালে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইয়াছে, দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমকালে প্রবৃত্ত, তখন পরদিন গ্রাহ্য।

প্রমাণ নারদীয়ে—

শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতে উদয়ব্যাপিনী দ্বাদশী গ্রাহ্য।

এই স্থলে রাত্রিতে দ্বাদশীর সহিত ত্রয়োদশীর যোগ হইলে শ্রবণা দ্বাদশী হইবে, যেহেতু শ্রবণা দ্বাদশীর পারণ ত্রয়োদশীতে বিহিত হইয়াছে। আর দ্বাদশী অপর সূর্য্যোদয়ের অধিক হইলে শ্রবণাযুক্ত বঞ্জুলী হইবে।

রামচন্দ্র ভট্ট শক্তাশক্তভেদে ব্যবস্থা করিয়া নারদীয় বচন ত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

যদা একাদশী শ্রবণা দ্বাদশ্যুপবাসো দিন ভেদেন প্রাপ্তঃ, তদা শক্তেন দ্বয় মপি কর্ত্তব্যং।

স্কান্দে—

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা॥
নম্থ, "পারণান্তং ব্রতং জ্ঞেয়ং ব্রতান্তে দ্বিজ-ভোজনং
অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্‌ব্রতান্তরং॥"

ইতি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরীয় বচনেন বিরোধো।

নৈবং "একাদশী মুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।

ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যা দুভয়ো র্দেবতা হরি" রিতি॥ ✔

ভবিষ্যোত্তরাৎ—

অশক্তেন তু শ্রবণ দ্বাদশ্যুপবাসঃ কর্ত্তব্যঃ।

তথাচ নারদীয়ে—

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাং।
একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্য সংশয়ং॥
বাজ পেয়ে তথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনো হপি দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বং ফল মবাপ্নোতি অস্নাতো হপ্যহুতোপি সন্॥
এব মেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ।
পূর্ব্ব বাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং।। ইতি॥

পূর্ব্বদিন একাদশী পরদিন শ্রবণা দ্বাদশী হইলে শক্ত ব্যক্তি দুই উপবাস করিবেন।

স্কন্দপুরাণে—

ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে মহাদ্বাদশী হয়। তাহাতে উপবাস করিলে মহা ফল হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে। "পারণের শেষ পর্য্যন্ত ব্রত, ব্রতান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন। পূর্ব্ব ব্রত সমাপ্ত না হইলে অন্য ব্রত করিবেই না।"

এই বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরীয় বচনের সহিত বিরোধ হয়, এই রূপ বলাও উচিত নহে, কারণ,

"একাদশীর উপবাস করিয়াই দ্বাদশীর উপবাস করিবে, ইহাতে বিধি লোপ হইবে না, যেহেতু উভয়ের দেবতাই হরি।"

ভবিষ্যোত্তরে এই বিধান আছে।

অশক্ত ব্যক্তি শ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস করিবে।

নারদীয়ে—

শ্রবণা নক্ষত্রযুক্তা পুণ্যা দ্বাদশীর উপবাস করিলে একাদশী সম্ভূত সমস্ত পুণ্যই মানবগণ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই।

বাজপেয় যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি কর্ম্মহীনই হউক, সকর্ম্মাই হউক, স্নাতই হউক, অস্নাতই হউক, হুতই হউক, অহুতই হউক সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিলে পূর্ব্ব বাসরজ (একাদশীর উপবাস জনিত) সমস্ত পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

যদা দ্বাদশ্যাং শ্রবণং নাস্তি, একাদশ্যা মেব শ্রবণং তদা একাদশী ব্রতং দ্বাদশী ব্রতস্তু তন্ত্রেণ।

তথাচ নারদীয়ে—

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং ক্বচিৎ।
একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা॥

যখন দ্বাদশীতে শ্রবণা না হইয়া কেবল একাদশীতেই শ্রবণা হয়, তখন একাদশী ব্রত এবং দ্বাদশী ব্রত তন্ত্রে অর্থাৎ সংক্ষেপে এক উপবাসেই সিদ্ধ হয়।

প্রমাণ নারদীয়ে—

দিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণা নক্ষত্র যদি দ্বাদশীতে না পায়, তাহা হইলে শ্রবণাযুক্ত একাদশীতেই উপবাস করিবে। এই একাদশী পাপঘ্নী।

ইহার পর বুধ যুক্ত শ্রবণা দ্বাদশীর প্রশংসা করিয়া উপসংহার করিয়াছেন।

যথা নারদীয়ে—

শ্রবণা দ্বাদশী যোগো বুধবারে ভবেদ্যদা।
অত্যন্ত মহতী জ্ঞেয়া দ্বাদশী সা প্রকীর্ত্তিতা॥ ইতি।

বুধবারে শ্রবণা ও দ্বাদশীর যোগ হইলে সেই দ্বাদশী অত্যন্ত মহতী হয়। ইতি।

শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণীতা। নক্ষত্র প্রযুক্তেতর মহাদ্বাদশীত্রয়ে সূর্য্যোদয়া দারভ্য দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তত্বং নক্ষত্রাণাং। অস্তময় পর্য্যন্তত্বং দ্বাদশ্যা অপেক্ষিতং।

শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণীত হইল। নক্ষত্র প্রযুক্ত অষ্ট মহাদ্বাদশী ত্রয়ে সূর্য্যোদয় কাল হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নক্ষত্র সকলের এবং অস্ত সময় পর্য্যন্ত দ্বাদশীর অপেক্ষা আছে। অস্তের পর দ্বাদশী থাকুক বা নাক্তি থাকুক, তাহার অপেক্ষা নাই।

বঞ্জুলী, পক্ষবর্দ্ধনী, শ্রবণা দ্বাদশী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী কাম্য। শক্তব্যক্তি একাদশী ও দ্বাদশী দুই উপবাস করিবেন।

"কাম্যং নিত্যস্য বাধকং।"

এই ন্যায়ানুসারে অশক্ত ব্যক্তি দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন। এই স্মার্ত্ত রামচন্দ্র ভট্টের মত। নির্ণয়সিন্ধুকারও অষ্ট মহাদ্বাদশীকে কাম্য বলিয়াছেন।

স্মার্ত্ত রামচন্দ্র ভট্ট কাম্যবাদী হইয়াও জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনীতে তিথি নক্ষত্রের নিয়ম বলিয়াছেন।

ব্রত নির্ণায়ক কারিকা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে।

প্রশ্ন। এই সমস্ত নিয়মের শাস্ত্র বা শাস্ত্রীয় যুক্তি কি? না থাকিলে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে কি রূপে?

প্রথম উত্তর। বার্ত্তিককার কুমারিল ভট্ট-পাদের কারিকা সকল সূত্রভাষ্যাদি-শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত। বর্ত্তমানে প্রায় পণ্ডিতগণই শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে পারেন না। অথচ সংহিতা পুরাণের ন্যায় কারিকাগুলি স্মার্ত্তগণ প্রমাণ করিয়া আসিতেছেন।

মাধবীয় কারিকা সকলও শাস্ত্র এবং যুক্তি সম্মত। মাধবীয় কারিকা-গুলিরও অধিকাংশই বর্ত্তমানে প্রায় পণ্ডিতগণই শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতে পারেন না। অথচ সংহিতা পুরাণের ন্যায় কারিকাগুলিকে স্মার্ত্তগণ প্রমাণ করিয়া আসিতেছেন।

এইরূপ নৃসিংহপরিচর্য্যা ধৃত প্রাচীন কারিকাগুলিও শাস্ত্র যুক্তি সম্মত। কৃষ্ণদেবাচার্য্য তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। কারিকা সকল শাস্ত্র যুক্তি সম্মত বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র।

বর্ত্তমানেও কোন পণ্ডিত ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ তিথি নক্ষত্রের নিয়মগুলি সংহিতা পুরাণের ন্যায় প্রমাণ করিয়া আসিতেছেন।

যদি ভট্ট-পাদের কারিকা ও মাধবীয় কারিকা শাস্ত্র যুক্তি সম্মত হয়, তবে নৃসিংহপরিচর্য্যা ধৃত প্রাচীন কারিকাগুলি শাস্ত্র যুক্তি সম্মত হইবে না কেন? যেরূপ ভট্ট-পাদের কারিকা, মাধবীয় কারিকা প্রমাণ, সেইরূপ নৃসিংহ পরিচর্য্যা ধৃত প্রাচীন কারিকাও প্রমাণ।

দ্বিতীয় উত্তর। যেখানে শাস্ত্র পাওয়া যায় না, সেইখানে বহু নিবন্ধকারের কল্পনাও শাস্ত্র।

দৃষ্টান্ত শুদ্ধিতত্ত্বে—

যাবদশৌচং তাবৎ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ।

যে পর্য্যন্ত অশৌচ, সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ অশৌচকাল মধ্যে দশটী পূরক পিণ্ড দান করিবে।

অবাগ্দত্তায়াঃ কন্যায়া একাহেন দশানাং পিণ্ডানাং দানানুরোধাৎ একাহাশৌচং সর্ব্বৈ নিবন্ধৃভিঃ কল্প্যতে।

তথাচ ঋষ্যশৃঙ্গঃ—

অপুত্রস্য চ যা পুত্রী সা পি পিণ্ড প্রদা ভবেৎ।
তস্য পিণ্ডান্ দশৈতান্ বা একাহেনৈব নির্ব্বপেৎ॥

অবাগ্দত্তা কন্যার একাহে দশ পিণ্ড দানের অনুরোধে সমস্ত নিবন্ধকারেরাই অবাগ্দত্তা কন্যার একাহ্ অশৌচ কল্পনা করিয়াছেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিয়াছেন,—

অপুত্রকের যে পুত্রী সেও পিণ্ডপ্রদা হয়, তার এই দশটী পূরক পিণ্ড এক দিনেই দিবে।

কৃত-চূড়কন্যা বাগ্দান পর্য্যন্তং একাহেন দশ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ। বাগ্দানোত্তরকালেতু ত্রিরাত্রেণেতি হারলতা প্রভৃতয়ঃ।

কৃত চূড়কন্যা বাগ্দান কাল পর্য্যন্ত একদিনে দশটী পূরকপিণ্ড দান করিবে। বাগ্দানের পর সময়ে তিন দিনে দশটী পিণ্ড দান করিবে। অবাগ্দত্তা কন্যার একাহ, বাগ্দত্তা কন্যার ত্রিরাত্র অশৌচ।

সেইরূপ—

এই জয়াদি মহাদ্বাদশী চতুষ্টয়ে তিথি নক্ষত্রের যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহা বহু নিবন্ধকারের কল্পিত।

নৃসিংহ পরিচর্য্যা ধৃত কারিকা প্রণেতা, নৃসিংহপরিচর্য্যা প্রণেতা কৃষ্ণদেবাচার্য্য, কালনির্ণয় প্রণেতা রামচন্দ্র ভট্ট, হরিভক্তিবিলাস প্রণেতা গোপাল ভট্ট গোস্বামীও সনাতন গোস্বামী, নৃসিংহপ্রসাদ কালনির্ণয়সার প্রণেতা দলপত্তিরাজ, এই সমস্ত বহু নিবন্ধকারের কল্পনাও শাস্ত্র।

তৃতীয় উত্তর। শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তৃতীয় উত্তর করা যাইতেছে,—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী, এই ব্রত চতুষ্টয় বিধেয় কর্ম্ম অর্থাৎ বিধি-প্রতিপাদ্য কর্ম্ম উপবাস। বিধেয় কর্ম্মমাত্রই বিধি, নিয়ম, এবং পরিসঙ্খ্যার অধীন হইবেই হইবে। জয়াদিতে বিধি এবং পরিসঙ্খ্যার বিষয় যাইবে না, তাহা অগ্রে প্রদর্শিত হইবে। জয়াদি নিয়মের অধীন, এখন জয়াদিতে নিয়ম নিবেশ করা যাইতেছে।

১ম যুক্তি। "সিদ্ধে সত্যারম্ভ বিধি নিয়মায়" ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে সিদ্ধ থাকিতে আরব্ধ হইলে নিয়ম হয়। যথা—

একাদশীযুক্ত শুক্লা দ্বাদশীতে পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্যা যোগে যথাক্রমে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী হয় এবং একাদশী স্পর্শশূন্য শুক্লা দ্বাদশীতে পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী ও পুষ্যাযোগে যথাক্রমে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী হয়।

একাদশীযুক্ত দ্বাদশী দ্বারা সিদ্ধ থাকিতে পুনরায় একাদশী স্পর্শ শূন্য দ্বাদশী দ্বারা আরব্ধ হইল বলিয়া নিয়ম করার আবশ্যক হইতেছে।

২য় যুক্তি। একাদশীর অহোরাত্রে শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী হইলে প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হয়। পরদিনে শ্রবণা ও দ্বাদশীর প্রায়ই নির্গম হয়। (১)

প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলের ন্যায় একাদশীর অহোরাত্রে দ্বাদশীর সহিত পুনর্ব্বসু রোহিণী এবং পুষ্যার যোগ হইলেও পরদিনে তিথি নক্ষত্রের প্রায়ই নির্গম হয়।

এইরূপ স্থলে একাদশীর উপবাসে তন্ত্রে অর্থাৎ সংক্ষেপে জয়াদির উপবাসও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে জয়াদি মহাদ্বাদশীর পৃথক্ নির্দ্দেশের সার্থকতা থাকে না, এই এক কারণ; একাদশীর ন্যায় অষ্ট মহাদ্বাদশীও পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট এবং নিত্য, অতএব পৃথক্ উপোষ্য, এই অন্য কারণ; ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—অষ্ট মহা-দ্বাদশীকেও একাদশী ব্রত বলা হইয়াছে, (২) এই অপর কারণ; এই তিনটী

---

(১) একাদশীর অহোরাত্রে শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া পরদিনে দিবা কিম্বা রাত্রিতে নিবৃত্ত হইলে পূর্ব্বদিন প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হয়। একাদশীর অহোরাত্রে শ্রবণা, দ্বাদশীকে স্পর্শ করিয়া সেইদিনে নিবৃত্ত হইলে এবং দ্বাদশী পরদিনে নির্গত হইলেও প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল হয়। এই জন্য প্রায় বলা হইয়াছে।

দ্বাদশীর নির্গম না হইয়া পরদিনে শ্রবণার নির্গম হইলে বা না হইলে দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল হয়। দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে দ্বাদশীর ক্ষয় হয়।

(২) বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা। ৪৮।৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কারণবশতঃ একাদশী স্পর্শ শূন্য দ্বাদশীতে নক্ষত্রযোগে জয়াদি চারিটী মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে। আবার নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে পারণের বিধানও রহিয়াছে। যথা—

ভবিষ্যোত্তরে—

তিথি নক্ষত্র সংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ।
তাবদেব ন ভোক্তব্যং যাব ন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ॥
বিশেষেণ মহীপাল! শ্রবণং বর্দ্ধতে যদি।
তিথিক্ষয়ে ন ভোক্তব্যং দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ॥

তিথি নক্ষত্র যোগে উপবাস হইলে যে পর্য্যন্ত একের ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ভোজন করিবে না। বিশেষতঃ শ্রবণা বর্দ্ধিত হইলে দ্বাদশীক্ষয়ে ভোজন করিবে না, দ্বাদশী মধ্যেই ভোজন করিবে, দ্বাদশী লঙ্ঘন করিবেই না।

"দ্বাদশীং নৈব লঙ্ঘয়েৎ" এই বাক্য দ্বারা শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশীতে পারণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা রহিয়াছে।

"একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থঃ অন্যত্রাপি পরিকল্প্যতে বাধকাভাবাৎ।"

এই ন্যায়ানুসারে পুনর্ব্বসু, রোহিণী, ও পুষ্যাযুক্ত দ্বাদশীতেও পারণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা স্বীকার্য্য, অর্থাৎ পুনর্ব্বসু, রোহিণী ও পুষ্যানক্ষত্র দ্বাদশী হইতে অধিক হইলে দ্বাদশীতেই পারণ করিবে।

তিথি নক্ষত্রের যোগমাত্রে উপবাস হইলে দ্বাদশীতে পারণ বিধান ব্যর্থ হয়, আর দ্বাদশীতে পারণ হইলে দ্বাদশীতে উপবাস বিধান ব্যর্থ হয়। পারণোপবাস শাঙ্কর্য্য লক্ষণ দোষ হয় বলিয়া নিয়ম করার আবশ্যক হইতেছে। "ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যাৎ" ইহার বিষয় দ্বাদশী ভিন্ন তিথিতে।

৩য় যুক্তি। বিধি, নিয়ম, পরিসঙ্খ্যা, এই তিন প্রকার প্রধান বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বিধেয় কর্ম্মমাত্রই ত্রিবিধ বিধির অন্তর্ভুক্ত।

জয়াদি বিধি হইবে না, যেহেতু অত্যন্ত অপ্রাপ্তি নাই। একাদশীযুক্ত দ্বাদশীতেও নক্ষত্রযোগে জয়াদি হইতে পারে, একাদশী স্পর্শশূন্য দ্বাদশীতেও নক্ষত্রযোগে জয়াদি হইতে পারে।

পরিসঙ্খ্যাও হইবে না, কারণ শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, অশ্রুতার্থের কল্পন, প্রাপ্তির বাধ ও অন্যাযোগব্যবচ্ছেদ থাকিলে পরিসঙ্খ্যা হয়, জয়াদিতে তাহা নাই। সুতরাং পারিশেষ্যক্রমে নিয়মই হইতেছে। নিয়মে শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, অশ্রুতার্থের কল্পন, এবং অন্যা যোগ ব্যবচ্ছেদ থাকে। জয়াদিতে তাহা আছে।

জয়াদিতে—তিথি নক্ষত্র যোগে ব্রত হয়, এই শ্রুতার্থের ত্যাগ ; সূর্য্যোদয়ের সমকালে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অধিক, সম ও উন হইলে ব্রত হইবে, আর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র সকল অহোরাত্রা-বচ্ছিন্ন-কালের সম ও অধিক হইলে ব্রত হইবে, উন হইলে হইবে না, এই নক্ষত্র নিয়ম এবং পুনর্ব্বসু, রোহিণী ও পুষ্যাতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকিলে আর শ্রবণাতে সার্দ্ধযামের উপরে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী পরিসমাপ্ত হইলেও ব্রত হইবে, এই তিথি নিয়ম, ইহাই অশ্রুতার্থের কল্পন। তাহাতে স্বাযোগ ব্যবচ্ছেদ এই,—স্বপদে তিথি নক্ষত্রের যোগ, তার অযোগের ব্যাবৃত্তি। সুতরাং তিথি নক্ষত্রের যোগ থাকা দেখা গেল।

অশ্রুতার্থের কল্পনেও তিথি নক্ষত্রের যোগ অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং নিয়মে ব্রহ্মপুরাণের বচন সমূহই প্রমাণ হইল।

জয়াদি চতুষ্টয়ে নিয়ম করাতেই নিয়মের প্রমাণ জন্য আর শাস্ত্র প্রদর্শনের আবশ্যক হইতেছে না।

ব্রহ্মপুরাণের বচন যথা—

দ্বাদশ্যান্তু সিতে পক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্ব্বসুঃ।
নাম্না সা তু জয়া খ্যাতা তিথীনা মুত্তমা তিথিঃ॥
যদাতু শুক্ল দ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথীনা মুত্তমা তিথিঃ॥
যদাতু শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপ হরা তিথিঃ॥
যদা তু শুক্ল দ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী॥ (১)

ইত্যাদি বচনসমূহই নিয়মেরও শাস্ত্র। এই নিয়মে নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে পারণের সার্থকতা থাকে, এবং নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে উপবাসেরও সার্থকতা থাকে।

পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের মীমাংসার শাস্ত্রীয় প্রমাণ না পাইলেই পণ্ডিতগণ নিয়ম কল্পনা করিয়া থাকেন। উপবাসেরও প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, পারণেরও প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি থাকায় "নিয়মঃ পাক্ষিকেসতি" এই লক্ষণেরও সঙ্গমন হইল। জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনীতে খণ্ডা একাদশী ত্যাগ।

(১) বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা ৪৫ পৃষ্ঠায় বচন সকলের অনুবাদ দেখিবেন।

"একাদশ্যাং নিরাহার" এই মন্ত্রেই অষ্ট মহাদ্বাদশীতে পারণ।

এখন শ্রবণা দ্বাদশী বলা যাইতেছে।

* ইতি শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টে অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্ণয়ো নাম পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ। *

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

শ্রবণা দ্বাদশী

শ্রবণা দ্বাদশী সম্বন্ধে পক্ষকৃত্যে এবং মাসকৃত্যে যে প্রভেদ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে

পক্ষকৃত্যে।—

সূর্য্যোদয় সময়ে প্রবৃত্ত শ্রবণা নক্ষত্র অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অধিক, সম ও ঊন হইলে, আর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত শ্রবণা-নক্ষত্র অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালের অধিক ও সম হইলে ব্রত হইবে। ঊন হইলে হইবে না। আর দ্বাদশী দেড় প্রহরের অধিক হইয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পরিসমাপ্ত হইলেও ব্রত হইবে। দেড় প্রহরের কম হইলে হইবে না। একাদশীতেই উপবাস হইবে। পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশী বা শ্রবণা দ্বাদশীর এই নিয়ম।

এখানে শ্রবণা যোগের আধিক্য দেখা যাইতেছে। মহাদ্বাদশী হইলে দ্বাদশীতেই উপবাস হইবে, একাদশীতে হইবে না।

মাস কৃত্যে—

মাস কৃত্যের—শ্রবণা দ্বাদশীতে শ্রবণা যোগের অল্পতা দেখা যাইতেছে।

কাল নির্ণয়ে—

অত্র শ্রবণ দ্বাদশ্যাং অল্প শ্রবণ যোগে হপি শ্রবণা দ্বাদশী প্রযুক্ত মুপবাসাদি ভবত্যেব।

শ্রবণা দ্বাদশীতে অল্প শ্রবণার যোগ হইলেও শ্রবণা দ্বাদশী প্রযুক্ত উপবাসাদি হবেই।

নৃসিংহ প্রসাদ কাল নির্ণয় সারে—

শ্রবণ দ্বাদশ্যান্ত বিশেষঃ। অল্প শ্রবণযুক্ত দ্বাদশী মহাদ্বাদশী এব।

শ্রবণা দ্বাদশীতে যে কিছু বিশেষ তাহা বলা যাইতেছে। অল্প শ্রবণ যুক্ত দ্বাদশী মহাদ্বাদশীই বটে।

মাসি ভাদ্র পদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশীজ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা॥

এই স্কান্ধ বচনে শ্রবণা দ্বাদশীকে মহাদ্বাদশী বলা হইয়াছে।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদা হসৌতু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা॥

এই যম বচনে শ্রবণা দ্বাদশীকে বিজয়া বলা হইয়াছে।

সুতরাং শ্রবণা দ্বাদশী ও বিজয়া মহাদ্বাদশী বটে।

গোস্বামি মতেও অল্প শ্রবণাযোগে মহাদ্বাদশীর উপবাস হয়।

হরিভক্তি বিলাসে শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে

অল্পো হপি অনয়ো র্যোগো ভবে ত্তিথি ভয়ো র্যদি।
উপাদেয়ঃ স এব স্যা দিতত্রোপবসেদ্ বুধঃ॥

তিথি নক্ষত্র অর্থাৎ দ্বাদশীও শ্রবণার অল্পযোগও যদি হয়, তবে তাহাই উপাদেয়, অর্থাৎ উপবাস যোগ্য। তাহাতেই উপবাস করিবে। "এব" শব্দ একাদশীর ব্যাবর্ত্তক।

প্রমাণ নারদীয়ে—

তিথি নক্ষত্রয়ো র্য্যোগা যদা চৈব নরাধিপ।
দ্বিকলো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্ট যামিকঃ॥

যে কোন সময়ে তিথি নক্ষত্রের (দ্বাদশীও শ্রবণার) দ্বিকল যোগও যদি লাভ হয়, তবে তাহাকে অষ্ট যামিক যোগ বলিয়া জানিবে। দুই কলাই

মালকৃত্যে,—অত্যল্প শ্রবণা যোগেও দ্বাদশীতে উপবাস হইবে, একাদশীতে হইবেনা। এই প্রভেদ।

মাসকৃত্যে দ্বিবিধ ভেদ

কাল নির্ণয়ে

শুদ্ধাধিকারা, দিনদ্বয়ে হ্পি শ্রবণা যোগঃ স চ উত্তর দিন এব উদয় কালীন স্তদা উত্তরা গ্রাহ্যা। পূর্ব্বদিন একাদশীর সহিত দ্বাদশীর যোগ হয় নাই, শ্রবণার যোগ হইয়াছে, পরদিন উদয়কালে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইয়াছে।

দ্বাদশী সূর্য্যোদয়ের সমকালে প্রবৃত্ত, তখন পরদিন গ্রাহ্য।

প্রমাণ নারদীয়ে—

উদয় ব্যাপিনী গ্রাহ্যা শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতে।

শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতে দ্বাদশী উদয় ব্যাপিনী গ্রাহ্য। সূর্য্যোদয় সমকালে প্রবৃত্ত দ্বাদশী সেই রাত্রিতে ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে শ্রবণা দ্বাদশী হইবে। দ্বাদশী অপর সূর্য্যোদয় বেধ করিলে বঞ্জুলী হইবে।

এই এক প্রকার শ্রবণাদ্বাদশী।

উত্তরাষাঢ়া সহ নির্গত দ্বাদশীতে দিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলেও শ্রবণাদ্বাদশী হইবে।

প্রমাণ হরিভক্তি বিলাস ধৃত নারদীয়ে—

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং কচিৎ।
একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণাঞ্চিতা॥ ১৫ বি ২৫৩
বৈষ্ণবং ঋক্ষং শ্রবণং। কচিদিতি। রাত্র্যাদৌ—
কস্মিংশ্চিৎ সময়ে হ্পীত্যর্থঃ। ইতি দিগ্দর্শনী। ২৫৩

দিবারাত্রির যে কোন সময়ে যদি দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র না পায়, তাহা হইলে শ্রবণাযুক্ত একাদশী উপোষ্য। দিবারাত্রির যে কোন সময়ে দ্বাদশীতে শ্রবণা পাইলে দ্বাদশীই উপোষ্য, একাদশী উপোষ্য নহে।

এই অন্যপ্রকার শ্রবণা দ্বাদশী।

শ্রবণা দ্বাদশীতে দ্বাদশী ক্ষয় হয়।

এখন প্রশ্ন এই,—শ্রবণা যোগ মাত্রে যদি দ্বাদশীতে উপবাস হয়, তবে পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশীর স্থল কোথায় থাকিবে?

পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশীর স্থল

উত্তর। শ্রাবণে, আশ্বিনে, মলভাদ্রে শ্রবণা দ্বাদশী হইবে না; এইরূপ স্থলে পক্ষকৃত্যের বিজয়ার সার্থকতা।

বিশুদ্ধভাবেও বিজয়ার স্থল রহিয়াছে। পূর্ব্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খল, পরদিন দ্বাদশী দেড়প্রহরের অধিক বা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আছে। শ্রবণা অপর সূর্য্যোদয় বেধ করিয়াছে। এইস্থলেও বিজয়ার সার্থকতা। বিজয়া বিষ্ণু শৃঙ্খলের উপমর্দ্দক।

বিষ্ণু শৃঙ্খলে উপবাস না হইয়া বিজয়ায় উপবাস হইবে।

শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত মীমাংসা। ১—১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সন্দেহ নিরাস

কেষাঞ্চি দুপমাভ্রান্তি রিব শব্দেৈব জায়তে।

কাহার কাহারও "ইব" শব্দ দেখিয়া উৎপ্রেক্ষা স্থলে উপমা ভ্রান্তি জন্মে।

সেইরূপ কাহার কাহারও হরিভক্তি বিলাসে শ্রবণাদ্বাদশী প্রকরণে স্মার্ত্তমত খণ্ডন প্রসঙ্গে দিগ্দর্শনীতে—

"বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ।"

এইস্থলে "মহাদ্বাদশীত্বেন" এইপদ দেখিয়া মাসকৃত্যের শ্রবণা দ্বাদশীতে পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশীর ভ্রম হয়। তাই তাহারা ব্যবস্থা করেন, "ভাস্করোদয়মারভ্য" ইত্যাদি লক্ষণ বিহিত শ্রবণাদ্বাদশী হইলেই উপবাস হইবে। অল্প শ্রবণার যোগে উপবাস হইবেনা। কারণ শ্রবণাদ্বাদশী মহাদ্বাদশী নহে।

"বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ।"

এইস্থলে কিন্তু শ্রবণাদ্বাদশীকেই মহাদ্বাদশী বলা হইয়াছে।

শ্রবণা দ্বাদশী যে বাচনিক মহাদ্বাদশী তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অল্প শ্রবণা যোগেও যে উপবাস হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর পক্ষ কৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশীর স্থলও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রবণা দ্বাদশীতে "ভাস্করোদয় মারভ্য" ইত্যাদি লক্ষণেরও যে সঙ্গতি হয় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

তিথি নক্ষত্রয়ো র্যোগো যদা চৈব নরাধিপ।
দ্বিকলো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্ট যামিকঃ॥

এইস্থলে দ্বিকলার অষ্ট যামিকতা স্বীকার দ্বারা অতিদেশ বলে শ্রবণা দ্বাদশীতেও "ভাস্করোদয়মারভ্য" ইত্যাদি লক্ষণেরও সঙ্গমন হইতেছে। শ্রবণা দ্বাদশী অতিদিষ্ট বিজয়া, তাহা পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশীর অন্তর্ভুক্ত।

"মহাদ্বাদশীত্বেন" পদ দেখিয়া যাহাদের মাসকৃত্যের শ্রবণা দ্বাদশীতে পক্ষকৃত্যের বিজয়া মহাদ্বাদশা ভ্রম জন্মে, সেই ভ্রম খণ্ডন করা গেল।

শ্রবণাদ্বাদশীর সম্বন্ধে আরও সমালোচনা করা যাইতেছে।

বিশুদ্ধ ভাদ্র ভিন্ন অন্য মাসে শ্রবণা দ্বাদশী হইলে একাদশীতে উপবাস

কালবিবেকে

ভবিষ্যোত্তরে—

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা ॥

ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণা যুক্ত হইলে তাহাকে মহাদ্বাদশী বলে। তাহাতে উপবাস করিলে মহাফল হয়।

অথ মাসান্তরে হপি শ্রাবণ শেষে আশ্বিনাদৌ বা যদা শ্রবণাযুক্তা দ্বাদশী, তদর্থ মাহ।

পুরাণে—

শ্রবণেন সিতা যত্র লভ্যতে দ্বাদশী কচিৎ।
উপোষ্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্যা মর্চ্চয়ে দ্ধরিং ॥

তথা মৎস্যপুরাণে—

দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষেতু নক্ষত্রং শ্রবণং যদি।
উপোষ্যৈকাদশীং তত্র দ্বাদশ্যা মর্চ্চয়ে দ্ধরিং ॥

নাত্র ভাদ্রে ইতি। যত্র কচি দিতি। ভাদ্র ব্যতিরেকেণাপীত্যাহ, তদা আশ্বিন এব সম্ভবতি শ্রাবণে বা নান্যেষু। *

তথা বিধায়া স্বৈকাদশ্যা মুপোষ্য দ্বাদশ্যা মর্চ্চন বিধানং। ভাদ্রপদেষু দ্বাদশ্যা মেবোপবাসঃ অর্চ্চনাদিকঞ্চ।

মাসান্তরে অর্থাৎ শ্রাবণের শেষে বা আশ্বিন মাসে যদি শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী হয়, তাহা হইলে পুরাণ বলেন,—

* মাসক্ষয়ে শ্রাবণে হইতে পারে। মাস বৃদ্ধিতে অর্থাৎ মলমাস হইলে আশ্বিনে হয়।

"শ্রবণাযুক্ত শুক্লাদ্বাদশী যদি কোন সময়ে অর্থাৎ শ্রাবণে বা আশ্বিন মাসে লাভ হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে হরিকে অর্চ্চনা করিবে।

শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে হরিকে অর্চ্চনা করিবে।"

এই বচন দুইটী ভাদ্রবিষয়ক নহে।

"যত্র কচিৎ" ইহার অর্থ ভাদ্র ভিন্ন আশ্বিন বা শ্রাবণ।

শ্রাবণে বা আশ্বিনে শ্রবণা দ্বাদশীর সম্ভাবনা আছে। শ্রাবণ মাসে বা আশ্বিন মাসে শ্রবণা দ্বাদশী হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে বামন পূজা করিবে। ভাদ্র মাসে শ্রবণা দ্বাদশী হইলে দ্বাদশীতেই উপবাস ও পূজা হইবে। ভাদ্রপদের ব্যাবৃত্তি স্থল শ্রাবণ ও আশ্বিন।

হেমাদ্রৌ পরিশেষ খণ্ডে কালনির্ণয়ে শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে

শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতবিচার রাত্রি শ্রবণা যোগেরও উপোষ্যত্ব

ভবিষ্যোত্তরে—

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
সর্ব্বকাম ফলা পুণ্যা উপবাসে মহাফলা॥
সঙ্গমে সরিতাং স্নাত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ।
সমগ্রং স মবাপ্নোতি দ্বাদশ দ্বাদশী ফলং॥

তথা—

দ্বাদশী শ্রবণোপেতা যদা ভবতি ভারতঃ
সঙ্গমে সরিতাং স্নাত্বা গঙ্গাদি স্নানজং ফলং।
সোপবাসঃ সমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী যে কোন সময়ে শ্রবণাযুক্ত হইলে পুণ্যা হয়, তাহাতে উপবাস করিলে মহাফল হয়। সে সমস্ত কামনার ফল দান করে। শ্রবণা দ্বাদশীতে উপোষিত মানব সমুদয় দ্বাদশ দ্বাদশীর ফল প্রাপ্ত হয়, নদী সঙ্গমে স্নান করিলে গঙ্গাদি স্নান জনিত ফল লাভ করে। ইহাতে কোন বিচার কর্ত্তব্য নহে।

যমঃ—

যদাচ শুক্ল দ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
নাম্না সা তু মহা পুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা ॥ *

স্কন্দপুরাণে—

মাসি ভাদ্র পদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহা ফলা ॥

যে কোন সময়ে শুক্লা দ্বাদশীতে যদি শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে বিজয়া বলে, তাহাকে মহাদ্বাদশী বলিয়াও জানিবে। সে মহা পুণ্যা, তাহাতে উপবাস করিলে মহাফল হয়।

হরিভক্তি বিলাসে। "তদা হ্যসৌতু" পাঠ দেখা যায়। যে কোন সময়ে দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে সেই সময় দ্বাদশী মহা পুণ্যা হয়। এই রূপ বলা যায় কি ? তদুত্তরে মাৎস্যবচন বলা যাইতেছে।

দ্বাদশী শ্রবণা যুক্তা কৃৎস্না পুণ্যতমা তিথিঃ।
নতু সা তেন যুক্তাচ তাবত্যেব প্রশস্যতে ॥

টীকা। শ্রবণা যুক্তা কৃৎস্না সর্ব্বা দ্বাদশী তিথিঃ দ্বাদশ্যহোরাত্রং পুণ্যতমা। তেন শ্রবণেন যুক্তা তাবতী এব দ্বাদশী নতু প্রশস্যতে, ন প্রশস্তা, ন পুণ্যতমা, যাবতী শ্রবণাযুক্তা ইত্যর্থঃ।

শ্রবণাযুক্ত সমস্ত দ্বাদশী তিথি অর্থাৎ সমস্ত দ্বাদশীর অহোরাত্রই পুণ্যতম। যে পর্য্যন্ত দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ থাকে, সেই পর্য্যন্তই যে প্রশস্ত অর্থাৎ পুণ্যতম, তাহা নহে। সামান্য নির্দ্দেশ থাকায় দিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলে সমস্ত অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালই পুণ্যতম।

"সা তিথি স্তদহোরাত্র" মিত্যাদি বচন দ্বারা খণ্ড তিথির অহোরাত্রত্ব কীর্ত্তন করা হইয়াছে। খণ্ড তিথিই অহোরাত্র ব্যাপিনী তিথি।

হেমাদ্রি কার শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতে শক্তাশক্ত ভেদে দুই উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, বিষ্ণু শৃঙ্খলে এক উপবাসের ব্যবস্থা।

যস্তু্পবাস দ্বয়া সমর্থঃ অস্বীকৃতৈকাদশীব্রতশ্চ স দ্বাদশ্যা মেবোপবসেৎ।

হরিভক্তিবিলাসে ১৫ বিলাসে ২৫২।

* যমশ্চ।

যদাচ শুক্ল দ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদা হ্যসৌতু মহা পুণ্যা দ্বাদশী বিজয়াস্মৃতা ॥

তথাচ নারদীয়ে—

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যা মিত্যাদি বচন ত্রয়ং।

যস্তূপবাস দ্বয় সমর্থস্তং প্রতি ভবিষ্যোত্তরে দিনদ্বয়ে হ্যুপ্যুপোষণং বিহিতং।

একাদশী মুপোষ্যৈব ইত্যাদি।

বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগেতু একস্মাদে বৌপবাসাৎ শ্রবণ দ্বাদশী ব্রতকার্য্য মেকাদশী ব্রতকার্য্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ সিদ্ধ্যতি।

অত্র কেচিদাহুঃ। যদাতু ভাবি দিন শেষে রাত্রৌ বা শ্রবণা যোগ স্তদা "প্রাতঃ সঙ্কল্পয়ে দ্বিদ্বা হুপবাস ব্রতাদিক"মিতি সঙ্কল্প যোগাভাবা দনুপোষ্যৈব সা তিথি রিতি, তদযুক্তং শ্রবণ যোগেন কৃৎস্ন তিথি পুণ্যত্বাভিধানাৎ। তেন যথা, ভীতেনাপি শ্রবণ যোগেন পুণ্যতা তথা ভাবিনাপি শ্রবণ যোগেন পুণ্যতা বিদ্যতে এব। তথাচ বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগেন অন্ত্যা মেকাদশ্যাং তৎক্ষণ মেব * দিবস পুণ্যত্বাৎ নানা দ্বাদশীব্রত গ্রহণ সঙ্কল্পঃ ক্রিয়তে। তথাচ নক্ষত্রোপবাসে অস্তময় সম্বন্ধিনো নক্ষত্রস্যোপোষ্যত্বাৎ তস্যচ প্রাত রপ্রাপ্তা বপি ব্রত গ্রহণ সঙ্কল্পশ্চ পূর্ণত্বাৎ † প্রাতরেব যুক্তঃ। ন চ তত্রাপি বিপ্রতিপত্তিঃ, সকলাহোরাত্র-পুণ্যত্বাভিধানাৎ। তস্মাৎ

"মুহূর্ত্ত মপ্যহোরাত্রে যস্মিন্ যুক্তং হি লভ্যতে।

অষ্টম্যাং রোহিণী ঋক্ষং তাং সুপুণ্যা মুপাবসেৎ॥"

ইত্যনেন ন্যায়েন শ্রবণা যোগ মাত্রেণ দ্বাদশ্যপি।

মুদ্রিত পুস্তক ২৯৭ পৃষ্ঠা।

হেমাদ্রিকার পর মত নিরাস করিয়া স্বমত স্থাপন করিতেছেন।

"কেহ কেহ বলেন, যদি ভাবি দিন শেষে বা রাত্রিতে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হয়, তাহা হইলে "প্রাতঃ সঙ্কল্পয়েদ্বিদ্বানুপবাস ব্রতাদিকং।"

পণ্ডিতগণ উপবাস ব্রতাদিতে প্রাতঃকালে সঙ্কল্প করিবেন।"

ইত্যাদি বচনানুসারে সঙ্কল্প যোগের অভাব হেতু সেই শ্রবণা দ্বাদশী উপোষ্য নহে।" ইহা অযুক্ত, যে হেতু শ্রবণাযোগে কৃৎস্ন অর্থাৎ সমস্ত দ্বাদশী তিথির অর্থাৎ সমস্ত দ্বাদশীর অহোরাত্রের পুণ্যত্ব কথিত হইয়াছে।

---

* তৎক্ষণ মেব প্রাতরেব।

† তিথিতত্ত্বে। বৌধায়ন মার্কণ্ডেয়ৌ। মুদ্রিত পুস্তক ৯০ পৃষ্ঠা

তন্নক্ষত্র মহোরাত্রং যস্মি স্তং গতোরবিঃ॥

খণ্ড নক্ষত্রই অহোরাত্রব্যাপী নক্ষত্র। খণ্ড নক্ষত্রকেই পূর্ণ নক্ষত্র বলা হইয়াছে।

তদ্দ্বারা অতীত শ্রবণাযোগেরও যেমন পুণ্যতা, তেমন ভাবি শ্রবণাযোগেরও পুণ্যতা আছেই। দৃষ্টান্ত—

বিষ্ণু শৃঙ্খল যোগে যেমন দিবসের পুণ্যত্ব হেতু এই একাদশীতে তৎক্ষণেই অর্থাৎ প্রাতঃকালেই নানা-দ্বাদশী ব্রত গ্রহণ সঙ্কল্প করা হয়। আর যেমন নক্ষত্রোপবাসে অন্তময় সম্বন্ধী নক্ষত্রের উপোষ্যত্ব হেতু তারও প্রাতঃকালে অপ্রাপ্তিতেও ব্রত গ্রহণ সঙ্কল্পটী পূর্ণত্বহেতু প্রাতঃকালেই করা হয়, তাহা উচিত।

তাহাতেও কোন বিপ্রতিপত্তি বা অসঙ্গতি নাই; কারণ সমস্ত অহোরাত্রেরই পুণ্যত্ব কথিত হইয়াছে। অতএব—

"জন্মাষ্টমীর যে অহোরাত্রে মুহূর্ত্তও রোহিণী নক্ষত্র লাভ হয়, সেই পুণ্য জন্মাষ্টমীতেই উপবাস করিবে।"

এই ন্যায়ানুসারে দিবাতে হউক বা রাত্রিতেই হউক শ্রবণাযোগ মাত্রে দ্বাদশীও উপোষ্য।

"যদিন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং কচিৎ।"

এই নারদীয় বচনে "কচিৎ" পদের প্রয়োগ থাকায়—

"তিথি নক্ষয়ো র্যোগো যদা চৈব নরা ধিপ!"

এই নারদীয় বচনে "যদা" পদের প্রয়োগ থাকায়—

"দ্বাদশী শ্রবণো পেতা যদা ভবতি ভারত।"

এই ভবিষ্যোত্তর বচনে "যদা" পদের প্রয়োগ থাকায়।

এবং

"যদাচ শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।"

এই যম বচনে "যদা" পদের প্রয়োগ থাকায় "দিবারাত্রির যে কোন সময়" এই অর্থ লাভ হইয়াছে।

অপর কেহ কেহ বলেন, উত্তরাষাঢ়া যুক্ত দ্বাদশীতে দিবাভাগে শ্রবণার যোগ হইলে ব্রত হইবে, রাত্রিতে হইলে হইবেনা।

কাশীরাম কৃত টীকায়াং কালমাধবধৃত নারদীয়ে—

দিবাভাগে যদাতু স্যাদ্দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
সর্ব্বসৌখ্যকরী ধন্যা সৈবোপোষ্যা সদা তিথিঃ॥

দিবা শব্দ সূর্য্যাধিকরণাবচ্ছিন্ন-কালপর।

যদি দিবা অর্থাৎ সূর্য্যাধিকরণাবচ্ছিন্ন-কালের ভাগে অর্থাৎ অংশে সর্ব্ব সৌখ্যকরীও ধন্যা শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী হয়, তবে সদা সেই তিথিই উপোষ্য। এই মত সঙ্গত নহে ; কারণ,—

"যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং কচিৎ।"

এই নারদীয় বচনে "কচিৎ" পদের উপাদান থাকায়,

"তিথি নক্ষত্রয়োর্যোগো যদা চৈব নরাধিপ !"

এই নারদীয় বচনে "যদা" পদের উপাদান থাকায়

"দ্বাদশী শ্রবণোপেতা যদা ভবতি ভারত।"

এই ভবিষ্যোত্তর বচনে "যদা" পদের উপাদান থাকায়

এবং

"যদাচ শুক্ল দ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।"

এই যম বচনে "যদা" পদের উপাদান থাকায়

"দিবাভাগে যদাতুস্যাৎ" ইত্যাদি বচনের "যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষমিতি, তিথি নক্ষত্রয়োর্যোগ ইতি, দ্বাদশী শ্রবণোপেতাইতি, যদাচ শুক্লদ্বাদশ্যা মিত্যাদি" বচন চতুষ্টয়ের সহিত এক বাক্যতা করিয়া এইস্থলে দিবাশব্দের সাবনদিন * পর অর্থাৎ অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কাল পর অর্থের গ্রহণ। সূর্য্যাধিকরণাবচ্ছিন্ন-কাল পর অর্থ নহে।

ব্যাপকার্থের প্রাপ্তিতে সঙ্কোচার্থের গ্রহণ উচিত নহে।

একবচন বলে বহুবচনের ব্যাপকার্থ সঙ্কোচ করা গৌরব। বহুবচন বলে একবচনের সঙ্কোচার্থকে ব্যাপক করা লাঘব।

"বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বং।"

এই ন্যায়ানুসারে বহুর মত গ্রাহ্য।

সুতরাং অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কাল পর অর্থই সঙ্গত।

দিবাভাগে অর্থাৎ অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন-কালের অংশে অর্থাৎ দিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণা যুক্ত দ্বাদশী হইলে সর্ব্বসৌখ্যকরী এবং ধন্যা সেই তিথিই সদা উপোষ্য।"

এই অর্থ যুক্তিযুক্ত।—

"দিবাভাগে যদাতু স্যাৎ" এই বচনটী কালমাধবে নাই।

---

* উদয়া দোদয়া ভানো র্ভৌম সাবন বাসরাঃ।

কালমাধবে যে এই বচনটী নাই, তাহা কালমাধবের ব্যবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়। কালমাধবে দ্বিতীয়াদি প্রকরণে একাদশী নির্ণয়ে একাদশী নিয়মে—

"যদা দ্বাদশ্যাং শ্রবণ নক্ষত্রং ভবেৎ। তদা শুদ্ধৈকাদশী মপি পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যা মেবোপবসেৎ। মুদ্রিত পুস্তক ২৭১ পৃষ্ঠা

যদি দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তবে কেবল যে বিদ্ধা ত্যাজ্য তাহা নহে, শুদ্ধৈকাদশীকেও ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে।

'এব'শব্দ একাদশীর ব্যাবর্ত্তক।"

প্রমাণ নারদীয়ে—

শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
তয়ো রেবোপবাসশ্চ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং ॥ *

শুক্লা কিম্বা কৃষ্ণা দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলে তাহাতেই উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

"তয়োরেব" এই "এব"শব্দ একাদশীর ব্যাবর্ত্তক। একাদশীতে উপবাস করিবে না, ইহা লাভ হইল।

শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।

ইত্যাদি বচনে দিবারাত্রির বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকায় দিবারাত্রের যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলেই ব্রত হইবে, ইহা উপলব্ধি হইল।

যদি কালমাধবে, "দিবাভাগে যদা তু স্যাৎ" ইত্যাদি বচন থাকিত, তাহা হইলে "যদা দিবাভাগে দ্বাদশ্যাং শ্রবণ নক্ষত্রং ভবেৎ। তদা শুদ্ধৈকাদশী মপি পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যা মেবোপবসেৎ।"

এইরূপ ব্যবস্থা কালমাধকার করিতেন। এইরূপ ব্যবস্থা না করিয়া যখন "যদা দ্বাদশ্যাং শ্রবণ নক্ষত্রং ভবেৎ, তদা শুদ্ধৈকাদশী মপি পরিত্যজ্য দ্বাদশী-মেবোপবসেৎ।" মুদ্রিত পুস্তক ২৭১ পৃষ্ঠা

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে কালমাধবে এই বচন নাই। কালমাধবের ব্যবস্থায় "যদা" শব্দের প্রয়োগ থাকায়, দিবারাত্রির যে কোন সময়ে, এই অর্থ লাভ হইল।

অন্যান্য নিবন্ধগ্রন্থ সমূহে অর্থাৎ হেমাদ্রি, নির্ণয়ামৃত, নির্ণয়সিন্ধু,

* কৃষ্ণাদ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ কদাচিৎ মল মাসে হইতে পারে।

কালবিবেক, তিথিবিবেক, কালনির্ণয়, তিথিতত্ত্ব, নৃসিংহপ্রসাদ কালনির্ণয়সার, নৃসিংহ পরিচর্য্যা, হরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি নিবন্ধ গ্রন্থেও—

"দিবাভাগে যদা তু স্যাদ্দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
সর্ব্বসৌখ্যকরীধন্যা সৈবোপোষ্যা সদা তিথিঃ॥

এই বচনটী নাই। সুতরাং, বচনটী অমূলক বলিয়া বোধহয়।

যাহারা রাত্রিতে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ হইলে "শ্রবণা দ্বাদশী" হয় না, এইরূপ বলেন তাহাদের মত নিরাস করা গেল।

যাহারা "উত্তরাষাঢ়াযুক্ত দ্বাদশীতে দিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলে মহাদ্বাদশী হয় না, এইরূপ বলেন, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই মত খণ্ডন করা যাইতেছে।

জন্মাষ্টমী প্রকরণে

স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তয়োঃ—

সপ্তমী সহিতাষ্টম্যাং ভূত্বা ঋক্ষং দ্বিজোত্তম।
প্রাজাপত্যং দ্বিতীয়েঽহ্নি মুহূর্ত্তার্দ্ধং ভবেদ্ যদি॥
তদষ্ট যামিকং জ্ঞেয়ং প্রোক্তং ব্যাসাদিভিঃ পুরা।
মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা সা সপূর্ণাষ্টমী স্মৃতা॥

রোহিণী নক্ষত্র সপ্তমীস্পৃষ্ট অষ্টমীতে সংযুক্ত হইয়া পরদিনে মুহূর্ত্তার্দ্ধও যদি থাকে, তবে সেই খণ্ডাকে অষ্টযামিক বলিয়াই জানিবে। ব্যাসাদি মুনিগণ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। রোহিণী মুহূর্ত্তযুক্ত হইলেও সেই খণ্ডাষ্টমীকে পূর্ণাষ্টমী বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

এই স্থলে মুহূর্ত্ত এবং মুহূর্ত্তার্দ্ধ কালকেও "পূর্ণ অর্থাৎ অহোরাত্রব্যাপী" বলা হইয়াছে। ইহা অতিদেশ।

পদ্মপুরাণে নবমীক্ষয়ে—

পূর্ব্ব বিদ্ধাষ্টমী যাতু উদয়ে নবমী দিনে।
মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী ভবেৎ॥
কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাপি যদা কৃষ্ণাষ্টমী তিথিঃ।
নবম্যাং সৈব গ্রাহ্যা স্যাৎ সপ্তমী সংযুতা নহি॥

সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী নবমী দিন প্রাতে যদি মুহূর্ত্তকালও নবমীযুক্ত হয়, তবে

তাহাই সম্পূর্ণাষ্টমী হইবে। কৃষ্ণাষ্টমী তিথি যদি কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্ত কালও নবমী দিনে থাকে, তবে সেই গ্রাহ্য, সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী গ্রাহ্য নহে। *

এইস্থলে কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্ত কালকেও সম্পূর্ণ বলা হইয়াছে। ইহা অতিদেশ।

সেইরূপ এইস্থলেও—

"তিথি নক্ষয়ো র্যোগো যদা চৈব নরাধিপ !
দ্বিকল্পা যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্ট যামিকঃ ॥"

দিবা রাত্রির যে কোন সময়ে দ্বাদশী ও শ্রবণার দুই কলার যোগও যদি হয়, তবে তাহাকে অষ্ট যামিক অর্থাৎ অহোরাত্রব্যাপী যোগ বলিয়া জানিবে। ইহাও অতিদেশ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সা তিথি স্তদহোরাত্র মিত্যনেন খণ্ডতিথে রহোরাত্রত্ব কীর্ত্তন মহোরাত্র সাধ্যোপবাসাদি কর্ম্মর্হত্বার্থং। ইতি তিথিতত্ত্বং।

"সেই খণ্ড তিথিই সেই অহোরাত্র" ইত্যাদি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরীয় বচন দ্বারা অহোরাত্র সাধ্য উপবাসাদি কর্ম্মের যোগ্যতার জন্য খণ্ডতিথির অহোরাত্রত্ব কীর্ত্তন। খণ্ডতিথিই অহোরাত্র ব্যাপিনী তিথি। ইহাই অতিদেশ।

দৃষ্টান্ত

যেমন একদিন একাদশী দুই দণ্ড, সেই দুই দণ্ড কালই যে উপবাস করিতে হইবে, তাহা নহে। সমস্ত অহোরাত্র ব্যাপিয়াই উপবাস করিতে হইবে। ইহাই অতিদেশ।

অতিদেশ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, অতিদেশ স্বীকার করিতেই হইবে।

* যাহারা "উত্তরাষাঢ়াযুক্ত দ্বাদশীতে শ্রবণা যোগে মহাদ্বাদশী হয় না" এইরূপ বলেন, তাহাদের মত খণ্ডিত হইল।

শ্রবণা দ্বাদশী অতিদিষ্ট বিজয়া মহাদ্বাদশী। শ্রবণা অহোরাত্রব্যাপিনী হইলে দ্বাদশী দেড় প্রহরের অধিক থাকিলে প্রকৃত বিজয়া বা লাক্ষণিক বিজয়া হয়। শ্রবণা দ্বাদশীতে তাহারই অতিদেশ জানিবেন।

শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসা। ১—২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশীমিশ্রিত একাদশী এবং একাদশী ক্ষয়ে যে শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস, তাহা অতিদেশ বলে একাদশীরই উপবাস।

এই নিমিত্ত,—

"একাদশ্যাং নিরাহারঃ" ইত্যাদি পারণ মন্ত্রে তাহার পারণ হয়।

এখন স্মার্ত্তমত নিরাস করা যাইতেছে।

হরিভক্তি বিলাসে জন্মাষ্টমী প্রকরণে

কেষাঞ্চিন্মতে শ্রবণ দ্বাদশ্যাং শ্রীবামনদেব প্রাদুর্ভাবাপেক্ষয়া শ্রবণান্তে ঽপি ন পারণং। কিন্তু তদহোরাত্রান্ত এব। অতএব সমর্থানা মুপবাস দ্বয়ং। এতচ্চাগ্রে-ব্যক্তং ভাবি। ১৫বি ১৮৪।

কোন কোন স্মার্ত্ত বলেন—শ্রবণা দ্বাদশীতে বামনদেবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া শ্রবণান্তেও পারণ হইবে না, কিন্তু সেই সেই অহোরাত্রান্তে পারণ হইবে।

অতএব সমর্থের উপবাস দ্বয়, অসমর্থের দ্বাদশীতে উপবাস। ইহাদের মতে শ্রবণাও দ্বাদশী পারণ দিনে দিবায় নিবৃত্ত হইলেও উপবাসদ্বয়, অসমর্থের দ্বাদশীতে উপবাস হইবে। ইহা অগ্রে শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে প্রকাশ পাবে।

অন্য স্মার্ত্তেরা বলেন,—

পারণাহেতু দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণায়াশ্চ বৃদ্ধিতঃ।
রাত্রৌতু পারণাভাবাদ্ যুক্তং কর্ত্তুংব্রতদ্বয়ং॥

বিষ্ণু শৃঙ্খলের পারণ দিনে শ্রবণা ও দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিতে নির্গত হইলে রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ বলিয়া শক্তের দুইটী উপবাস, অশক্তের দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

অপর স্মার্ত্তেরা বলেন,—

বিষ্ণু শৃঙ্খলকে ঽপি স্যাদ্ বৃত্তি নিশি পরত্র চেৎ।
যদা ধিক্যা ত্তিথিভয়োঃ শক্তঃ কুর্য্যাদ্ ব্রতদ্বয়ং॥
পারণায়া অনৌচিত্যা ত্তাবত্যাং নিশি চেত্তবেৎ।
অশক্ত স্তুত্তরং কুর্য্যাদেযাগস্যৈবাস্য গৌরবাৎ॥

শ্রবণা দ্বাদশীর ন্যায় প্রথম বিষ্ণু শৃঙ্খলেও পারণ দিনে শ্রবণা ও দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিতে প্রবিষ্ট হইলে, রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ বলিয়া শক্ত ব্যক্তি দুই উপবাস ও অশক্ত ব্যক্তি শ্রবণা দ্বাদশীর গুরুত্ব হেতু দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

উপরোক্ত শক্তাশক্ত ভেদে দুই উপবাস ও এক উপবাসের ব্যবস্থা অযুক্ত, তাহার কারণ বিষ্ণু শৃঙ্খলের পরদিনে শ্রবণা ও দ্বাদশীতে পারণের বিধান। তিথি নক্ষত্র তিন প্রহরের উর্দ্ধে গমন করিলে প্রাতে পারণ, এবং তিথি নক্ষত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিতে অবস্থিতি করিলে দিনেই পারণের বিধান বিহিত হইয়াছে।

শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসা—৩৭—৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অতিদেশের লক্ষণ শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসার ২৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন।

বৈষ্ণব মতে সার ব্যবস্থা

শ্রবণা পূর্ব্বদিন একাদশীকে স্পর্শ করিয়া পরদিন উদয় সময়ে প্রবৃত্ত-দ্বাদশী ত্রয়োদশীর সহিত মিলিত হইলে সেই দ্বাদশীতে শ্রবণা প্রবেশ করিলে একাদশীতে উপবাস না করিয়া শ্রবণা-দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

দ্বাদশীতে দিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণা না পাইয়া একাদশীতে শ্রবণা পাইলে শ্রবণৈকাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিবে। শ্রবণৈকাদশী শ্রবণা দ্বাদশী রূপেও উপোষ্য। উত্তরাষাঢ়াযুক্ত দ্বাদশীতে দিবারাত্রির যে কোন সময়ে শ্রবণার যোগ হইলে দ্বাদশী, ত্রয়োদশীতে মিলিত হইলে শ্রবণা দ্বাদশী হইবে, একাদশীতে উপবাস করিবে না, দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে।

দ্বাদশী যুক্ত একাদশীতে শ্রবণা প্রবিষ্ট হইয়া সেই রাত্রিতে নিবৃত্ত হইলে পরদিন দ্বাদশীতে পারণ হইবে।

অথবা একাদশীর অহোরাত্রে শ্রবণা দ্বাদশীর সহিত মিলিত হইয়া পরদিনে দ্বাদশীও শ্রবণা নির্গত হইয়া দিবা কিম্বা রাত্রিতে নিবৃত্ত হইলে পূর্ব্বদিন বিষ্ণু শৃঙ্খলে উপবাস, পরদিন শ্রবণা দ্বাদশীতে পারণ হইবে। কিন্তু শ্রবণা কম হইলে শ্রবণান্তে দ্বাদশীতে পারণ আর শ্রবণা অধিক হইলে শ্রবণা মধ্যে দ্বাদশীতে পারণ হইবে। শ্রবণাও দ্বাদশী রাত্রিতে প্রবিষ্ট হইলে দিনেই পূর্ব্বাহ্নে পারণ হইবে।

"একাদশ্যাং নিরাহার" এই মন্ত্রেই শ্রবণাদ্বাদশীতে পারণ।

এখন জন্মাষ্টমী বলা যাইতেছে।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধিকাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রতমীমাংসা পরিশিষ্টে শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণয়ো নাম ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

জন্মাষ্টমী

জয়ন্তী বা জন্মাষ্টমীর নিত্যতা

স্কান্দে—

নকরোতি যদা বিষ্ণো র্জয়ন্তী সংজ্ঞকং ব্রতং।
যমস্য বশ মাপন্নঃ সহতে নারকীং ব্যথাং॥

যে বিষ্ণুর জয়ন্তী সংজ্ঞক ব্রত না করে, সে যমের বশীভূত হইয়া নরক যাতনা সহ্য করে।

ভবিষ্যে—

তুষ্ট্যর্থং দেবকীসূনো র্জয়ন্তী সংজ্ঞকং ব্রতং।
কর্ত্তব্যং চিন্ত্যমানৈশ্চ ভক্ত্যা ভক্ত জনৈ রিহ॥
অকুর্ব্ব ন্নিরয়ং যাতি যাবদিন্দ্রা শ্চতুর্দ্দশ॥

চিন্তাশীল ভক্তজন ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষের নিমিত্ত জয়ন্তী নামক ব্রত করিবে। না করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত নরক ভোগ করিবে।

বিষ্ণুরহস্যে—

জন্মাষ্টমী দিনে প্রাপ্তে যেন ভুক্তং দ্বিজোত্তম!
ত্রৈলোক্য সম্ভবং পাপং ভুক্ত মেব ন সংশয়ঃ॥

হে দ্বিজোত্তম! জন্মাষ্টমী দিন সমাগত হইলে যে ব্যক্তি ঐ দিনে ভোজন করে, সে ত্রিলোকোদ্ভব সমস্ত পাপের আশ্রয় যে—সেই অন্ন, তাহা ভোজন করে, ইহাতে সংশয় নাই।

জন্মাষ্টমী নিত্য, সে প্রতি বৎসর হইবে, জয়ন্তীও নিত্য সেও জন্মাষ্টমীর ন্যায় প্রতিবৎসর হইতে পারে বটে, কিন্তু হয়না। কারণ, অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগও প্রতিবৎসরই হইতেছেনা, যে বৎসর রোহিণীর যোগ না হয়, সেই বৎসর জয়ন্তী হইতে পারেনা, সুতরাং নিত্যতাও থাকিতে পারেনা বটে, কিন্তু যখন

জয়ন্তীকে নিত্য বলা হইয়াছে তখন 'জয়ন্তী' শব্দ যৌগিক নহে, যোগরূঢ়। রোহিণীযোগে জয় এবং পুণ্য করেন বলিয়া জন্মাষ্টমীরই জয়ন্তী নাম।

এইস্থলে 'জয়ন্তী' শব্দ জন্মাষ্টমীতে রূঢ়।

কালমাধবে—

"জন্মাষ্টমী জয়ন্তী শব্দাভ্যাং ব্যবহ্রিয়মাণং ব্রত মেক মেব। জন্মাষ্টমী মাশ্রিত্য ফল বিশেষায় জয়ন্তী নামকো রোহিণী যোগো বিধীয়তাং।"

জন্মাষ্টমী ও জয়ন্তী শব্দদ্বারা ব্যবহৃত ব্রত একই বটে, ভিন্ন নহে।

জন্মাষ্টমীকে আশ্রয় করিয়া ফল বিশেষের নিমিত্ত জয়ন্তী নামক রোহিণীযোগ বিহিত হইয়াছে। সুতরাং জয়ন্তী শব্দ যোগরূঢ়।"

জয়ন্তী লক্ষণ—

প্রাজাপাত্যেন সংযুক্তা অষ্টমীতু যদাভবেৎ।
শ্রাবণে বহুলে পক্ষে সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী॥
জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তী তেন তাং বিদুঃ॥

চান্দ্র শ্রাবণে বা সৌরভাদ্রে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে যদি রোহিণী নক্ষত্রের সংযোগ হয়, তবে সে সর্ব্বপাপ নাশ করে। আর জয় এবং পুণ্য প্রদান করে, এই নিমিত্ত তাহার নাম জয়ন্তী।

জয়ন্তী শব্দ জন্মাষ্টমীকেই বুঝাইয়াছে। হরিভক্তি বিলাসকার জন্মাষ্টমীকেই জয়ন্তী বলিয়াছেন। জয়ন্তীর নিত্যতায় জন্মাষ্টমীর নিত্যতা এবং জন্মাষ্টমীর নিত্যতায় জয়ন্তীর নিত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বৈষ্ণবের সপ্তমী বিদ্ধা নিষেধঃ

হরিভক্তি বিলাসে

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী সহিতাষ্টমী।
সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমী সংযুতাষ্টমী॥
বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমী সংযুতাষ্টমী।
স ঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমী সংযুতাষ্টমী॥

সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। রোহিণীযুক্ত হইলেও সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী কর্ত্তব্য নহে। রোহিণী যোগ না হইলেও নবমীযুক্ত অষ্টমী কর্ত্তব্য।

অষ্টমী ক্ষয়ে সপ্তমী অষ্টমী নবমী একদিনে হইলে।

পাদ্মে—

সকলাপি * সঋক্ষাপি নবমী সংযুতাপিচ।
জন্মাষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা কদাচন॥

কলাযুক্ত অর্থাৎ পূর্ণা হইলেও রোহিণীযুক্ত হইলেও নবমীযুক্ত হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী কর্ত্তব্য নহে।

পাদ্মে—

অবিদ্ধায়াং স ঋক্ষায়াং জাতো দেবকি নন্দনঃ। †
বাসরে বা নিশার্দ্ধে বা সপ্তম্যাঞ্চ যদাষ্টমী।
পূর্ব্ব মিশ্রা তদা ত্যাজ্যা প্রাজাপত্যর্ক্ষ সংযুতা॥ ১৫ বি ১৭৫

সপ্তমীবেধ রহিত রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে দেবকীনন্দন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দিনেই হউক বা অর্দ্ধরাত্রেই হউক, যদি সপ্তমীর সহিত অষ্টমীর যোগ হয়, তাহা হইলে রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত সপ্তমীমিশ্র অষ্টমী ত্যাগ করিবে।

শ্রীভাগবতে দশমে—

যদা বহির্গন্তু মিয়েশ তর্হ্যজা,
যা যোগমায়াঽজনি নন্দ জায়য়া॥

হরিবংশে—

নবম্যা মেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ।

যখন বসুদেব সূতিকা গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন নন্দ পত্নী যশোদা অজাযোগ মায়াকে প্রসব করিলেন। কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে যোগমায়া জন্মিয়াছিলেন।

ভবিষ্যে—

নবম্যাং যোগ নিদ্রায়াঃ জন্মাষ্টম্যাং হরে স্তুতঃ।
নবমী সহিতোপোষ্যা রোহিণী বুধসংযুতা॥

নবমীতে যোগনিদ্রার এবং জন্মাষ্টমীতে হরির জন্ম হইয়াছিল। অতএব নবমীযুক্ত রোহিণী-বুধান্বিত অষ্টমী উপোষ্য।

---

* সকলাপি পূর্ণাপি।

† দেবকি নন্দন ইতি হ্রস্বত্ব মার্ষং।

পূজার সম্বন্ধে—

শুদ্ধাষ্টমী অর্দ্ধরাত্রে লাভ হইলে তাহা মুখ্যকাল, অন্য গৌণ কাল।

তিথিতত্ত্বে

নবমীক্ষয়ে

পদ্মপুরাণে—

পূর্ব্ববিদ্ধাষ্টমী যাতু উদয়ে নবমী দিনে।
মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী ভবেৎ।
কলাকাষ্ঠা মুহূর্ত্তাপি যদা কৃষ্ণাষ্টমী তিথি:
নবম্যাং সৈব গ্রাহ্যা স্যাৎ সপ্তমী সংযুতানহি॥

সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী নবমী দিন প্রাতে যদি মুহূর্ত্ত কালও সংযুক্ত হয়, তবে তাহা সম্পূর্ণাষ্টমীই হয়। কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তকাল ব্যাপিয়াও যদি নবমী দিনে কৃষ্ণাষ্টমী থাকে, তবে তাহাই গ্রাহ্য। সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী গ্রাহ্য নহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নবমীক্ষয়ে—

উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিৎ নবমী সকলা যদি।
ভবেত্তু বুধ সংযুক্তা প্রাজাপক্ষ সংযুতা॥
অপি বর্ষ শতে নাপি লভ্যতে বা নবা বিভো॥

উদয়ে কিঞ্চিৎ অষ্টমী পরে কলাযুক্ত নবমী অর্থাৎ পূর্ণা নবমী ফল কথা নবমী ক্ষয় যদি হয়, তাহাও আবার বুধযুক্ত ও রোহিণী নক্ষত্রান্বিতও যদি হয়, তবে ঐ দিনে উপবাস করিবে। হে বিভো! এই যোগ শত বর্ষেও লাভ করা যায় কিনা সন্দেহ।

যেমন—

"যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথেতরা।
তুল্যেতে মন্যতে যস্তু সবৈ বৈষ্ণব উচ্যতে॥

ইত্যাদি বচনে "বৈষ্ণবঃ" এই পদের উপাদান থাকায়—

একাদশীষু কৃষ্ণাসু রবি সংক্রমণে তথা।
চন্দ্র সূর্য্যোপরাগেচ ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী॥

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জতে পক্ষয়ো রুভয়োরপি।
ব্রহ্মচারীচ নারীচ শুক্লা মেব সদা গৃহী॥

ইত্যাদি নিষেধ বচন সকল অবৈষ্ণবপর বুঝিতে হইবে।

সেইরূপ—জন্মাষ্টমী প্রকরণের কোন বচনেই "বৈষ্ণব" পদের উল্লেখ না থাকায় বিদ্ধা নিষেধক বচন সকল বৈষ্ণব বিষয়ক। ইহা কিরূপে বলা যায়?

এই প্রশ্নের উত্তর বলা যাইতেছে।

স্মার্ত্তমতে কথনও বিদ্ধায় কথনও শুদ্ধায় উপবাস হইয়া থাকে, স্মার্ত্তমতে বিদ্ধার নিষেধ হইতেছে না। সুতরাং বিদ্ধা নিষেধক বচন সকল বৈষ্ণব মতেই বিহিত। এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম যুক্তি

গৌতমীয়ে—

অষ্টমী সপ্তমী বিদ্ধা হন্ত্যাৎ পুণ্যাং পুরাকৃতং।
ব্রহ্মহত্যা ফলং দত্ত্বা হরি-বৈমুখ্য কারণং॥ ১৫বি ১৮১

সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট করে, ব্রহ্মহত্যা ফল দান করে, এবং হরির বৈমুখ্যের কারণ হয়।

অবৈষ্ণবের মতে যখন সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমীও বিহিত হইয়াছে। তখন পুণ্যনষ্ট ভয়, ব্রহ্মহত্যা ভয়, হরি বৈমুখ্য ভয়, অবৈষ্ণবের থাকিতেই পারে না। গৌতমীয়ে বৈষ্ণব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাই কথিত হইয়াছে। পুণ্য নষ্ট, ব্রহ্মহত্যা, ও হরি বৈমুখ্য ভয় বৈষ্ণবের সম্বন্ধেই সঙ্গত হইতেছে।

"হরি বৈমুখ্য কারণং" এই বাক্য বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে।"

"হরি বৈমুখ্য কারণং" এই বাক্য দ্বারা বৈষ্ণবের সম্বন্ধেই বিদ্ধা বর্জ্জন বিহিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় যুক্তি

অষ্টমী ক্ষয়ে শুদ্ধা নবমী উপোষ্য।

পাদ্মে—

জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং স ঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধা মুপোষ্য ব্রত মাচরেৎ॥ ১৫বি ১৭৬

টীকা সরলা। পূর্ব্ব বিদ্ধাং সপ্তমী বিদ্ধাং সঋক্ষাং রোহিণী নক্ষত্র যুক্তাং সকলাং কলান্বিতাং পূর্ণামপি অষ্টমীং বিহায় ত্যক্ত্বা শুদ্ধাং অষ্টমী স্পর্শশূন্যাং নবমীং উপোষ্য ব্রতং আচরেৎ।

সপ্তমী বিদ্ধা রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা জন্মাষ্টমী কলান্বিতা অর্থাৎ পূর্ণা হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা অর্থাৎ অষ্টমী স্পর্শশূন্যা নবমীতে উপবাস করিবে।

স্মার্ত্তমতে যখন বিদ্ধাষ্টমীতেও উপবাস বিহিত হইয়াছে, তখন অষ্টমী ক্ষয়ে যে উপবাস হইবে, তাহাতে আর কথা কি? কিন্তু স্মার্ত্তমতে অষ্টমীক্ষয়ে নবমীতে উপবাস বিহিত হয় নাই।

অষ্টমী ক্ষয়ে শুদ্ধা নবমীতে যে উপবাসের বিধান, তাহা বৈষ্ণব বিষয়েই বুঝিতে হইবে।

জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ব বিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলা মপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধা মুপোষ্য ব্রত মাচরেৎ॥

অষ্টমীক্ষয়ে নবমীতে উপবাসের বিধান দ্বারা বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিদ্ধা বর্জ্জন সিদ্ধ হইয়াছে। উপবাস জন্য পূজা নবমীতে হইবে।

তৃতীয় যুক্তি

হরিভক্তিবিলাসে—

রোহিণ্যাদে র্বিযুক্তাপি সোপোষ্যা কেবলা তিথিঃ।
তত্তদ্যোগো হস্ত বৈশিষ্ট্যে ব্রতলোপো হন্যথা ভবেৎ॥ ১২বি ১৭১

নম্বেবং রোহিণ্যর্দ্ধ রাত্রাদি যোগা পেক্ষয়া কদাচি দ্বিদ্ধোপবাস প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। তথা তত্তদ্যোগা ভাবে ব্রতলোপ প্রসঙ্গো হপি ভবেৎ। তচ্চাযুক্তং, অগ্রে বিদ্ধা বর্জ্জনাৎ। তথা ব্রতস্য নিত্যত্বাচ্চ। নমুতর্হি রোহিণ্যাদি যোগঃ কথমুচ্যতে, সত্যং তত্তদ্যোগশ্চ ফল বিশেষার্থ এব জ্ঞেয়ঃ; নতু ব্রতে অবশ্যা পেক্ষণীয়ঃ। অত তত্তদ্যোগা ভাবে হপি কেবলাষ্ট ম্যা মেব ব্রতং বিধেয় মিতি লিখতি, রোহিণ্যাদে রিতি। আদি শব্দেন অর্দ্ধরাত্র নবম্যাদি। সা ভাদ্রপদস্য কৃষ্ণপক্ষীয়া।

বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট নিমিত্তে ফল বিশেষার্থ মেবেত্যর্থঃ, এবঞ্চ রোহিণ্যর্দ্ধ রাত্রাদি যোগানা মবশ্যা-পেক্ষত্বা-ভাবাৎ বিদ্ধা বর্জ্জন মপি সিদ্ধমেব। ইতি দিগ্দর্শনী। ১৭২

শুদ্ধায়া মেব সত্যাং তত্তদ্যোগ আদরণীয়ো নতু বিদ্ধায়া মিতি ভাব ইতি দিগ্দর্শনী। ১৭২

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—স্মার্ত্তমতে যেমন রোহিণী অর্দ্ধরাত্র প্রভৃতি যোগকে অপেক্ষা করিয়া কথনও বিদ্ধায় কথনও শুদ্ধায় উপবাস হইয়া থাকে, সেইরূপ বৈষ্ণব মতেও রোহিণী অর্দ্ধরাত্র প্রভৃতি যোগকে অপেক্ষা করিয়া কোন সময়ে বিদ্ধায় উপবাস হইবে কি ? এবং রোহিণী অর্দ্ধরাত্র প্রভৃতি যোগের অভাবে ব্রতলোপ হইবে কি ? এইরূপ প্রশ্ন অযুক্ত, কারণ বৈষ্ণব মতে বিদ্ধাবর্জ্জন বিহিত হইয়াছে। রোহিণী অর্দ্ধরাত্র প্রভৃতি যোগ হইলেও বিদ্ধায় উপবাস হইবে না। এবং জন্মাষ্টমী ব্রতের নিত্যতা আছে, রোহিণী অর্দ্ধরাত্র প্রভৃতি যোগাভাবেও ব্রত লোপ হইবে না।

প্রশ্ন। তবে রোহিণ্যাদি যোগের কথা কেন বলা হইল ?

উত্তর। রোহিণী অর্দ্ধরাত্র প্রভৃতি যোগ ফল বিশেষের জন্যই বলা হইয়াছে। তাহা ব্রতে অবশ্য অপেক্ষণীয় নহে।

অতএব রোহিণী অর্দ্ধরাত্র প্রভৃতি যোগ না থাকিলেও কেবলাষ্টমীতেই ব্রত হইবে। রোহিণী অর্দ্ধরাত্র প্রভৃতি যোগের অবশ্য অপেক্ষা নাই বলিয়াই বৈষ্ণব-মতে বিদ্ধা বর্জ্জন সিদ্ধ হইয়াছে। শুদ্ধাতেই রোহিণী অর্দ্ধরাত্র প্রভৃতি যোগের আদর, বিদ্ধাতে নহে। এই আভাষেই বলা হইয়াছে, রোহিণ্যাদে রিত্যাদি।

রোহিণী, অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী, বুধ ও সোমবারে রোহিণী, বুধ ও সোমবারে অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী, অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমী, বুধ ও সোমবারে অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমী, বুধ ও সোমবারে অষ্টমী, অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীস্পৃষ্ট নবমীযুক্ত অষ্টমী, নবমীযুক্ত অষ্টমী ইত্যাদি যোগরহিত হইলেও কেবলাষ্টমীতেই উপবাস হইবে। বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ফল বিশেষের জন্যই এই সকল যোগ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে যে বৎসর এই সকল নক্ষত্র প্রভৃতির যোগ না হয়, সেই বৎসর প্রতি বৎসর কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত জন্মাষ্টমী ব্রতের বিলোপ হইয়া যায়। এই নিমিত্ত বলা যাইতেছে,—রোহিণ্যাদি যোগ ব্রতে অবশ্য অপেক্ষণীয় নহে। ষষ্টি দণ্ডাত্মিকা অষ্টমীতে নবমীর যোগ নাই।

জন্মাষ্টমীতে রোহিণী যোগের অবশ্যম্ভাব অর্থাৎ যখন জন্মাষ্টমী হইবে, তখনই রোহিণী যোগ অবশ্য হইবে, রোহিণী যোগ ভিন্ন জন্মাষ্টমী হইবেই না, যদি এইরূপ নিয়ম থাকিত, তবে রোহিণী যোগ নিয়ামক হইত বৈষ্ণবেরও বিদ্ধাতে উপবাস হইতে পারিত। এইরূপ নিয়ম যখন নাই তখন বৈষ্ণবের সম্বন্ধে সপ্তমী বিদ্ধা নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে। জন্মাষ্টমী নিত্য বলিয়া রোহিণী যোগাভাবেও উপবাস ব্রত হইবে। ব্রতের বিলোপ হইবে না।

চতুর্থ যুক্তি

একাদশী প্রকরণে—

দশমী শেষ সংযুক্তো যদি স্যাদরুণোদয়ঃ
বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশী ব্রতং ॥

ইত্যাদি বচনে "বৈষ্ণবেন" এই পদের উপাদান থাকায় বৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধা নিষিদ্ধ। অবৈষ্ণবের অরুণোদয় বিদ্ধা নিষিদ্ধ নহে।

নৃসিংহ চতুর্দ্দশী প্রকরণে

বৈষ্ণবৈ র্নতু কর্ত্তব্যা স্মরবিদ্ধা চতুর্দ্দশী।

ইত্যাদি বচনে "বৈষ্ণবৈঃ" এই পদের উপাদান থাকায় বৈষ্ণবের ত্রয়োদশী বিদ্ধা নিষিদ্ধ। অবৈষ্ণবের ত্রয়োদশী বিদ্ধা নিষিদ্ধ নহে।

শিবরাত্রি প্রকরণে

অর্দ্ধ রাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ জয়া যোগো যদা ভবেৎ।
পূর্ব্ব বিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা শিবরাত্রি শিবপ্রিয়ৈঃ ॥

ইত্যাদি বচনে "শিবপ্রিয়ৈঃ" এই পদের উপাদান থাকায় অবৈষ্ণবের বিদ্ধা ব্রত বিহিত, বৈষ্ণবের বিদ্ধার ব্রত নিষিদ্ধ। ইহাই উপলব্ধি হইয়াছে।

"একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থঃ অন্যত্রাপি পরিকল্প্যতে বাধকা ভাবাৎ।"

' এই ন্যায়ানুসারে জন্মাষ্টমী প্রকরণের কোন বচনে "বৈষ্ণব" পদের উপদান না থাকিলেও। বিদ্ধা জন্মাষ্টমী বৈষ্ণবের পক্ষেই নিষিদ্ধ। যেহেতু অবৈষ্ণবের কোন সময় বিদ্ধায় কোন সময় শুদ্ধায় উপবাস বিহিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবমতে বিদ্ধা ও অবিদ্ধার (শুদ্ধার) সমন্বয়

রোহিণী অর্দ্ধরাত্রাদি যোগের ফলাতিশয় সম্পাদকত্ব হেতু রোহিণী অর্দ্ধরাত্রাদি যোগাভাবেও কেবলাষ্টমীর অবশ্য কর্ত্তব্যতা হেতু এবং হরি বৈমুখ্যকারণ হেতু, অষ্টমীক্ষয়ে শুদ্ধা নবমীতে উপবাসের বিধান হেতু বিদ্ধা নিষেধ বচন সকল বৈষ্ণব বিষয়েই বিহিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিদ্ধার নিষিদ্ধতা হেতু বিদ্ধা বিধায়ক বচন সকল অবৈষ্ণব বিষয়েই অভিহিত হইয়াছে।

অতএব বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিদ্ধা সর্ব্বথা ত্যাজ্য।

স্কান্দে—

সপ্তমী বেধ জালেন গোপিতং হৃষ্টমী ব্রতং।

সপ্তমী বেধ জাল দ্বারা অষ্টমী ব্রতগুপ্ত॥ ১৫বি ১৭৯

এই স্কান্দ বচন দ্বারা সপ্তমী বিদ্ধা নিষেধ বৈষ্ণবের সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে। যেহেতু অবৈষ্ণবের বিদ্ধায়ও উপবাস বিহিত। *

বশিষ্ঠঃ—

অষ্টমী রোহিণী যুক্তা নিশ্যর্দ্ধে দৃশ্যতে যদি।

মুখ্যকালঃ সবিজ্ঞেয়ঃ তত্র জাতঃ স্বয়ং হরিঃ॥

রোহিণীযুক্ত অষ্টমী যদি অর্দ্ধরাত্রে দৃষ্ট হয়, তবে তাহা মুখ্যকাল বলিয়া জানিবে, হরি সেইকালে জন্মিয়াছিলেন। অর্দ্ধরাত্র মুখ্য কাল, অন্য গৌণ কাল।

ভবিষ্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরয়োঃ—

অর্দ্ধ রাত্রেতু রোহিণ্যাং যদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ।

তস্যা মভ্যর্চ্চনং শৌরে র্হন্তি পাপং ত্রিজন্মজং॥

* মানসী ও মর্ম্মবাণী

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসার সমালোচনা। ৬৩৬ পৃষ্ঠা।

"অনেক স্থলে নানা পুরাণের বচনে বিরোধ দেখা যায়। গ্রন্থকার এই বিরোধ মীমাংসা করিতে গিয়া—গোস্বামী জনসুলভ সংস্কারের বশে মন গড়া কথাই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, মীমাংসা শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন নাই।"

"গ্রন্থে নূতন সিদ্ধান্ত কিছু নাই, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থাগুলিই সঙ্কলিত হইয়াছে। কাজেই শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় নাই।"

মানসী মর্ম্মবাণীর এই সমালোচনা দেখিয়া পরিশিষ্টে যথাসম্ভব যুক্তি তর্কের অবতারণা করা হইল।

অর্দ্ধরাত্রে যদি রোহিণীর সহিত কৃষ্ণাষ্টমীর যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাতেই ভগবানের অর্চ্চনা করিবে। তাহা করিলে ত্রিজন্মজনিত পাপ নষ্ট হয়।

বৈষ্ণব মতে এই সকল বচন শুদ্ধা বিষয়ক ; যেহেতু বৈষ্ণবের বিদ্ধা নিষিদ্ধ।

বৈষ্ণবমতে সার ব্যবস্থা

সপ্তমী বেধ রহিত অষ্টমীতে উপবাস হইবে। অষ্টমীক্ষয়ে শুদ্ধা নবমীতে উপবাস হইবে। ষষ্টি দণ্ড অষ্টমী হইলে সেই দিনেই উপবাস হইবে। তিথিমলে রোহিণী যোগ হইলেও উপবাস হইবে না। রোহিণ্যাদি যোগ উপবাস প্রযোজক নহে, ফল সম্পাদক। সম্পূর্ণাষ্টমীর মল পরদিনে নির্গত হইলে তিথি নক্ষত্র সম হইলে দুইয়ের অন্তে, অসম হইলে এক বিয়োগে পারণ হইবে। কেবল অষ্টমী নির্গত হইলে অষ্টমীর অন্তে পারণ হইবে।

পারণ মন্ত্রঃ।—

সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বপতয়ে সর্ব্ব সম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

পারণানন্তরং সমাপন মন্ত্রস্তু।

ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূত সম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

জন্মাষ্টমী

স্মার্ত্তমত

চান্দ্র শ্রাবণ বা সৌর ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীকে জন্মাষ্টমী বলে, এই কৃষ্ণাষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে জয়ন্তী হয়। জয়ন্তী দুই প্রকার। অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীর সহিত রোহিণী যোগে এক প্রকার, এবং যে কোন সময়ে রোহিণীর যোগ মাত্রে এক প্রকার।

অর্দ্ধরাত্রে যথা—

বরাহ সংহিতায়াং—

সিংহার্কে রোহিণী যুক্তা নরাঃ কৃষ্ণাষ্টমী যদি।
রাত্র্যর্দ্ধ পূর্ব্বা পরগা জয়ন্তী কলয়া পিচ ॥

টীকা সরলা। হে নরাঃ সিংহার্কে ভাদ্রে রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণাষ্টমী যদি কলয়াপি রাত্র্যর্দ্ধ পূর্ব্বা পরগা স্যাৎ, তদা জয়ন্তী ভবেৎ।

রাত্রে রর্দ্ধং রাত্র্যর্দ্ধং। রাত্র্যর্দ্ধ পদেন রাত্রে র্ভাগদ্বয় মুচ্যতে। পূর্ব্বশ্চ অপরশ্চ তৌ গচ্ছত ইতি পূর্ব্বাপরগা রাত্র্যর্দ্ধস্ত পূর্ব্বাপরগা রাত্র্যর্দ্ধ পূর্ব্বা

পরয়া। বন্দ্যাৎ পরঃ শ্রূয়মাণঃ শব্দঃ প্রত্যেক মভি সম্বধ্যতে ইতি ন্যায়াৎ, পূর্ব্বরাত্র্যর্দ্ধ গতাসতী পর রাত্র্যর্দ্ধগামিনী ইত্যর্থঃ প্রকাশতে।

হে মানবগণ! ভাদ্র মাসে রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী যদি এক কলাও রাত্রির পূর্ব্বার্দ্ধের শেষভাগ প্রাপ্ত হইয়া পরার্দ্ধের পূর্ব্ব ভাগকে লাভ করে, তবে তাহাকে জয়ন্তী বলে।

আগ্নেয়ে আদিত্যেচ—

অর্দ্ধরাত্রা দধশ্চোর্দ্ধং কলয়া পি যদা ভবেৎ।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী॥

টীকা সরলা। অর্দ্ধরাত্রা দধঃ পূর্ব্বভাগং অর্দ্ধরাত্রা দূর্দ্ধং পরভাগং কলয়াপি ব্যাপ্য শাস্ত্রে বৃক্ষবদ্ ব্যবহার ইতি ন্যায়াৎ। রোহিণীযুক্তা অষ্টমী যদি ভবেৎ, তদা জয়ন্তী নাম। অর্দ্ধরাত্রাদধ শ্চোর্দ্ধ মিতিযোগ মাত্রে তাৎপর্য্যং।

রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী যদি কলাদ্বারাও রাত্রির পূর্ব্বার্দ্ধের শেষভাগ স্পর্শ করিয়া রাত্রির পরার্দ্ধের প্রথমভাগ স্পর্শ করে তবে তাহাকে জয়ন্তী বলে। সে সর্ব্বপাপ বিনাশ ক'রে। রঘুনন্দন অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীর যোগকে জয়ন্তী বলেন।

যোগমাত্রে যথা

সনৎকুমার সংহিতায়াং—

শ্রাবণস্য চ মাসস্য কৃষ্ণাষ্টম্যাং নরাধিপ!
রোহিণী যদি লভ্যেত জয়ন্তী নাম সা তিথিঃ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষস্য রোহিণী ঋক্ষসংযুতা।
ভবেৎ প্রোষ্টপদে মাসি জয়ন্তী নাম সা স্মৃতা

প্রোষ্টপদে ভাদ্রে—

স্কান্দে—

প্রাজাপত্যেন সংযুক্তা অষ্টমী তু যদা ভবেৎ।
শ্রাবণে বহুলে পক্ষে সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী॥
জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তী তেন তাং বিদুঃ॥

প্রাজাপত্যেন রোহিণী নক্ষত্রেণ। বহুলে পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে।

চান্দ্র শ্রাবণের বা সৌর ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী রোহিণীযুক্ত হইলে সে সমুদয় পাপ নাশ করে, আর জয় এবং পুণ্য প্রদান করে বলিয়া তাহার নাম

ইত্যাদি বচনে "যদা" পদের প্রয়োগ থাকায় যে কোন সময়ে রোহিণীর যোগ বুঝিতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণে—

কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভবেদ্ যত্র কলৈকা রোহিণী নৃপ !
জয়ন্তী নাম সা জ্ঞেয়া উপোষ্যা সা প্রযত্নতঃ ॥

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে যদি এক কলা রোহিণী হয়, তবে তাহাকে জয়ন্তী বলিয়া জানিবে। যত্নপূর্ব্বক তাহাতে উপবাস করিবে।

এই বচনে এক কলা যোগেও জয়ন্তী হয়, ইহা উপলব্ধি হইল।

ইত্যাদি বচনসমূহে অর্দ্ধরাত্রের উল্লেখ নাই, দিবারাত্রিরও উল্লেখ নাই। সামান্য নির্দ্দেশ থাকায় দিবারাত্রির যে কোন সময়ে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে জয়ন্তী হইবে এবং উপবাস হইবে। ইহা লাভ হইল।

বশিষ্টঃ—

বাসরে বা নিশায়াং বা যত্র যুক্তা তু রোহিণী।
বিশেষেণ নভোমাসি সৈবোপোষ্যা সদা তিথিঃ ॥

চান্দ্র শ্রাবণে বা সৌরভাদ্রে রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী উপোষ্য। বিশেষতঃ দিনেই হউক্ বা রাত্রিতেই হউক যে অষ্টমীদিনে রোহিণীর যোগ হইবে, সেই তিথিই সদা উপোষ্য। রোহিণী রহিত অষ্টমী উপোষ্য নহে।

এইবচনে "বাসরে বা নিশায়াং বা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দিবারাত্রির যে কোন সময়ে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে জয়ন্তী হয় ও উপবাস হয়, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।

বিষ্ণুরহস্যে—

প্রাজাপত্যর্ক্ষ সংযুক্তা কৃষ্ণা নভসিচাষ্টমী।
মুহূর্ত্ত মপি লভ্যেত সৈবোপোষ্যা মহাফলা ॥

চান্দ্র শ্রাবণ অর্থাৎ সৌরভাদ্রে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী যদি মুহূর্ত্তকালও লাভ

হয়, তবে সেই উপোষ্য, তাহাতে উপবাস করিলে মহা ফল হয়। রোহিণী রহিত অষ্টমী উপোষ্য নহে।

"বাসরে বা নিশায়াং বা" ইত্যাদি বচনের এবং "প্রাজাপত্যর্ক্ষ সংযুক্তা" ইত্যাদি বচনের 'এব' শব্দদ্বারা রোহিণী যুক্তের দৃঢ়তা করা হইয়াছে।

উভয় দিনে অষ্টমী হইলে রোহিণী যুক্তের গ্রহণ।

রঘুনন্দন রোহিণী যোগমাত্রকে রোহিণ্যষ্টমী বলেন।

শুদ্ধায় স্মার্ত্তবৈষ্ণবের সমান

একদিনে জয়ন্তী অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী হইলে সেইদিনে উপবাস করিবে।

অষ্টমী রোহিণীযুক্তা নিশ্যর্দ্ধে দৃশ্যতে যদি।
মুখ্যকালঃ সবিজ্ঞেয় স্তত্র জাতো হরিঃ স্বয়ং ॥

রোহিণীযুক্ত অষ্টমী যদি অর্দ্ধরাত্রে দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে মুখ্যকাল বলিয়া জানিবে। হরি রোহিণী যুক্ত অষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রে জন্মিয়া ছিলেন।

ভবিষ্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরয়োঃ—

অর্দ্ধরাত্রে তু রোহিণ্যাং যদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ।
তস্যা মভ্যর্চ্চনং শৌরে র্হন্তি পাপং ত্রিজন্মজং ॥

অর্দ্ধরাত্রে কৃষ্ণাষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে তাহাতে ভগবানের অর্চ্চনা করিলে ত্রিজন্ম জনিত পাপ নষ্ট হয়।

প্রাজাপত্যর্ক্ষ সংযুক্তা কৃষ্ণা নভসিচাষ্টমী।
সোপবাসো হরেঃ পূজাং তত্র কৃত্বা নসীদতি ॥
অর্দ্ধরাত্রে চ যোগো হয়ং তারাপত্যুদয়েসতি ॥

চান্দ্র শ্রাবণে বা সৌরভাদ্রে যদি রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী হয়, তাহাতে উপবাস করিয়া পূজা করিলে মানব অবসন্ন হয়না। অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্রোদয়ে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে। ইহা প্রশস্ত।

বৈষ্ণব মতে—

অষ্টমী রোহিণীযুক্তা ইতি, অর্দ্ধরাত্রেতু রোহিণ্যামিতি, প্রাজাপত্যর্ক্ষ সংযুক্তা ইত্যাদি বচন সকল শুদ্ধাবিষয়ক।

শুদ্ধাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ না হইয়া সপ্তমীবিদ্ধ অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে বিদ্ধাই উপোষ্য।

বহ্নি পুরাণে—

সপ্তমী সংযুতাষ্টম্যাং নিশিথে রোহিণী যদি।
ভবিত চাষ্টমী পুণ্যা যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥
তস্মাৎ কৃষ্ণাষ্টমী পূজ্যা সপ্তম্যাং নৃপসত্তম!
রোহিণী সংযুতো পোষ্যা সর্ব্বাঘৌঘ বিনাশিনী॥

নিশিথে অর্দ্ধরাত্রে। সর্ব্বাঘৌঘ বিনাশিনী সর্ব্বপাপসঙ্ঘ বিনাশিনী।

সপ্তমীযুক্ত অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে যদি অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হয়, তবে সেই অষ্টমী চন্দ্রসূর্য্য বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত পুণ্যা। অতএব সর্ব্বপাপ সমূহ বিনাশিনী সপ্তমীযুক্ত রোহিণী নক্ষত্রান্বিত কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিবে।

উভয় দিনে জয়ন্তী অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলে পরদিনে উপবাস হইবে।

এক কারণ—সঙ্কল্প কালকে আরম্ভ করিয়া তিথির ব্যাপ্তি সম্ভব অর্থাৎ সঙ্কল্প কালাবধি তিথির বর্ত্তমানতা কি না? সঙ্কল্পকালে তিথি থাকা আবশ্যক।

এই নিমিত্ত বৌধায়ন বলিয়াছেন,—

যো যস্য বিহিতঃ কালঃ কর্ম্মণ স্তদুপক্রমে।
তিথি র্যাভি মতা সা তু কার্য্যা নোপক্রমোজ্ঝিতা॥

টীকা। যস্য কর্ম্মণো যঃ কালঃ প্রাতরাদিরূপঃ বিহিতঃ প্রশস্তঃ তদুপক্রমে তস্মিন্ প্রশস্তে প্রাতরাদি কালে উপক্রমে তৎকর্ম্মকরণে অভিমতা যা তিথিঃ সা কার্য্যা। প্রাতরাদিরূপঃ প্রশস্তকাল ব্যাপিনী বিহিততিথি গ্রাহ্যা ইত্যর্থঃ। ন উপক্রমোজ্ঝিতা কর্ম্মকরণ কালে প্রাতরাদৌ উজ্ঝিতা অপ্রাপ্তা কালান্তরে প্রাপ্তা বিহিত তিথিঃ ন কার্য্যা ইত্যর্থঃ। ইতি কাশীরামঃ।

যে কর্ম্মের যে কাল প্রাতরাদিরূপ, বিহিত অর্থাৎ প্রশস্ত, সেই প্রশস্ত প্রাতরাদিকালে উপক্রমে অর্থাৎ তৎকর্ম্মকরণে যে তিথি অভিমতা তাহাই কর্ত্তব্য। প্রাতরাদিরূপ প্রশস্ত কালব্যাপিনী বিহিত তিথি গ্রাহ্য। কর্ম্মকালে প্রাতরাদিতে অপ্রাপ্ত কালান্তরে প্রাপ্ত বিহিত তিথি কর্ত্তব্য নহে।

সঙ্কল্প প্রাতে করিতে হয়,

বরাহ পুরাণে—

প্রাতঃ সঙ্কল্পয়েদ্ বিদ্বানুপবাস ব্রতাদিষু।

উপবাস ব্রতাদিতে পণ্ডিতগণ প্রাতঃকালে সঙ্কল্প করিবেন।

অন্যকারণ,—

বৌধায়নঃ—

উদয়েস্তূপ বাসস্ত নক্তস্যাস্ত ময়ে তিথিঃ।
মধ্যাহ্নব্যাপিনী গ্রাহ্যা একভক্তে সদা তিথিঃ॥

উপবাস সম্বন্ধে উদয়ব্যাপিনী তিথি গ্রাহ্য। নক্তব্রতে অস্তগামিনী তিথি গ্রাহ্য। একভক্ত ব্রতে মধ্যাহ্নব্যাপিনী তিথি গ্রাহ্য। ইত্যাদি বৌধায়ন বচনদ্বারা উপবাস সম্বন্ধে উদয়গামিনী তিথির বিধান।

অপর কারণ,—

ভবিষ্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরয়োঃ—

উপোষিতব্যং নক্ষত্রং যেনাস্তং যাতি ভাস্করঃ।
যত্র বা যুজ্যতে রাম! নিশিথে শশিনাসহ॥

যে নক্ষত্রে সূর্য্য অস্ত যায়, অর্দ্ধরাত্রে যে নক্ষত্র চন্দ্রের সহিত মিলিত হয়, সেই নক্ষত্রে উপবাস করিবে।

ইত্যাদি বচন দ্বারা অস্ত ও নিশিথ সম্বন্ধ বিশিষ্ট নক্ষত্রের বলবত্ব।

আর কারণ,—

পরাশরঃ—

ত্রিসন্ধ্য ব্যাপিনী যাতু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।
ন তত্র যুগ্মাদরণ মন্যত্র হরিবাসরাৎ॥

ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী তিথিই সদাপূজ্য, হরিবাসর ভিন্ন তাহাতে যুগ্মাদর নাই।

ইত্যাদি বচনদ্বারা তিথির ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিত্ব। *

* প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং ত্রিসন্ধ্যা।

অন্যবিধ কারণ

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী সহিতাষ্টমী।
সা সর্ক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমী সহিতাষ্টমী॥
অবিদ্ধায়াঞ্চ সর্ক্ষায়াং জাতো দেবকী-নন্দনঃ॥

সপ্তমী যুক্ত অষ্টমী যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী কর্ত্তব্য নহে। রোহিণীযুক্ত সপ্তমীবেধ রহিত অষ্টমীতে দেবকী-নন্দন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।”

ইত্যাদি বচন সকল উভয়দিনে জয়ন্তী লাভ বিষয়ে। উভয়দিনে জয়ন্তী লাভ হইলে সপ্তমীবিদ্ধা নিষিদ্ধ।

এবং,—

স্কান্দে ব্রহ্মবৈবর্ত্তেচ—

সপ্তমী সহিতাষ্টম্যাং ভূত্বা ঋক্ষং দ্বিজোত্তম!
প্রাজাপত্যং দ্বিতীয়ে হ্নি মুহূর্ত্তার্দ্ধং ভবেদযদি॥
তদষ্টযামিকং জ্ঞেয়ং প্রোক্তং ব্যাসাদিভিঃপুরা।
মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী স্মৃতা॥
কিং পুন র্নবমী যুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা॥

প্রাজাপত্যং রোহিণী।

রোহিণী নক্ষত্র সপ্তমী যুক্ত অষ্টমীতে সংযুক্ত হইয়া পরদিন অষ্টমীতে মুহূর্ত্তার্দ্ধও যদি থাকে তবে সেই মুহূর্ত্তার্দ্ধকে অষ্টযামিক বলিয়া জানিবে। ব্যাসাদি মুনিগণ ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। মুহূর্ত্তকালও রোহিণী সংযুক্ত হইলে সেই খণ্ডাষ্টমীকে পূর্ণাষ্টমী বলিয়াই জানিবে। নবমীযুক্তের কথা আর কি বলিব, সে কুলকোটীর মুক্তিদাত্রী।

এই সমস্ত কারণ দ্বারা পরদিন গ্রাহ্য—

দিবারাত্রির যে কোন সময়ে অষ্টমীর সহিত রোহিণীর যোগ হইলেও সেই উপোষ্য।

বশিষ্ঠ ঃ—

বাসরে বা নিশায়াং বা যত্র যুক্তা তু রোহিণী।
বিশেষেণ নভোমাসি সৈবোপোষ্যা সদাতিথিঃ॥

চান্দ্র শ্রাবণে বা সৌরভাদ্রে রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণাষ্টমী উপোষ্য। বিশেষতঃ দিবাতেই হউক বা রাত্রিতেই হউক যেদিন রোহিণী যুক্ত অষ্টমী হইবে, সর্ব্বদা সেই তিথিই উপোষ্য।

বিষ্ণুরহস্যে—

প্রাজাপত্যর্ক্ষ সংযুক্তা কৃষ্ণা নভসিচাষ্টমী।
মুহূর্ত্ত মপি লভ্যেত সৈবোপোষ্যা মহাফলা ॥

মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণে অর্থাৎ সৌরভাদ্রে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী যদি মুহূর্ত্তকালও লাভ হয়, তবে সেই উপোষ্য। তাহাতে উপবাস করিলে মহৎ ফল হয়। উভয় বচনের 'এব' শব্দদ্বারা রোহিণী যুক্তেরই দৃঢ়তা করা হইয়াছে।

শুদ্ধাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ হইলে শুদ্ধাষ্টমী উপোষ্য। শুদ্ধাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ না হইয়া বিদ্ধাষ্টমীতে রোহিণীর যোগ হইলে বিদ্ধাষ্টমীই উপোষ্য।

কালবিবেকে

ভবিষ্যে বিষ্ণুপুরাণেচ—

কার্য্যা বিদ্ধাপি সপ্তম্যা রোহিণী সহিতাষ্টমী।
তত্রোপবাসং কুর্ব্বীত তিথিভান্তেচ পারণং ॥
ন কেবলং শুদ্ধা বিদ্ধাপি।

কেবল যে শুদ্ধা উপোষ্য তাহা নহে, রোহিণী যুক্তা অষ্টমী সপ্তমী বিদ্ধা হইলেও উপোষ্য। তাহাতে উপবাস করিয়া তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

জয়ন্তী শিবরাত্রিশ্চ কার্য্যে ভদ্রাজয়ান্বিতে।
কৃত্বোপবাসং তিথ্যন্তে তদা কুর্য্যাচ্চ পারণং ॥

সপ্তমী যুক্ত জয়ন্তী, (রোহিণী যুক্ত অষ্টমী) ও ত্রয়োদশী যুক্ত শিবরাত্রিতে উপবাস করিবে। অষ্টমীর পারণ তিথ্যন্তে এবং শিবরাত্রির পারণ চতুর্দ্দশীতে করিবে।

গারুড়ে—

জয়ন্ত্যাং পূর্ব্ববিদ্ধায়া মুপবাসং সমাচরেৎ।
তিথ্যন্তে বোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণং॥

সপ্তমী যুক্ত জয়ন্তী অর্থাৎ রোহিণী যুক্ত অষ্টমীতে উপবাস করিয়া ব্রতী তিথ্যন্তে বা উৎসবান্তে পারণ করিবে।

উভয় দিনে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী হইলে পরদিন উপোষ্য।

স্কান্দে ব্রহ্মবৈবর্ত্তেচ—

সপ্তমী সহিতাষ্টম্যাং ভূত্বা ঋক্ষং দ্বিজোত্তম!
প্রাজাপত্যং দ্বিতীয়ে হ্নি মুহূর্ত্তার্দ্ধং ভবেদ্ যদি॥
তদষ্ট যামিকং জ্ঞেয়ং প্রোক্তং ব্যাসাদিভিঃ পুরা।
মুহূর্ত্তেনাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী স্মৃতা॥
কিংপুন র্নবমী যুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা।
প্রাজাপত্যং ঋক্ষং রোহিণী নক্ষত্রং॥

রোহিণী নক্ষত্র, সপ্তমী যুক্ত অষ্টমীতে সংযুক্ত হইয়া পরদিন অষ্টমীতে মুহূর্ত্তার্দ্ধও যদি থাকে, তবে সেই মুহূর্ত্তার্দ্ধ কালকে অষ্টযামিক বলিয়া জানিবে। ব্যাসাদি মুনিগণ ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। মুহূর্ত্তকালও রোহিণী সংযুক্ত হইলে সেই খণ্ডাষ্টমীকে পূর্ণাষ্টমী বলিয়াই জানিবে। নবমী যুক্তের কথা আর কি বলিব, সে কুল কোটীর মুক্তিদাত্রী।

পূর্ব্বোক্ত কারণ ও "সপ্তমী সহিতাষ্টম্যাং" ইত্যাদি বচন বলে পরদিন উপোষ্য।

রোহিণী সম্বন্ধ না থাকিলে যেদিন অর্দ্ধরাত্রব্যাপিনী অষ্টমী হইবে সেই দিনে উপবাস হইবে। শুদ্ধাষ্টমী অর্দ্ধরাত্র ব্যাপিনী হইলে শুদ্ধাষ্টমী, বিদ্ধাষ্টমী অর্দ্ধরাত্র ব্যাপিনী হইলে বিদ্ধাষ্টমী উপোষ্য।

পরাশরঃ—

দিবা বা যদি বা রাত্রৌ নাস্তি চেদ্রোহিণী কলা।
রাত্রিযুতাং প্রকুর্ব্বীত বিশেষেণেন্দু সংযুতাং॥

দিবা কিম্বা রাত্রিতে যদি রোহিণী অল্প মাত্রও না থাকে, তবে রাত্রিযুক্ত

অষ্টমীতে উপবাস করিবে, বিশেষতঃ চন্দ্রসংযুক্ত রাত্রিযুক্ত অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্র ব্যাপিনী অষ্টমী হইলে উপবাস করিবে।

নারদীয়ে—

অর্দ্ধরাত্র যুতাষ্টম্যাং সো হশ্বমেধ ফলং লভেৎ।

অর্দ্ধরাত্রগত অষ্টমীতে উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়।

নবমী দিনে অষ্টমী অর্দ্ধরাত্র ব্যাপিনী না হইয়া সপ্তমী দিনে অষ্টমী অর্দ্ধরাত্রের সহিত সংযুক্ত হইলে পূর্ব্বদিন অর্থাৎ সপ্তমী বিদ্ধায় উপবাস হইবে।

স্কান্দে—

কৃষ্ণাষ্টমী স্কন্দষষ্ঠী শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
এতাঃ পূর্ব্বযুতাঃ কার্য্যা স্তিথ্যন্তে পারণং ভবেৎ॥

কৃষ্ণাষ্টমী, স্কন্দষষ্ঠী, শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী। এই সমস্ত পূর্ব্ব বিদ্ধা কর্ত্তব্য তিথ্যন্তে পারণ হইবে। শিবরাত্রির পারণ চতুর্দ্দশীতেও হয়, অমাবস্যাতেও হয়।

কালমাধব ধৃত স্কান্দে—

জন্মাষ্টমী রোহিণী চ শিবরাত্রি স্তথৈবচ।
পূর্ব্ব বিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা তিথি ভান্তে চ পারণং॥

জন্মাষ্টমী ব্রত, রোহিণী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত এই সকল ব্রত পূর্ব্ব বিদ্ধাই কর্ত্তব্য। তিথি এবং নক্ষত্রের অন্তে পারণ।

ব্রহ্মরহস্যে—

অলাভে রোহিণী ভস্য কৃষ্ণাষ্টম্যন্ত গাধিনী।
তত্রোপবাসং কুর্ব্বীত তিথ্যন্তে পারণং ভবেৎ॥

রোহিণী নক্ষত্র লাভ না হইলে কৃষ্ণাষ্টমীতে সূর্য্য অস্ত গেলে পূর্ব্বদিন সপ্তমী বিদ্ধায় উপবাস করিয়া পরদিনে তিথ্যন্তে পারণ করিবে।

উভয় দিনে অর্দ্ধরাত্র সম্বন্ধ থাকিলে অথবা না থাকিলে পরদিনে উপবাস।

এক কারণ, সঙ্কল্পানুরোধ।

অন্য কারণ,—ত্রিসন্ধ্যা ব্যাপিনী তিথির পূজনীয়তা অর্থাৎ তিথির ত্রিসন্ধ্যা ব্যাপিত্ব।

অপর কারণ,—

আদিত্য পুরাণে—

বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমী সংযুতাষ্টমী।
স ঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমী সংযুতাষ্টমী॥

রোহিণী নক্ষত্র সংযোগ না হইলেও নবমী যুক্ত অষ্টমী কর্ত্তব্য। সপ্তমী যুক্ত অষ্টমী রোহিণী যুক্ত হইলেও করিবে না। এই আদিত্যপুরাণ বচন।

এবং পদ্মপুরাণে—

পূর্ব্ব বিদ্ধাষ্টমী যা তু উদয়ে নবমী দিনে।
মুহূর্ত্তে নাপি সংযুক্তা সা সম্পূর্ণাষ্টমী ভবেৎ॥
কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাপি যদা কৃষ্ণাষ্টমী তিথিঃ।
নবম্যাং সৈব গ্রাহ্যা স্যাৎ সপ্তমী সংযুতা নহি॥

সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী নবমী দিন প্রাতে মুহূর্ত্ত যুক্ত হইলেও সে সম্পূর্ণাষ্টমীই হয়। কৃষ্ণাষ্টমী যদি নবমীদিনে কলাকাষ্ঠা মুহূর্ত্তকাল ব্যাপিয়াও থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রাহ্য, সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী গ্রাহ্য নহে। ইত্যাদি পদ্মপুরাণ বচন।

ষষ্টি দণ্ডাত্মিকা অষ্টমীতে রোহিণী না হইয়া যদি পরদিনে তিথি মলে রোহিণী হয়, তবে পূর্ণাতেই উপবাস হইবে, মলে হইবে না। মল অকর্ম্মণ্য।

ষষ্টিদণ্ডাত্মিকায়াশ্চ তিথে নিষ্ক্রমণে পরে।
অকর্ম্মণ্যং তিথি মলং বিদ্ধাদেকাদশীং বিনা॥

ষষ্টি দণ্ড ব্যাপিনী তিথি পরদিনে নিক্রান্ত হইলে একাদশী ভিন্ন সেই তিথি মল অকর্ম্মণ্য।

স্মার্ত্তমতে বিদ্ধা ও অবিদ্ধা উভয়েই উপবাস হয়। পূর্ব্বদিন উপবাসে বিদ্ধা বিধায়ক বচন সকলের সমন্বয়। পরদিন উপবাসে বিদ্ধা নিষেধক বচন সকলের সমন্বয়।

স্মার্ত্তমতে পারণ

ভবিষ্য বিষ্ণুরহস্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তেষু—

অষ্টম্যা মথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং কচিৎ।
হন্যাৎ পুরা কৃতং কর্ম্ম উপবাসার্জ্জিতং ফলং॥
তিথি রষ্টগুণং হন্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণং।
তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কুর্য্যা তিথি ভান্তে চ পারণং॥

অষ্টমী এবং রোহিণীতে কখনও পারণ করিবে না। করিলে পূর্ব্বকৃত উপবাসার্জ্জিত ফল নষ্ট করে। তিথি অষ্টগুণ এবং নক্ষত্র চতুর্গুণ ফল নষ্ট করে। অতএব যত্ন পূর্ব্বক তিথি এবং নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে।

যদি দেড় প্রহর রাত্রি মধ্যে এক তরের বিয়োগ হয়, তবে এক তরের বিয়োগে পারণ করিবে।

নারদীয়ে—

তিথি নক্ষত্র সংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ।
পারণন্তু ন কর্ত্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ॥

তিথি নক্ষত্র সংযোগে যদি উপবাস হয়, তাহা হইলে একের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত পারণ করিবে না।

সাংযোগিকে ব্রতে প্রাপ্তে যস্তেকোঽপি বিযোজ্যতে।
তত্রৈব পারণং কুর্য্যা দেবং বেদবিদুঃ॥

তিথি নক্ষত্রয়োঃ সংযোগে কৃতং সাংযোগিকং, তস্মিন। ন কেবলং দ্বৌ একোঽপি। তিথি ভান্তে চ পারণ মিতি দ্বয়ো রেব সাম্যেন।

তিথি এবং নক্ষত্র সংযোগে যে ব্রত হয়, তাহার পারণ, তিথি নক্ষত্র সংযুক্ত ব্রতে কেবল যে দুইয়ের বিয়োগে পারণ হয় তাহা নহে, এক বিয়োগেও পারণ হয়। সম হইলে দুইয়ের বিয়োগে, অসম হইলে এক বিয়োগেও পারণ হয়। ইহা বেদজ্ঞগণ অবগত আছেন।

দেড় প্রহর রাত্রি মধ্যে যদি একেরও বিয়োগ না হয়, তবে দুইয়ের অবিয়োগে প্রাতেই উৎসবান্তে পারণ করিবে।

তিথ্যন্তে বোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণং।
উপবাসেষু সর্ব্বেষু পূর্ব্বাহ্নে পারণং ভবেৎ॥

ব্রতী তিথ্যন্তে বা উৎসবান্তে পারণ করিবে। সমুদয় উপবাসে পূর্ব্বাহ্নে পারণ হয়।

মুনিগণ দেড় প্রহর রাত্রি মধ্যে ভোজনের বিধান করিয়াছেন,—

কাত্যায়নঃ—

মুনিভি র্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্ত্যবাসিনাং।
নিত্যং অহনিচ তমস্বিন্যাং সার্দ্ধ প্রহর যামান্তঃ॥

মর্ত্ত্যবাসী ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে মুনিগণ দুইবার নিত্য ভোজনের বিধান করিয়াছেন। দিনে একবার, রাত্রিতে দেড় প্রহরের মধ্যে একবার। এই নিমিত্ত দেড় প্রহর রাত্রি মধ্যে পারণ বিহিত। দেড় প্রহর রাত্রির পর মহানিশা, মহানিশায় ভোজন নিষেধ।

মহানিশা চ সার্দ্ধ প্রহরানন্তরং ভবতীতি তিথিতত্ত্বং।

রাত্রিতে পারণ নিষেধ।

ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যা দৃতে বৈ রোহিণী ব্রতাৎ।
নিশাযাং পারণং কুর্য্যা দ্বর্জ্জয়িত্বা মহানিশাং॥

রোহিণী ব্রত ভিন্ন রাত্রিতে পারণ করিবে না। রোহিণী ব্রতেও দেড় প্রহর রাত্রি মধ্যে (নিশায়) পারণ করিব মহানিশায় পারণ করিবে না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

একাদশী শতাদ্রাজ ন্নধিকং রোহিণী ব্রতং।
ততো হি দুর্ল্লভং মত্বা তস্যাং যত্নং সমাচরেৎ॥

হে রাজন! শত একাদশী হইতে রোহিণী ব্রত শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু দুর্ল্লভ মনে করিয়া তাহাতে যত্ন করিবে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রঘুনন্দন রোহিণী ব্রতের এই মাহাত্ম্য দেখিয়া জয়ন্তী জন্মাষ্টমীকে রোহিণী ব্রত বলিয়াছেন। তদনুসারেই তিনি দেড়প্রহর রাত্রি মধ্যে পারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রোহিণী ব্রতের লক্ষণ বলেন নাই।

তিথিবিবেক, কালবিবেক, কালমাধব, হেমাদ্রি, নির্ণয়ামৃত, নির্ণয়সিন্ধু, কালনির্ণয় প্রভৃতি স্মার্ত্ত গ্রন্থে, নৃসিংহ পরিচর্য্যা, হরিভক্তিবিলাস, নৃসিংহপ্রসাদ কালনির্ণয়সার প্রভৃতি বৈষ্ণব স্মৃতিতে রোহিণী যুক্ত জন্মাষ্টমীকে জয়ন্তী বলা হইয়াছে, কোথাও রোহিণী ব্রত বলা হয় নাই, কেবল রঘুনন্দনই জয়ন্তী জন্মাষ্টমীকে রোহিণী ব্রত বলিয়াছেন।

জয়ন্তী জন্মাষ্টমী যদি রোহিণী ব্রত হয়, তবে জয়ন্তী দ্বাদশী রোহিণীব্রত না হইবে কেন?

হরিভক্তিবিলাসে ১৩ বিলাসে অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্ণয়ে, জয়ন্তী লক্ষণ।

ব্রহ্মপুরাণে—

যদাতু শুক্ল দ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপ হরা তিথিঃ॥ ১৩বি ১৬১

যদি শুক্লা দ্বাদশীতে রোহিণীর যোগ হয়, তবে তাহার নাম জয়ন্তী মহাদ্বাদশী, সে সমুদয় পাপ হরণ করে।

এই জয়ন্তী দ্বাদশী রোহিণী ব্রত না হইবার কি বিনিগমক আছে?

জয়ন্তী জন্মাষ্টমী রোহিণী ব্রত নহে,—রোহিণী ব্রত যে ভিন্ন তাহা কালমাধবে পাওয়া যাইতেছে।

শিবরাত্রি প্রসঙ্গে

স্কন্দপুরাণে—

জন্মাষ্টমী রোহিণী চ শিবরাত্রি স্তথৈবচ।
পূর্ব্ব বিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা তিথি ভান্তে চ পারণং॥

জন্মাষ্টমী ব্রত, রোহিণী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, পূর্ব্ব বিদ্ধাই কর্ত্তব্য, তিথি এবং নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে।

কালমাধবের মতে—

জন্মাষ্টমী জয়ন্তী এক, ফল বিশেষার্থ রোহিণী যোগ বলা হইয়াছে।*

"জন্মাষ্টমী রোহিণী চ" ইত্যাদি স্কান্দ বচনে "রোহিণীচ" এই চকার দ্বারা রোহিণীব্রতের ভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং জয়ন্তী জন্মাষ্টমী রোহিণী ব্রত নহে। ইহা প্রতিপন্ন হইল। রোহিণী ব্রত অগ্রে প্রদর্শিত হইবে।

হরিভক্তিবিলাসে ১৫শ বিলাসে জন্মাষ্টমী প্রকরণে বিদ্ধা বিষয়ে।

পূর্ব্বদিন উপবাসে তিথিনক্ষত্র পরদিন রাত্রিতে অবস্থিতি করিলে পারণ বিধান।

গৌতমীয় তন্ত্রে—

পরে হ্নি পারণং কুর্য্যাত্তিথ্যন্তে বাথ ঋক্ষতঃ।
যদৃক্ষং বা তিথির্বাপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা॥
দিবসে পারণং কুর্য্যা দন্যথা পতনং ভবেৎ॥ ১৮১।১৫বি

পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া পরদিন তিথ্যন্তে অথবা নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে। যদি নক্ষত্র বা তিথি বৃদ্ধিক্রমে রাত্রিতে অবস্থিতি করে, তবে দিবসেই পারণ করিবে। অন্যথা করিলে পতন হইবে।

* জন্মাষ্টমী জয়ন্তীভ্যাং ব্যবহ্রিয়মাণং ব্রত মেকমেব। জন্মাষ্টমী মাশ্রিত্য ফল বিশেষায় জয়ন্তী নামকো রোহিণী যোগো বিধীয়তাং।

নির্ণয়ামৃতে—

কার্য্যা বিদ্ধাপি সপ্তম্যা রোহিণী সহিতাষ্টমী।
অত্রাষ্টম্যন্তে পারণং রোহিণ্যন্তো নাপেক্ষিতঃ॥

রোহিণীযুক্ত অষ্টমী সপ্তমী বিদ্ধা হইলেও উপোষ্য। অষ্টমীর অন্তে পারণ করিবে, রোহিণ্যন্তের অপেক্ষা করিবে না।

নক্ষত্রান্তে পারণ বিধান রোহিণী শ্রবণা ভিন্ন ব্রত বিষয়ে।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

যাঃ কাশ্চি ত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্র যোগতঃ।
ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যা দ্বিনা শ্রবণ রোহিণীং॥

নক্ষত্র সংযোগে যে সকল তিথি পুণ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে, শ্রবণা এবং রোহিণী ভিন্ন সেই সকল নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। শ্রবণা এবং রোহিণীর মধ্যেই পারণ করিবে।

যদি পূর্ব্ববিদ্ধা উপবাসে তিথি নক্ষত্রের রাত্রির সার্দ্ধ যামে বা অর্দ্ধরাত্রে অবসান হয়, তাহা হইলে উপবাসের পরদিনে পূর্ব্বাহ্নে পারণ করিবে।

তিথ্যৃক্ষয়ো র্যদা ছেদো নক্ষত্রান্ত মথাপিবা।
অর্দ্ধরাত্রে হপিবা কুর্য্যাৎ পারণ ত্বপরে হহনি॥

টীকা সরলা। যদা তিথ্যৃক্ষয়ো র্তিথি নক্ষত্রয়ো র্চ্ছেদঃ অন্তঃ, নক্ষত্রান্তমিতি একতরোপ লক্ষণং। তিথ্যন্তো বা নক্ষত্রান্তো বা ভবতি। অর্দ্ধরাত্রে হপিবা ইতি। ন কেবলং সার্দ্ধ যামে অর্দ্ধরাত্রে হপি তিথ্যন্তো বা নক্ষত্রান্তো বা ভবতি, রাত্রৌ পারণ নিষেধাৎ অপরে হহনি উপবাস পরদিনে দিবৈব পারণ কুর্য্যাৎ। সর্ব্বেষ্বে বোপবাসেষু দিবা পারণ মিষ্যতে ইতি, যাম ত্রয়োর্দ্ধ গামিন্যাং প্রাতরেবহি পারণ মিতি, যদৃক্ষং বা তিথি র্বাপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা। দিবসে পারণং কুর্য্যা দন্যথা পতনং ভবে দিত্যাদি বচনেভ্যঃ।

দিবাতে তিথি নক্ষত্র উভয়ের অন্তে অথবা তিথির অন্তে বা নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। রাত্রে সার্দ্ধ যামে বা অর্দ্ধরাত্রে তিথি নক্ষত্র উভয়ের অন্ত অথবা তিথির অন্ত বা নক্ষত্রের অন্ত হইলে রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ বলিয়া উপবাসের পরদিনে দিবাতেই পারণ করিবে।

এই বিষয়ে প্রমাণ—

সমস্ত উপবাসেই দিবাতে পারণ বিহিত। তিথি নক্ষত্র যামত্রয়ের উর্দ্ধে গমন করিলে প্রাতে (পূর্ব্বাহ্নে) পারণ করিবে।

তিথি বা নক্ষত্র রাত্রিতে অবস্থিতি করিলে দিনেই পারণ করিবে। অন্যথা করিলে পতন হইবে।

হরিভক্তিবিলাসে—

ষদ্ধা তিথ্যৃক্ষয়োরেব দ্বয়োরন্তে তু পারণং।
সমর্থানা মশক্তানাং দ্বয়োরেক বিয়োগতঃ॥ ১৫বি ১৮৩

হরিভক্তিবিলাসের দিগ্‌দর্শনী—

উপবাস দ্বয় শক্তানাং দ্বয়ো রেবান্তে পারণং, অশক্তানান্তু দ্বয়োর্মধ্যে একতর-বিচ্ছেদে পারণং। ইতি কেষাচিন্মতং। ১৫বি ১৮৩

কাশীরামঃ।

রায় মুকুটস্তু একতরাবসানে পারণ মিতি অসমর্থ পরং। উভয়াবসানে পারণ মিতি সমর্থ পরং।

কেচিত্তু মহানিশায়া মুভয়স্থিতি স্তদা উপবাসদ্বয়ং তৃতীয় দিবসে পারণং কুর্য্যাৎ ইত্যাহুঃ।

সপ্তমী বিদ্ধা উপবাসেই পরদিনে তিথি নক্ষত্রের অর্দ্ধযামে বা অর্দ্ধরাত্রে অথবা তদূর্দ্ধেও প্রবেশ হইতে দেখা যায়।

এইরূপ হইলে কেহ বলেন উপবাসদ্বয়ে শক্তব্যক্তি তিথি নক্ষত্রের অন্তে, অশক্ত ব্যক্তি একতরের বিচ্ছেদে পারণ করিবে।

কেহ বলেন একতরের অবসানে পারণ অসমর্থ পর, উভয়াবসানে পারণ সমর্থ পর, কেহ বলেন, মহানিশায় উভয়ের স্থিতি হইলে দুই উপবাস করিয়া তৃতীয় দিনে পারণ করিবে। এই সমস্ত মত নিরস্ত হইল, কারণ, পারণ বচন সকলে শক্তাশক্ত বিশেষ নির্দ্দেশ নাই, সামান্য নির্দ্দেশ আছে, শক্তাশক্তের একদিনেই অর্থাৎ উপবাসের পরদিনেই পূর্ব্বাহ্নে পারণ হইবে। পারণ বচন সকলের অর্থ বিচার করিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন।

স্মার্ত্তমতে সার ব্যবস্থা

একদিনে জয়ন্তী লাভে সেইদিনে উভয়দিনে জয়ন্তীলাভে পরদিনে।

একদিনে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী হইলে সেইদিনে। উভয়দিনে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী হইলে পরদিনে।

রোহিণীর অলাভে, একদিনে অর্দ্ধরাত্র সম্বন্ধ হইলে সেইদিনে। উভয়দিনে অর্দ্ধরাত্র সম্বন্ধ হইলে বা না হইলে পরদিনে উপবাস হইবে।

তিথি নক্ষত্রের অন্তে পারণ, রাত্রি দেড়প্রহর মধ্যে একতরের অবসানে পারণ। মহানিশায় উভয়ের স্থিতি হইলে সেইদিনে পূর্ব্বাহ্নে উৎসবান্তে পারণ।

যাহারা জয়ন্তী বা রোহিণ্যষ্টমীকে রোহিণীব্রত স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে সম হইলে তিথি নক্ষত্রের অন্তে পারণ, অসম হইলে একতর বিয়োগে পারণ। তিথি নক্ষত্র রাত্রিতে প্রবিষ্ট হইলে প্রাতে উৎসবান্তে পারণ।

ব্রতনির্ণয় গ্রন্থে

অথ রোহিণী ব্রত নির্ণয়ঃ

ভবিষ্যোত্তরে—

কার্ত্তিকে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সম্ভবে দ্রোহিণী ব্রতং।
অর্দ্ধরাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ অর্দ্ধরাত্রে হ্থবা পুনঃ॥
চন্দিরেণ চ রোহিণ্যা সংযোগো রোহিণী ব্রতং।
তত্রোপবাসদানাদ্য মক্ষয়ং পরিকীর্ত্তিতং॥
একাদশী শতাদ্রাজন্ন ধিকং রোহিণী ব্রতং।
ততো হি দুর্ল্লভং মত্বা তস্যাং যত্নং সমাচরেৎ॥
বাসরে বা নিশায়াং বা ঋক্ষান্তে পারণং ভবেৎ।
মহানিশাং গতে ঋক্ষে দিবা তত্রৈব পারণং॥ ইতি

কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমা তিথিতে রোহিণী ব্রতের সম্ভাবনা আছে। অর্দ্ধরাত্রে অথবা অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে চন্দ্রের সহিত রোহিণীর যোগ হইলে রোহিণী ব্রত হয়।

তাহাতে উপবাস দানাদি অক্ষয় হয়।

শত একাদশী হইতেও রোহিণী ব্রত শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু দুর্ল্লভ মনে করিয়া তাহাতে যত্ন করিবে।

দিনেই হউক বা রাত্রিতেই হউক নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে। রোহিণী মহানিশাগত হইলে দিবাতে রোহিণী মধ্যেই পারণ করিবে।

গ্রন্থান্তরে—

> ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈরোহিণী ব্রতাৎ।
> নিশায়াং পারণং কুর্য্যা দ্বর্জ্জয়িত্বা মহানিশাং ॥

রোহিণী ব্রত ভিন্ন রাত্রিতে পারণ করিবেনা। রোহিণীব্রতেও নিশায় পারণ করিবে, মহানিশায় পারণ করিবেনা।

এখন রামনবমীও নৃসিংহ চতুর্দ্দশী বলা যাইতেছে।

রামনবমী—

চৈত্রমাসের শুক্লানবমী রামনবমী।

অষ্টমীবিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা নবমীতে উপবাস হইবে, দশমীতে পারণ হইবে। নবমীক্ষয়ে বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকলেরই অষ্টমী বিদ্ধানবমী উপোষ্য, দশমীতে পারণ। একাদশীক্ষয়ে অল্প দশমীতে পারণ হইবে। অল্প দ্বাদশীতে পারণের যে ব্যবস্থা অল্প দশমীতে পারণেরও সেই ব্যবস্থা।

"বাধক না থাকিলে একত্র দৃষ্ট শাস্ত্রার্থ অন্যত্র কল্পিত হয়।"

দশমীতে পারণের সম্ভবনা হইলেই বিদ্ধা নবমী উপোষ্য। বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। তাহা দ্রষ্টব্য।

রামনবমীর পারণ মন্ত্র—

> তবপ্রসাদ স্বীকারাৎ কৃতং যৎ পারণংময়া।
> ব্রতেনানেন সন্তুষ্টঃ স্বস্তি ভক্তিং প্রযচ্ছমে ॥ ইতি—

নৃসিংহ চতুর্দ্দশী—

বৈশাখের শুক্লাচতুর্দ্দশী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী।

"বৈষ্ণবৈ র্নতু কর্ত্তব্যা স্মরবিদ্ধা চতুর্দ্দশী।"

বৈষ্ণবেরা ত্রয়োদশী বিদ্ধা চতুর্দ্দশী করিবেই না।

এইস্থলে "বৈষ্ণবৈঃ" এই উপাদান থাকায় অবৈষ্ণবেরা ত্রয়োদশী বিদ্ধাও করিতে পারেন।

তিথিক্ষয়ে বৈষ্ণবেরও ত্রয়োদশী বিদ্ধা গ্রাহ্য।

বৈষ্ণবোপবাস ব্রতমীমাংসায় বিস্তৃত বর্ণিত আছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

রামনবমীর পারণ মন্ত্রেই নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর পারণ হইবে। ইতি—

এখন শিবরাত্রি বলা যাইতেছে।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রতমীমাংসা পরিশিষ্টে জন্মাষ্টম্যাদি নির্ণয়ো নাম সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ। *

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

শিবরাত্রিঃ

বৈষ্ণবমত

বৈষ্ণবোপবাস ব্রতমীমাংসায় বিস্তৃতরূপে বৈষ্ণব মত বর্ণিত হইয়াছে এইস্থলে সংক্ষেপে বৈষ্ণবমত বলা যাইতেছে।

বৈষ্ণব মতে ত্রয়োদশী বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে ব্রত হয়না।

অর্দ্ধরাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ জয়া যোগো যদা ভবেৎ।
পূর্ব্ববিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ॥

"শিবপ্রিয়ৈঃ" এই উপাদান থাকায় শিবভক্তগণের পূর্ব্ব বিদ্ধাই কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবের পূর্ব্ববিদ্ধা কর্ত্তব্য নহে। বিদ্ধাবর্জ্জন বৈষ্ণবের সম্বন্ধেই সিদ্ধ হইয়াছে।

অমাবস্যা দিনে চতুর্দ্দশী চারি দণ্ড থাকিলে অমাবস্যা যুক্ত করিবে। চারি-দণ্ডের কম হইলে ত্রয়োদশীযুক্ত করিবে। তিথিক্ষয়ে ত্রয়োদশীযুক্ত গ্রাহ্য।

মাঘফাল্গুনয়োর্মধ্যে যাস্যা চ্ছিব চতুর্দ্দশী।
অনঙ্গেন সমাযুক্তা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা তিথিঃ॥
অনঙ্গেন ত্রয়োদশ্যা

মাঘ ও ফাল্গুনের মধ্যে যে চতুর্দ্দশী তাহা ত্রয়োদশী যুক্ত করিবে।

বৈষ্ণবমতে এই বচনটীর তিথিক্ষয় বিষয়েই সঙ্গতি হইতেছে। নচেৎ বৈষ্ণবমতে তিথিক্ষয়ে উপবাসের লোপাপত্তি হয়।

এখন স্মার্ত্তমত বলা যাইতেছে।

স্মার্ত্তমত

বায়ুপুরাণে—

ত্রয়োদশ্যস্তগে সূর্য্যে চতসৃষ্বেব নাড়ীষু।
ভূতবিদ্ধাতু যা তত্র শিবরাত্রি ব্রত ঞ্চরেৎ ॥

ত্রয়োদশীতে সূর্য্য অস্ত গেলে পর চারি দণ্ড অর্থাৎ প্রদোষবিদ্ধা যে চতুর্দ্দশী তাহাতেই শিবরাত্রি ব্রত করিবে।

গৌতমীয়ে—

দিবামান প্রমাণেন যাতু রাত্রৌ চতুর্দ্দশী।
শিবরাত্রিস্ত সা জ্ঞেয়া চতুর্দ্দশ্যান্তু পারণং ॥

টীকা।—দিবামানং অষ্টাবিংশতি দণ্ডাদধিকং, তৎ প্রমাণেন যদি রাত্রৌ চতুর্দ্দশী বর্ত্ততে, তদা ব্রতং স্যাৎ। অনেন মহানিশা ব্যাপ্তি রুক্তা। ইতি কাশীরামঃ।

ত্রয়োদশী দিন রাত্রিতে চতুর্দ্দশী আঠাইস ২৮ দণ্ডের অধিক হইলে শিবরাত্রি হইবে। পরদিন চতুর্দ্দশীতে পারণ হইবে। বচনদ্বয়ে মহানিশাব্যাপ্তি এবং প্রদোষব্যাপ্তি লাভ হইল।

ঈশান সংহিতায়াং—

অর্দ্ধ রাত্রাদধ শ্চোর্দ্ধং যুক্তা যত্র চতুর্দ্দশী।
ব্যাপ্তা সা দৃশ্যতে যস্যাং তস্যাং কুর্য্যাদ্ ব্রতং নরঃ ॥

টীকা সরলা।—অত্র রাত্রে র্ভাগদ্বয় মুচ্যতে। অর্দ্ধরাত্রাদধঃ পূর্ব্বভাগং অর্দ্ধরাত্রাদূর্দ্ধং পরভাগং ব্যাপ্তা, শাস্ত্রে বৃক্ষবদ্ব্যবহার ইতি ন্যায়াৎ।

যেদিন অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বভাগ প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধরাত্রের পরভাগ প্রাপ্ত হয়, সেইদিনে মানবগণ ব্রত করিবে। এই বচনেও প্রদোষ এবং অর্দ্ধরাত্রব্যাপ্তি লাভ হইল।

তত্রৈব—

পূর্ব্বেদ্যু রপরেদ্যুর্বা মহানিশি চতুর্দ্দশী।
ব্যাপ্তা সা দৃশ্যতে যস্যাং তস্যাং কুর্য্যাদ্ ব্রতং নরঃ ॥

পূর্ব্বদিনেই হউক, বা পরদিনেই হউক, যেদিন মহানিশা ব্যাপিয়া চতুর্দ্দশী থাকিবে, সেইদিনেই মানবেরা ব্রত করিবে।

দেবলঃ—

মহানিশা দ্বে ঘটিকে রাত্রে র্মধ্যম যাময়োঃ।

রাত্রির মধ্যম দুই প্রহরের দুইদণ্ড মহানিশা। ১৬.১ দণ্ড।

ফল কথা, পূর্ব্বদিন প্রদোষ ও মহানিশা পাইলে পূর্ব্বদিন, পরদিন প্রদোষ ও মহানিশা পাইলে পরদিন ব্রত হয়। কারণ উভয়কাল ব্যাপ্তির অনুরোধ আছে। পূর্ব্বদিন প্রদোষকালের পর চতুর্দ্দশী আরব্ধ হইয়া পরদিন প্রদোষকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিলে পূর্ব্বদিন ব্রত হইবে। কারণ প্রধানকাল ব্যাপ্তির অনুরোধ। জন্মাষ্টমীতে যেমন অর্দ্ধরাত্র ব্যাপ্তি মুখ্যকাল, সেইরূপ এই স্থলেও নিশিথব্যাপ্তি প্রধান কাল।

প্রমাণ ঈশান সংহিতায়—

পূর্ব্বে দ্যু রপরেদ্যু র্বা মহানিশি চতুর্দ্দশী।
ব্যাপ্তা সা দৃশ্যতে যস্যাং তস্যাং কুর্য্যাদ্ ব্রতং নরঃ॥

পূর্ব্বদিন অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশী আরব্ধ হইয়া পরদিন অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইলে পূর্ব্বদিন ব্রত হইবে।

নাগর খণ্ডে—

মাঘ ফাল্গুনয়ো র্মধ্যে যা স্যা চ্ছিব চতুর্দ্দশী।
অনঙ্গেন সমাযুক্তা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা তিথিঃ॥

অনঙ্গঃ ত্রয়োদশী—

মাঘ এবং ফাল্গুনের মধ্যে যে চতুর্দ্দশী তাহা সর্ব্বদা ত্রয়োদশীযুক্ত করিবে।

স্কান্দে—

পূর্ব্ব বিদ্ধা তু কর্ত্তব্যা শিবরাত্রি র্বলে র্দিনং।
শিবরাত্রি এবং বলি প্রতিপৎ পূর্ব্ব বিদ্ধাকর্ত্তব্য।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

জয়ন্তী শিবরাত্রিশ্চ কার্য্যে ভদ্রা জয়ান্বিতে।
সপ্তমীযুক্ত জয়ন্তী জন্মাষ্টমী এবং ত্রয়োদশীযুক্ত শিবরাত্রি কর্ত্তব্য।

ভবিষ্যে—

অর্দ্ধরাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ জয়া যোগো ভবেদ্ যদি।
পূর্ব্ববিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ॥

অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে যদি ত্রয়োদশীর সহিত চতুর্দ্দশীর যোগ হয়, তবে পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্তই শিবভক্তগণের কর্ত্তব্য।

"অর্দ্ধরাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ" এই উপাদান থাকায় অর্দ্ধরাত্রের পর জয়া অর্থাৎ ত্রয়োদশী যোগে পূর্ব্ববিদ্ধা কর্ত্তব্য নহে, পরবিদ্ধা কর্ত্তব্য, ইহা উপলব্ধি হইল।

কালমাধব ধৃত বচন—

মহতামপি পাপানাং দৃষ্টা বৈ নিঃ কৃতিঃ পুরা।
ন দৃষ্টা কুর্ব্বতাং পুংসাং কুহূযুক্তাং তিথিং শিবাং॥

মহাপাপের ও নিষ্কৃতি দেখা যায়, কিন্তু অমাবস্যাযুক্ত শিবরাত্রি ব্রতকারীর নিষ্কৃতি দেখা যায় না। এই যে ত্রয়োদশীযুক্তের বিধি অমাবস্যাযুক্তের নিষেধ তাহা অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে জয়াযোগ বিষয়ে বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বদিন অর্দ্ধরাত্রের পর চতুর্দ্দশী আরব্ধ হইয়া পরদিন অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইলে পরদিন ব্রত হইবে।

"প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ॥"

প্রদোষব্যাপিনী শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী শিবপ্রিয়গণের কর্ত্তব্য।

এই স্থলেই—

লিঙ্গপুরাণে—

শিবরাত্রি ব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ।
একেনৈবোপবাসেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥

ভূতং চতুর্দ্দশী, কামবিদ্ধং ত্রয়োদশী যুক্তং ব্যপহতি নাশয়তি।

শিবরাত্রি ব্রতে ত্রয়োদশীবিদ্ধ চতুর্দ্দশী বর্জ্জন করিবে। এক উপবাসেই ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ নষ্ট হয়।

পরাশরঃ—

মাঘাসিতং ভূতদিনং হি রাজ,
ন্নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা।
জয়াপ্রযুক্তাং নতু জাতুকুর্য্যা,
চ্ছিবস্য রাত্রিং প্রিয়কৃ চ্ছিবস্য॥

টীকা সরলা। হে রাজন্! যদি মাঘাসিতং মাঘমাসস্য কৃষ্ণ পক্ষীয়ং ভূতদিনং চতুর্দ্দশী পঞ্চদশ্যা অমাবস্যায়াসহ যোগং দ্বিমুহূর্ত্ত যোগং উপৈতি প্রাপ্নোতি তদা শিবস্য প্রিয়কৃৎ শিবভক্তঃ জাতু কদাচিৎ শিবস্য রাত্রিং ন তু কুর্য্যাৎ। নমু পঞ্চদশ্যা সহ চতুর্দ্দশ্যা যোগো ভবত্যেব 'যদি' ইত্যনেন কিং, সত্যং যদি যোগং দ্বিমুহূর্ত্ত যোগং দ্বিমুহূর্ত্তেণ ভোবেদ্ যোগ, ইতি লোলাক্ষিন্যায়াৎ।

মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী যদি অমাবস্যার সহিত দ্বিমুহূর্ত্ত যোগ হয়, তবে শিবের প্রিয়কারী ব্যক্তি ত্রয়োদশীযুক্ত শিবরাত্রি কথনই করিবেনা।

এই ত্রয়োদশী বিদ্ধা নিষেধক বচনদ্বয়ের এবং—

লিঙ্গপুরাণে—

শিবাঘোরা তথাপ্রেতা সাবিত্রী চ চতুর্দ্দশী।
কুহূযুক্তৈব কর্ত্তব্যা কুহ্বা মেবহি পারণং॥

শিব চতুর্দ্দশী, অঘোর চতুর্দ্দশী, প্রেত চতুর্দ্দশী, সাবিত্রী চতুর্দ্দশী, এই সমুদয় চতুর্দ্দশী অমাবস্যা যুক্তই করিবে। অথচ অমাবস্যাতেই পারণ করিবে।

অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দ্দশী বিধায়ক ইত্যাদি বচনের এই স্থলেই সঙ্গতি। অর্থাৎ বচনত্রয়ের পরদিনে উপবাস বিষয়ে সঙ্গতি।

স্মার্ত্তমতে কথনও বা ত্রয়োদশী বিদ্ধায় কথনও বা অমাবস্যা বিদ্ধায় উপবাস হইয়া থাকে।

ফলকথা। পূর্ব্বদিন অর্দ্ধরাত্র ব্যাপিনী চতুর্দ্দশী হইলে পূর্ব্ববিদ্ধা প্রতিপাদক বচন সকলের সমন্বয়।

পূর্ব্বদিন অর্দ্ধরাত্রের পর চতুর্দ্দশী আরব্ধ হইলে পরদিনে বিদ্ধা নিষেধক বচন সকলের সমন্বয়।

অর্থাৎ পূর্ব্বদিন উপবাস নিষিদ্ধ, পরদিন উপবাস বিধেয়।

স্মার্ত্তমতে বিরুদ্ধ বচনের সমাধান লিখিত হইয়াছে।

এখন বৈষ্ণবমতে বিরুদ্ধ বচনের সমাধান লিখিত হইতেছে।

"পূর্ব্ববিদ্ধাতু কর্ত্তব্যা শিবরাত্রি র্বলে র্দিনং।"
"জয়ন্তী শিবরাত্রিশ্চ কার্য্যেভদ্রা জয়ান্বিতে।"
মাঘ ফাল্গুনয়ো র্মধ্যে যাস্যা চ্ছিব চতুর্দ্দশী।
অনঙ্গেন সমাযুক্তা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা তিথিঃ॥

"অৰ্দ্ধরাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ জয়াযোগো ভবেদ্ যদি।
পূর্ব্ব বিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা শিবরাত্রিঃ শিবপ্রিয়ৈঃ॥"

ইত্যাদি পূর্ব্ববিদ্ধা বিধায়ক বচন বলে পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ ত্রয়োদশী বিদ্ধার কর্ত্তব্যতাহেতুক—

"শিবরাত্রি ব্রতেভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ।"
"মাঘাসিতং ভূত দিনং হি রাজ
ন্নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা।
জয়া প্রযুক্তং ন তু জাতু কুর্য্যা
চ্ছিবস্য রাত্রিং প্রিয়কৃ চ্ছিবস্য॥

ইত্যাদি ত্রয়োদশী বিদ্ধা নিষেধক বচনদ্বয়ের সঙ্গতি বৈষ্ণব পক্ষেই হইতেছে।

"অৰ্দ্ধরাত্রাৎ পুরস্তাচ্চ" ইত্যাদি বচনে "শিবপ্রিয়ৈঃ" এই উপাদান থাকায় "বিদ্ধাব্রত বৈষ্ণবের অকর্ত্তব্য" ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"মহতা মপি পাপানাং" ইত্যাদি বচনদ্বারা অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দ্দশী ব্রতের নিষিদ্ধত্বহেতু "মাঘাসিতং ভূতদিনং হি রাজন্" ইত্যাদি বচনদ্বারা ব্যতিরেক মুখেও অমাবস্যাযুক্ত শিবরাত্রি ব্রতের সঙ্গতি বৈষ্ণব বিষয়েই হইতেছে।

মহতা মপি পাপানাং দৃষ্টা বৈ নিঃকৃতিঃ পুরা।
ন দৃষ্টা কুর্ব্বতাং পুংসাং কুহূযুক্তাং তিথিং শিবাং॥

ইত্যাদি বচনদ্বারা অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দ্দশীর নিষিদ্ধত্ব হেতুক—

শিবা ঘোরাতথা প্রেতা সাবিত্রীচ চতুর্দ্দশী।
কুহূযুক্তৈব কর্ত্তব্যা কুহ্বা মেবহি পারণং॥

ইত্যাদি বচনদ্বারা অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দ্দশীর বিধান বৈষ্ণব বিষয়েই হইতেছে।

ফলকথা, ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশী অবৈষ্ণবপর, অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দ্দশী বৈষ্ণবপর বুঝিতে হইবে।

স্মার্ত্তমতে সার ব্যবস্থা

যেদিন প্রদোষও অৰ্দ্ধরাত্র ব্যাপিনী চতুর্দ্দশী হইবে, সেইদিনে ব্রত।

পূর্ব্বদিন অৰ্দ্ধরাত্রের পর চতুর্দ্দশী আরব্ধ হইয়া পরদিন অৰ্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইলে পরদিনে ব্রত হইবে।

ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশীর পারণ চতুর্দ্দশীতে হইবে। চতুর্দ্দশী অন্ত পর্য্যন্ত থাকিলে বা রাত্রিতে প্রবিষ্ট হইলে পূর্ব্বাহ্নে পারণ করিবে।

রাত্রিতে ভোজন নিষেধ

ভূতাষ্টম্যো র্দিবা ভুক্ত্বা রাত্রৌ ভুক্ত্বাচ পর্ব্বণি।
একাদশ্যাং দিবারাত্রৌ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥

চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে দিবাতে ভোজন, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় রাত্রিতে ভোজন, একাদশীতে দিবা কিম্বা রাত্রিতে ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে।

অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দ্দশীর পারণ অমাবস্যায় হইবে।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রতমীমাংসা পরিশিষ্টে শিবরাত্রি নির্ণয়ো নাম অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ। *

নবমঃ অধ্যায়ঃ

দশাবতার জয়ন্তী

কমলাকর ভট্ট কৃত নির্ণয়সিন্ধৌ

দশাবতার নির্ণয়ে—

অত্রৈব প্রসঙ্গাদ্দ শাবতার জয়ন্ত্যো নির্ণীয়ন্তে।

এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে দশাবতারের জয়ন্তী অর্থাৎ জন্মতিথি নির্ণয় করা যাইতেছে।

অত্র পুরাণ সমুচ্চয়ে—

মৎস্যো ২ ভূ দ্ধুতভুগ্ দিনে মধুসিতে কূর্ম্মো বিধৌ মাধবে,
বারাহো গিরিজাসুতে নভসি যদ্ভূতে সিতে মাধবে।
সিংহো ভাদ্রপদে সিতে হরিতিথৌ শ্রীবামনো মাধবে,
রামো গিরি তিথা বতঃ পরমভূ দ্রামো নবম্যাং মধোঃ।
কৃষ্ণো ২ষ্টম্যাং নভসি সিতপরে চাশ্বিনে যদ্দশাম্যাং,
বুদ্ধঃ কল্কী নভসি সমভূ চ্ছুক্লষষ্ঠ্যাং ক্রমেণ ॥

* টীকা সরলা। মধুসিতে চৈত্র শুক্লপক্ষে হুতভুগ্ দিনে তৃতীয়া তিথৌ মৎস্যঃ মৎস্যাবতারঃ অভূৎ বভূব। অভূদিতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। সিতে ইতি—সর্ব্বত্রান্বয়ঃ।

মাধবে বৈশাখে সিতে শুক্লপক্ষে বিধৌ দ্বাদশ্যাং তিথৌ কূর্ম্মঃ কূর্ম্মাবতারঃ অভূৎ। নভসি শ্রাবণে সিতে শুক্লপক্ষে গিরিজাসুতে চতুর্থ্যাং তিথৌ বারাহো বরাহাবতারঃ অভূৎ। মাধবে বৈশাখে সিতে শুক্লপক্ষে ভূতে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ সিংহঃ নরসিংহাবতারঃ অভূৎ। ভাদ্রপদে ভাদ্রে সিতে শুক্লপক্ষে হরিতিথৌ দ্বাদশ্যাং তিথৌ শ্রীবামনঃ বামনাবতারঃ অভূৎ। মাধবে বৈশাখে সিতে শুক্লপক্ষে গিরিতিথৌ তৃতীয়া তিথৌ রামঃ পরশুরামঃ ভৃগুরামাবতারঃ অভূৎ।

মধোঃ চৈত্রস্য সিতে শুক্লপক্ষে নবম্যাং তিথৌ রামঃ শ্রীরামাবতারঃ অভূৎ।

নভসি শ্রাবণে সিতপরে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাবতারঃ অভূৎ।

আশ্বিনে সিতপরে কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাং তিথৌ বুদ্ধঃ বুদ্ধাবতারঃ অভূৎ।

নভসি শ্রাবণে শুক্ল ষষ্ঠ্যাং কল্কী কল্কীনামাবতারঃ ক্রমেণ সমভূৎ। ক্রমেণেতি মৎস্যাদি ক্রমেণ।

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে মৎস্যাবতার, বৈশাখের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে কূর্ম্মাবতার, শ্রাবণের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে বরাহ অবতার। বৈশাখের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে নৃসিংহ অবতার, ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে বামন অবতার, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পরশুরাম অবতার, চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে শ্রীরাম অবতার, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণ অবতার, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথিতে বুদ্ধ অবতার, এবং শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে কল্কী অবতার আবির্ভূত হন। মৎস্যাদি, ক্রমে প্রকট হইয়াছেন।

অহ্নো মধ্যে বামনো রাম রামৌ,
মৎস্যঃ ক্রোড় শ্চাপরাহ্নে বিভাগে।
কূর্ম্মঃ সিংহো বুদ্ধঃ কল্কীচ সায়ং,
কৃষ্ণো রাত্রৌ কাল সাম্যেচ পূর্ব্বে॥

টীকা সরলা। অহ্নোমধ্যে মধ্যাহ্নে বামনঃ রামরামৌ, অপরাহ্নে বিভাগে মৎস্যঃ, ক্রোড়ঃ বরাহঃ, সায়ংকালে কূর্ম্মঃ, সিংহঃ নৃসিংহঃ, বুদ্ধঃ কল্কীচ, কালসাম্যেচ পূর্ব্বে রাত্রৌ মধ্যরাত্রে কৃষ্ণঃ।

মধ্যাহ্নে বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, অপরাহ্নকালে মৎস্য, বরাহ, সায়ংকালে কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বুদ্ধ, কল্কী, এবং মধ্য রাত্রে কৃষ্ণ আবির্ভূত হন।

বচন সকলের কল্পভেদে ব্যবস্থা কোন কল্পে এইরূপ হইয়াছিলেন।

মৎস্য, চৈত্র শুক্লপক্ষ তৃতীয়া অপরাহ্নে। পরশুরাম, বৈশাখ শুক্লপক্ষ তৃতীয়া মধ্যাহ্নে
কূর্ম্ম— বৈশাখ শুক্লপক্ষ দ্বাদশী সায়ং। রাম, চৈত্র শুক্লপক্ষ নবমী মধ্যাহ্নে।
বরাহ, শ্রাবণ শুক্লপক্ষ চতুর্থী অপরাহ্নে। কৃষ্ণ, শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী মধ্যরাত্রে।
নৃসিংহ, বৈশাখ শুক্লপক্ষ চতুর্দ্দশী সায়ং। বুদ্ধ, আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ দশমী সায়ং।
বামন, ভাদ্র শুক্লপক্ষ দ্বাদশী মধ্যাহ্নে। কল্কী, শ্রাবণ শুক্লপক্ষ ষষ্ঠী সায়ং।

মতান্তরে কল্পভেদে

কেচিত্তু স্ফুটান্ শ্লোকান্ পঠন্তি

কেহ কেহ স্পষ্টভাবে পুরাণ শ্লোক পাঠ করেন।

মৎস্য জয়ন্তী। ১

চৈত্রেতু শুক্ল পঞ্চম্যাং ভগবান্ মীনরূপধৃক্।

চৈত্রের শুক্ল পঞ্চমীতে ভগবান্ মৎস্যরূপ ধারণ করেন। ১

প্রাচীন টীকাধৃত এবং অবতার সংগ্রহ গ্রন্থধৃত বচন

বেদস্যোদ্ধরণার্থায় ধর্ম্ম সংস্থাপনায় চ।
চৈত্রস্য শুক্লপক্ষেতু পঞ্চমী মূল সংযুতে॥
মৎস্যরূপী হরি র্জাতো মধ্যাহ্নে সমুপস্থিতে।
তত্রোপবাসঃ কর্ত্তব্যো বিষ্ণু সাযুজ্য মিচ্ছতা॥
গৌরীসুতা যুতো পোষ্যা বিষ্ণু সেবা পরায়ণৈঃ।
পঞ্চমীগণ সংযুক্তা নো পোষ্যা চ কদাচন॥

গৌরীসুতা চতুর্থী। পঞ্চমীগণ সংযুক্তা ষষ্ঠী যুক্তা পঞ্চমী।

বেদের উদ্ধারের নিমিত্ত, ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য, চৈত্রের শুক্লপক্ষে মূলা নক্ষত্রযুক্ত পঞ্চমীতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে হরি মৎস্যরূপে প্রকাশ পান। বিষ্ণু সাযুজ্যেপ্সু ব্যক্তি তাহাতে উপবাস করিবেন। বৈষ্ণবের চতুর্থীযুক্ত পঞ্চমী উপোষ্য, কদাচ ষষ্ঠীযুক্ত পঞ্চমীতে উপবাস করিবে না।।১

কূর্ম্ম জয়ন্তী । ২

জ্যৈষ্ঠেতু শুক্ল দ্বাদশ্যাং কূর্ম্মরূপ ধরো হরিঃ ।

জ্যৈষ্ঠের শুক্ল দ্বাদশীতে হরি কূর্ম্মরূপ ধারণ করেন । ২ ।

জগন্নির্বর্হণার্থায় ধর্ম্ম সংস্থাপনায় চ ।
জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লপক্ষেতু যোগে শোভনকে তথা ॥
কৃত্তিকা ঋক্ষ সংযোগে সায়াহ্নে চ বিধূদয়ে ।
দ্বাদশ্যাং পূর্ব্ব বিদ্ধায়াং জাতঃ কূর্ম্মঃ স্বয়ং হরিঃ ॥
তত্রোপবাস ব্রতঞ্চ চরে ভক্তি সমন্বিতঃ ॥

জগন্নির্বর্হণার্থায় জগদ্রক্ষণায় ।

জগৎ রক্ষার নিমিত্ত, ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য, জ্যৈষ্ঠের শুক্লপক্ষে শোভন যোগে কৃত্তিকা নক্ষত্র সংযোগে সায়ং কালে চন্দ্রোদয়ে একাদশীযুক্ত দ্বাদশীতে হরি কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হন । ভক্তি যুক্ত হইয়া তাহাতে উপবাস করিবে ।২।

বরাহ জয়ন্তী । ৩

চৈত্রে কৃষ্ণনবম্যান্তু হরি র্ব্বরাহরূপধৃক্ ।

চৈত্রের কৃষ্ণ নবমীতে হরি বরাহরূপ ধারণ করেন । ৩ ।

চৈত্রে কৃষ্ণ নবম্যান্তু হরি র্ব্বরাহরূপধৃক্ ।
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ প্রভাতে সমুপস্থিতে ॥
তত্রোপবাসং কুর্ব্বীত পিতৃন্নুদ্দিশ্য তর্পণং ।
নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণু পরায়ণৈঃ ॥
উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যা মেব পারণং ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন দশা বিদ্ধা প্রশস্যতে ॥
বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা দশম্যা মেব পারণাৎ ।

চৈত্রের কৃষ্ণ নবমীতে হরি বরাহরূপ ধারণ করেন। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে প্রভাতকাল উপস্থিত হইলেই হরি বরাহরূপী হন।

সেই কৃষ্ণ নবমীতে উপবাস করিবে এবং পিতৃলোক উদ্দেশে তর্পণ করিবে।

বৈষ্ণবগণ অষ্টমী বিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিয়া দশমী যুক্ত নবমীতে উপবাস করিবেন। এবং দশমীতেই পারণ করিবেন। দশমীতেই অবশ্য পারণের কর্ত্তব্যত্বহেতু কখনও বিদ্ধানবমীও উপোষ্য। ৩।

নৃসিংহ জয়ন্তী। ৪

নরসিংহশ্চতুর্দ্দশ্যাং বৈশাখে শুক্ল পক্ষকে।

হরি বৈশাখের শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশীতে নরসিংহ রূপ ধারণ করেন। ৪।

হিরণ্যস্য বধার্থায় প্রহ্লাদ রক্ষণায়চ।
নরসিংহ শ্চতুর্দ্দশ্যাং বৈশাখে শুক্লপক্ষকে॥
স্বাতী যোগেচ সন্ধ্যায়াং জাতো ভৌম দিনে হরিঃ।
তত্রোপবাসং কুর্ব্বীত বিষ্ণু সেবা পরায়ণঃ॥
জয়া যুক্তা ন কর্ত্তব্যা পর বিদ্ধা প্রশস্যতে॥

হিরণ্যকশিপুর বধের জন্য, প্রহ্লাদের রক্ষার নিমিত্ত, হরি নরসিংহরূপে বৈশাখের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে স্বাতীনক্ষত্র যোগে ভৌমবারে সন্ধ্যাকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ ব্যক্তি তাহাতে উপবাস করিবেন। ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশী কর্ত্তব্য নহে, পূর্ণিমাযুক্ত চতুর্দ্দশী প্রশস্ত। ৪।

বামন জয়ন্তী। ৫

মাসি ভাদ্রপদে শুক্ল দ্বাদশ্যাং বামনো হরিঃ।

ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে হরি বামনরূপে অবতীর্ণ হন। ৫।

দেবতানাং হিতার্থায় বলি দমন হেতবে।
ভাদ্রস্য শুক্লাদ্বাদশী মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী যদা॥
বুধ শ্রবণ সংযুক্তা তদা ভূ দ্বামনো হরিঃ।
তত্রোপবসতে কামী বিষ্ণু সাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ॥

দেবগণের হিতের জন্য, বলি দমনের নিমিত্ত, বুধ শ্রবণ সংযুক্ত শুক্লা দ্বাদশী যখন মধ্যাহ্নকালব্যাপিনী হয়, তখন হরি বামনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কামনাশীল ব্যক্তি তাহাতে উপবাস করিলে বিষ্ণু সাযুজ্য লাভ করে। ৫।

পরশুরাম জয়ন্তী । ৬

মাধবে শুক্ল তৃতীয়ায়াং রামো ভার্গব রূপধৃক্ ।

বৈশাখের শুক্ল তৃতীয়াতে ভার্গবরূপধারী রাম অর্থাৎ পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন । ৬ ।

তৃতীয়া মাধবে শুক্লা রোহিণী ঋক্ষ সংযুতা ।
তত্র জাতো যমদগ্নি কুমার শ্চারুণোদয়ে ॥
তৃতীয়া গণ সংযুক্তা সোপোষ্যা সর্ব্বকামদা ।
দ্বিতীয়া শেষ সংযুক্তা নোপোষ্যাচ কদাচন ॥

বৈশাখের রোহিণীযুক্ত শুক্লা তৃতীয়াতে অরুণোদয়ে অর্থাৎ প্রাতে হরি যমদগ্নি কুমার রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়াগণ সংযুক্তা অর্থাৎ চতুর্থী যুক্ত তৃতীয়া উপোষ্য, সে সর্ব্বকামনা দান করে, কখনও দ্বিতীয়া যুক্ত তৃতীয়াতে উপবাস করিবে না । ৬ ।

রাম জয়ন্তী । ৭

চৈত্র শুক্ল নবম্যান্তু রামো দশরথাত্মজঃ ।

চৈত্রের শুক্ল নবমীতে দশরথ পুত্র রাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ৭ ।

রাক্ষসানাং বধার্থায় ধর্ম্ম সংস্থাপনায়চ ।
চৈত্রে শুক্ল নবম্যান্তু মধ্যাহ্নে সমুপস্থিতে ॥
পুনর্ব্বস্বৃক্ষ সংযোগে জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ ।
তত্রোপবাসং কুর্ব্বীত বিষ্ণু সাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ ॥
নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণু পরায়ণৈঃ ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণং ॥

রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত চৈত্রের শুক্লা নবমীতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে হরি রামরূপে অবতীর্ণ হন। তাহাতে উপবাস করিলে বিষ্ণু সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণবগণ অষ্টমী বিদ্ধা নবমী ত্যাগ করিবেন। নবমীতে উপবাস করিয়া দশমীতে পারণ করিবেন। "এব" শব্দ দ্বারা দশমীতে পারণের নিশ্চয়তা হেতু, কখন কখন অষ্টমী বিদ্ধা নবমীও গ্রাহ্য। ইহা স্বীকার না করিলে দুই উপবাসের প্রসঙ্গ হয় । ৭ ।

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা ৮৬—৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

বলরাম জয়ন্তী ।৮

নভস্যে তু দ্বিতীয়ায়াং বলভদ্রো হ ভব দ্ধরিঃ ।

নভস্যে শ্রাবণে।

শ্রাবণের শুক্লা দ্বিতীয়াতে হরি বলভদ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৮।

নভস্যে তু দ্বিতীয়ায়াং মধ্যাহ্নে সমুপস্থিতে ।
শুক্লায়া মভব দ্রামো হলী দুষ্ট বিনাশনঃ ॥
তত্রোপবাসং কুর্ব্বীত বিষ্ণু সাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ ।
নন্দযুক্তা ন কর্ত্তব্যা গৌরীযুক্তা প্রশস্যতে ॥

শ্রাবণের শুক্লা দ্বিতীয়াতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে হরি, দুষ্ট-বিনাশন হলী রাম অর্থাৎ বলরামরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তাহাতে উপবাস করিলে বিষ্ণু সাযুজ্য লাভ হয়। প্রতিপদযুক্ত দ্বিতীয়াতে উপবাস করিবে না, গৌরী অর্থাৎ তৃতীয়াযুক্ত দ্বিতীয়া প্রশস্ত ।৮

কৃষ্ণ জয়ন্তী ।৯

শ্রাবণে বহুলে হষ্টম্যাং কৃষ্ণো হভূ ল্লোক রক্ষকঃ ।

বহুলে কৃষ্ণপক্ষে।

শ্রাবণের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীতে লোকরক্ষক কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৯।

শ্রাবণে বহুলে পক্ষে অর্দ্ধরাত্রে বিধূদয়ে ।
রোহিণী ঋক্ষযুক্তায়া মষ্টম্যা মভব দ্ধরিঃ ॥
তত্রোপবাসং কুর্ব্বীত তিথি ভান্তে চ পারণং ।
একস্যান্তে বিষমেচ সমত্বে দ্বয়ো রেবচ ॥

শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্রোদয়ে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতে হরি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাতে উপবাস করিয়া তিথিও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। তিথি নক্ষত্র অসম হইলে একের অন্তে, সম হইলে উভয়ের অন্তে পারণ করিবে।

মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী সৌরভাদ্রে হইয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়াছে "কৃষ্ণো পোষ্যাষ্টমী ভাদ্রে।" ভাদ্রে কৃষ্ণাষ্টমী উপোষ্যা ।৯

বুদ্ধ জয়ন্তী কল্কী জয়ন্তী চ ।১০।১১

জ্যৈষ্ঠে শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং বুদ্ধঃ কল্কী ভবিষ্যতি।

জ্যৈষ্ঠের শুক্ল দ্বিতীয়াতে বুদ্ধ ও কল্কী হইবেন। ১০।১১।

বলভদ্র কৃষ্ণয়োর্মতভেদেন গণনায়াং ভেদঃ।
বলভদ্র এব অবতার ইতি চ অভিপ্রায়ঃ ॥

বলভদ্রস্য অবতারত্বে কৃষ্ণঃ অবতারী। এতেন দশাবতার গণনা সিদ্ধা। ভাদ্রে বুদ্ধঃ জ্যৈষ্ঠে কল্কী ত্যাহুঃ।

বলভদ্র ও কৃষ্ণের মতভেদে গণনায় ভেদ। বলভদ্রও অবতার এই অভিপ্রায়। বলভদ্রের অবতারত্বে কৃষ্ণ অবতারী। ইহা দ্বারা দশাবতার গণনা সিদ্ধ হয়।

ভাদ্রে বুদ্ধ, জ্যৈষ্ঠে কল্কী ইহাও কেহ কেহ বলেন।১০।১১
তদনুসারে বুদ্ধও কল্কী জয়ন্তী বলা যাইতেছে।

বুদ্ধ জয়ন্তী।১০

ভাদ্র শুক্ল দ্বিতীয়াতু হস্তানক্ষত্র সংযুতা।
তত্র চন্দ্রোদয়েবিষ্ণু র্বুদ্ধরূপী ভবিষ্যতি ॥
তত্রোপবাসঃ কর্ত্তব্যো বিষ্ণুসেবা পরায়ণৈঃ।
নন্দ যুক্তা ন কর্ত্তব্যা গৌরীযুক্তা প্রশস্যতে ॥

হস্তা নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রের শুক্লা দ্বিতীয়াতে চন্দ্রোদয়ে সায়ংকালে বিষ্ণু বুদ্ধরূপী হইবেন। বৈষ্ণবের তাহাতে উপবাস কর্ত্তব্য। প্রতিপদ্‌যুক্ত দ্বিতীয়া করিবে না, তৃতীয়াযুক্ত দ্বিতীয়া প্রশস্ত।১০

কল্কী জয়ন্তী।১১

জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়াতু পুনর্ব্বসু সমন্বিতা।
সূর্য্যোদয়ে ভবিষ্যতি কল্কী ম্লেচ্ছ বিনাশ কৃৎ ॥
তত্রোপবাসঃ কর্ত্তব্যো বিষ্ণু সাযুজ্য মিচ্ছতা।
নন্দাযুক্তা ন কর্ত্তব্যা গৌরীযুক্তা প্রশস্যতে ॥

পুনর্ব্বসুযুক্ত জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দ্বিতীয়াতে প্রাতে সূর্য্যোদয়ে ম্লেচ্ছ বিনাশকারী হরি কল্কীরূপে প্রকট হইবেন।

বিষ্ণু সাযুজ্যেপ্সু মানবের তাহাতে উপবাস কর্ত্তব্য প্রতিপদ্‌যুক্ত দ্বিতীয়া করিবে না। তৃতীয়াযুক্ত দ্বিতীয়া প্রশস্ত।১১

অহো মধ্যে সায়ং প্রাতঃ সায়ং মধ্যাহ্নে প্রাতরু।
মধ্যাহ্নে চৈব মধ্যাহ্নে অর্দ্ধরাত্রে তথৈবচ।
সায়ং প্রাতঃ ক্রমেণৈব জ্ঞায়তেচ বিচক্ষণৈঃ।

মৎস্য মধ্যাহ্নে, কূর্ম্ম সায়ংকালে, বরাহ প্রাতঃকালে, নরসিংহ সায়ংকালে, বামন মধ্যাহ্নে, ভৃগুরাম প্রাতঃকালে, রাম মধ্যাহ্নে, বলরাম মধ্যাহ্নে, কৃষ্ণ অর্দ্ধরাত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ সায়ংকালে, কল্কী প্রাতঃকালে ক্রমে আবির্ভূত হইবেন। ইহা পণ্ডিতগণ জ্ঞাত আছেন।

মৎস্য—চৈত্র শুক্লপঞ্চমী মধ্যাহ্নে।
কূর্ম্ম—জ্যৈষ্ঠ শুক্ল একাদশীযুক্ত দ্বাদশী সায়াহ্নে।
বরাহ—চৈত্র কৃষ্ণ নবমী প্রাতে।
নৃসিংহ—বৈশাখ শুক্ল চতুর্দ্দশী সায়ং।
বামন—ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশী মধ্যাহ্নে।
পরশুরাম—বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়া প্রাতে।
রাম—চৈত্র শুক্ল নবমী মধ্যাহ্নে।
বলরাম—শ্রাবণ শুক্ল দ্বিতীয়া মধ্যাহ্নে।
কৃষ্ণ—শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী অর্দ্ধরাত্রে।
বুদ্ধ—ভাদ্র শুক্ল দ্বিতীয়া সায়ং।
কল্কী—জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়া প্রাতঃ।

মতান্তরে কল্পভেদে

কোঙ্কণা স্তু বরাহপুরাণস্থান্যেন বাক্যানি পঠন্তি।

আষাঢ়ে শুক্ল পক্ষেতু একাদশ্যাং মহাতিথৌ।
জয়ন্তী মৎস্য নাম্নীতি তস্যাং কার্য্য মুপোষণং।
নভোমাসি তৃতীয়ায়াং হরিঃ কমঠরূপধৃক্।
নভসি শুক্ল পঞ্চম্যাং বরাহস্য জয়ন্তিকা।
বৈশাখেতু চতুর্দ্দশ্যাং নৃসিংহঃ সমপদ্যত।
মাসি ভাদ্রপদে শুক্লৈকাদশ্যাং বামনো হরিঃ।
বৈশাখে শুক্লপক্ষেতু তৃতীয়ায়াং ভৃগূদ্বহঃ।

চৈত্র নবম্যাং রামোঽভূৎ কৌশল্যায়াং পরঃ পুমান্।
শ্রাবণে বহুলাষ্টম্যাং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
পৌষ শুক্লেতু সপ্তম্যাং কুর্য্যাদ্ বুদ্ধস্য পূজনং।
মাঘ শুক্ল তৃতীয়ায়াং কল্কিনঃ পূজনং হরেঃ।

কোঙ্কণেরা বরাহপুরাণস্থ বাক্য পাঠ করেন।

জয়ন্তী জন্মতিথিঃ। উপোষণমিতি সর্ব্বত্র যোজনীয়ং। নভমাসি শ্রাবণে। কমঠঃ কচ্ছপঃ কূর্ম্মঃ। নভসি শ্রাবণে। সমপদ্যত অজায়ত। ভৃগূদ্বহঃ পরশুরামঃ। বহুলাষ্টম্যাং কৃষ্ণাষ্টম্যাং। জনার্দ্দনঃ কৃষ্ণঃ।

গ্রন্থকার কৃতা সরলা নাম্নী টীকা সম্পূর্ণা

দশাবতার জয়ন্তী

বিরুদ্ধ বচনের কল্পভেদে ব্যবস্থা

আষাঢ়ে শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে মৎস্য জয়ন্তী মৎস্যাবতার একাদশীতে আবির্ভূত হন। তাহাতে উপবাস করিবে।

"উপোষণং" ইহা সর্ব্বত্র যোজনীয়। সমস্ত অবতারের জন্মতিথিতেই উপবাস করিবে।

শ্রাবণ মাসের শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে কূর্ম্মাবতার হন, শ্রাবণ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে বরাহ প্রকাশ পান। তাহা বরাহ জয়ন্তী। বৈশাখের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে নৃসিংহ উৎপন্ন হন। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীতে বামন প্রকট হন। বৈশাখের শুক্ল তৃতীয়ায় পরশুরাম ভৃগুবংশে উদয় হন, চৈত্রের শুক্ল নবমীতে রাম কৌশল্যাতে প্রকট হন, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীতে দেবদেব কৃষ্ণ আবির্ভূত হন, পৌষের শুক্ল সপ্তমীতে বুদ্ধ এবং মাঘের শুক্ল তৃতীয়াতে কল্কী জন্মগ্রহণ করিবেন।

প্রাতঃ প্রাতস্তু মধ্যাহ্নে সায়ং সায়ং তথা নিশি।
মধ্যাহ্নে মধ্য রাত্রেচ সায়ং প্রাত রনুক্রমাৎ॥

প্রাতে মৎস্য, প্রাতে কূর্ম্ম, মধ্যাহ্নে বরাহ, সায়ংকালে নৃসিংহ, সায়ংকালে বামন, রাত্রে পরশুরাম, মধ্যাহ্নে রাম, মধ্যরাত্রে কৃষ্ণ, সায়ংকালে বুদ্ধ, প্রাতঃকালে কল্কী ক্রমে আবির্ভূত হন। ইহা মতান্তরে কল্পভেদে।

মৎস্য—আষাঢ় শুক্লা একাদশী প্রাতঃ।	পরশুরাম—বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়া রাত্রি।
কূর্ম্ম—শ্রাবণ শুক্ল তৃতীয়া প্রাতঃ।	রাম—চৈত্র শুক্ল নবমী মধ্যাহ্নে।
বরাহ—শ্রাবণ শুক্ল পঞ্চমী মধ্যাহ্নে।	কৃষ্ণ—শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী মধ্য রাত্রে।
নৃসিংহ—বৈশাখ শুক্ল চতুর্দ্দশী সায়ং।	বুদ্ধ—পৌষ শুক্লা সপ্তমী সায়ং।
বামন—ভাদ্র শুক্ল একাদশী সায়ং।	কল্কী—মাঘ শুক্ল তৃতীয়া প্রাতঃ।

জয়ন্তী মধ্যে—নৃসিংহ চতুর্দ্দশী রামনবমী, জন্মাষ্টমী, এই তিনটী উপবাস নিত্য আর সমস্ত কাম্য।

* ইতি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামি ভ্রাতৃবংশোদ্ভব শ্রীনন্দকুমার গোস্বামি তত্ত্ব নিধি কাব্যতীর্থ প্রণীতে শ্রীবৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টে দশাবতার জয়ন্তী নির্ণয়ঃ নাম নবমঃ অধ্যায়ঃ।*

ইতি শ্রীবৈষ্ণব কণ্ঠভূষণং সম্পূর্ণং।

ভ্রম সংশোধন

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা পরিশিষ্টং

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
তিথ্যাদি	তিথ্যাদির	১৭	১৮
পূজা	পূজ্যা	৪২	১১
ভবিতবৈব	ভবিতব্যৈব	৮৯	৭
দ্বিকল্পা	দ্বিকল্পো	১১৩	৬
বেদবিদু	বেদবিদোবিদুঃ	১৩৬	১২
অর্দ্ধযামে	সার্দ্ধযামে	১৪০	১৭
দ্বিমুহূর্ত্তেণ ভোবেদ্ যোগ	দ্বিমুহূর্ত্তো ভবেদ্ যোগ		
ইতিলোলাক্ষিন্যায়াৎ	ইতিলোগাক্ষি ন্যায়াৎ	১৪৭	৫

বৈষ্ণবোপবাস ব্রত মীমাংসা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অর্থের সঙ্গতি হইতেছে	অর্থের অসঙ্গতি হইতেছে	৩৫	৩১
"ফল কথা অহোরাত্র ব্যাপিনী হইলেই বঞ্জুলী হয়"	ভুল, উঠিয়া যাইবে	৪২	২৮
যাইট হইয়া মল পরদিনে গেলে অথবা না গেলেও শুদ্ধা একাদশী	যাইট হইয়া মল পরদিনে গেলে শুদ্ধা একাদশী	৪৪	১২।১৩
সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত	সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ে প্রবৃত্ত	৪৬	১৪

শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত মীমাংসা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
যদিচ একাদশী তিথির হ্রাস বশতঃ	যদিচ দ্বাদশী তিথির হ্রাস বশতঃ	৫০	১৩।১৪

গোবর্দ্ধন পূজা মীমাংসা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ভদ্রায়াং নন্দাযুক্ত ভদ্রায়াং প্রতিপদযুক্ত দ্বিতীয়ায়াং	ভদ্রায়াং ভদ্রাযুক্ত নন্দায়াং দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদি	৫২	৬

গ্রন্থপ্রাপ্তির ঠিকানা

শ্রীযুক্ত ব্রজানন্দ গোস্বামী
বাণীগ্রাম, পোঃ মধ্যপাড়া,
ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
৬৫।১ দরমাহাটা ষ্ট্রীট, নিমতলা কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৩।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।